হোমিওপ্যাথিক

সরল মেটিরিয়া মেডিকা

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস কে অর্পণ

সরল হোমিওপ্যাথিক গৃহ চিকিৎসা প্রণেতা এবং ডাঃ জে, টি, কেণ্ট এম, ডি, কৃত

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার রেপার্টরির বঙ্গানুবাদক

ডাক্তার

এন্, এন্, ঘোষ

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ

পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত

প্রার্থনা করি—

আরোগ্যদায়িনী শক্তিনির্দ্দেশকারী ঔষধের লক্ষণসমূহ নির্ভুল হউক।

PUBLISHED BY THE

AUTHOR,

১১৪, হরগঞ্জরোড, সালিখা।

১৩২৪

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস কে, আই, এইচ,
মহোদয়ের প্রতি—

পরমপিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছায়, যাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা "সর্ব্ব ভূতে সমভাব" এই কথাটীর প্রকৃত ব্যবহার করিবার জন্য উৎসুক, যিনি আমার এই অকর্ম্মন্য জীবনকে নানা প্রকার দায়িত্বপূর্ণ করিয়া কর্ম্মঠ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই মহাত্মার করকমলে আমার এই বহুকষ্টে সংগৃহীত আদরের জিনিস অর্পণ করিলাম। কারণ পরোপকারী মহাপুরুষের করস্পর্শে নিশ্চয়ই এই পুস্তকখানি মানবের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইবে।

শরণাগত—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

উদ্দেশ্য।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র মধ্যে, অর্থাৎ—চরক, সুশ্রুত ইত্যাদি গ্রন্থ মধ্যে যে সকল গুণযুক্ত পুরুষ চিকিৎসক হইবার উপযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; আধুনিক চিকিৎসা জগতে তদ্রূপ গুণ-সংযুক্ত চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিলে, "ঠক্ বাছ্‌তে গাঁ ওজোড়" বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই হইয়া থাকে। অতএব উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে অনেক সময় সুচিকিৎসার ব্যাঘাত ঘটে, এমন কি কখন কখন চিকিৎসা করাইতে গিয়া গৃহস্থের ধন, প্রাণ উভয়ই বিপন্ন হয়। অনেকে কথাটী অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ বিষয় ভুক্তভোগী অতএব বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

জগতে যে কয়েক প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে হোমিওপ্যাথি সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হয়'ত অনেকে আমার এই কথাটীতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমি ইহাও আশা করি যে, তিনিও একদিন আমার এই কথার প্রতিধ্বনি করিবেন। হোমিওপ্যাথি সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই কারণ আমি হোমিওপ্যাথিক্ মতে এমন কতকগুলি পুস্তক সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া সাধারণকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাহা দ্বারা এমন কি কুলললনারাও চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে হোমিওপ্যাথিক মতে বিশুদ্ধ চিকিৎসা করিতে পারেন।

ক্ষুদ্র হৃদয়ে মহৎ আশা। আমার হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র বটে তথাপি ইহাতে কেমন করিয়া এ মহৎ আশার সঞ্চার হইল? কেনই বা আমি এত উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়া সরল মেটিরিয়া মেডিকা খানি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম? আমি'ত কখন ইহা স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। আমি

পূর্ব্বেও অনেক দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিবার মানসে বহু যত্ন, অর্থব্যয় ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু আমি সফল-প্রযত্ন হই নাই। আজ তদপেক্ষা অল্পায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে কেমন করিয়া পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। অতএব উদ্দেশ্য আমার নহে, উদ্দেশ্য যাঁহার তাঁহারই, তিনিই তাহা সিদ্ধ করিবেন, আমি যন্ত্র মাত্র।

সেবক,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পরিচয়।

মহাত্মা হানিমান একদিবস একখানি এলোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা তরজমা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের একস্থলে লিখিতেছেন, সুস্থ শরীরে কুইনাইন সেবন করিলে জ্বর হয় এবং জ্বররোগী কুইনাইন সেবন করিলে আরোগ্য লাভ করে। বিধাতা শুভক্ষণে এই বাক্যটী মহাত্মা হানিমানের কর্ষিত হৃদয়ে হোমিওপ্যাথির বীজস্বরূপ নিক্ষেপ করিলেন। তিনি নিজে এবং কয়েকটী সুস্থদেহী মনুষ্যকে কুইনাইন সেবন করাইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই সুস্থদেহে কুইনাইন সেবন করিলে জ্বর হয়। মহাত্মা হানিমান একজন অতি সূক্ষ্মদর্শী পুরুষ ছিলেন। তিনি দেখিলেন, যে কয়জন মনুষ্যকে কুইনাইন সেবন করাইয়াছিলেন, সকলেরই শরীরে একই প্রকারের জ্বর উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন কুইনাইন কখনই নানা প্রকার জ্বর আরোগ্য করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ কুইনাইন একই প্রকার জ্বর উৎপাদন করিতে সক্ষম। তাঁহার ধারণা নির্ভুল কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য, কুইনাইন সেবন করিলে যে প্রকারের জ্বর হয়, তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং উক্ত লক্ষণ সংযুক্ত জ্বর-রোগীতে বৃহৎ মাত্রায় অর্থাৎ এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা যে মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করেন, সেই মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করাতে প্রথমে রোগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরে নির্ম্মূল হইল। রোগ প্রথমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে বিদূরিত হইল দেখিয়া মহাত্মা হানিমান ঔষধের মাত্রা কমাইতে আরম্ভ করিলেন। ঔষধের মাত্রা যত কমাইতে আরম্ভ করিলেন ততই রোগ বৃদ্ধি না হইয়া, শীঘ্র এবং স্থায়ীভাবে

আরোগ্য হইতে লাগিল। তিনি অন্যান্য ঔষধও উক্ত উপায়ে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরে মাত্রা কমান সম্বন্ধে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন কতকগুলি ঔষধ এক বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঔষধের তেজ কমাইবার জন্য ৯৯ গ্রেণ দুগ্ধ-শর্করা বা ৯৯ ফোঁটা জলের সহিত এক গ্রেণ ঔষধ উত্তম রূপে মিশাইয়া, উহাকে ১ শততমিক ডাইলিউশন নামে অভিহিত করিলেন, এবং উক্ত ঔষধ এক গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়াও রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি পুনরায় ১ শততমিক ডাইলিউন হইতে ১ গ্রেণ অথবা ১ ফোঁটা ঔষধ লইয়া উহার সহিত ৯৯ গ্রেণ দুগ্ধ-শর্করা অথবা ৯৯ ফোঁটা জল উত্তমরূপে মিশাইলেন, উক্ত উপায়ে ক্রমান্বয়ে দুই হইতে তিন, তিন হইতে চারি ইত্যাদি ৩০ ডাইলিউশন পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিলেন এবং ৬, ১২, ৩০ ডাইলিউশন ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিয়া অতি সন্তোষজনক ফল পাইতে লাগিলেন। এ স্থলে মহাত্মা হানিমান নিশ্চিন্ত না হইয়া আরও চিন্তিত হইলেন, কারণ ৩০ ডাইলিউশন ঔষধের মধ্যে সুরাসার (ঔষধ ডাইলিউশন করিবার জন্য দুগ্ধ-শর্করার স্থলে সুরাসারও ব্যবহৃত হইয়াছিল, এক্ষণে অধিকাংশ ঔষধই সুরাসার দ্বারা ডাইলিউশন করা হয়।) অথবা দুগ্ধ-শর্করা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বহু চিন্তা এবং প্রমাণ দ্বারা এই ধার্য্য করিলেন, প্রত্যেক পদার্থকে যত ডাইলিউশন করা হয়, ততই তাহার বিষ শক্তি নষ্ট হইয়া অমৃত শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন তিনি ডাইলিউশনের 'শক্তি' (Potency) আখ্যা প্রদান করিলেন। উপরোল্লিখিত ঘটনাটী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে মহাত্মা হানিমানের নিজের কিছু কৃত্রিমতা নাই, তিনি স্বভাবের নিয়মে যাহা দেখিয়াছিলেন জগতকে তাহাই দেখাইয়াছেন।

উপরোল্লিখিত ঘটনাটীর দ্বারা আরও এই প্রমাণ হইতেছে যে, সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে যে সকল লক্ষণ উদিত হয়, সেই প্রকারের লক্ষণ সমূহ স্বাভাবিক ব্যাধিতে দৃষ্ট হইলে, উক্ত ঔষধ অল্প মাত্রায় সেবন করিলে রোগ আরোগ্য হয়। অতএব চিকিৎসা করিতে হইলে, সুস্থ শরীরে কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিলে কি কি লক্ষণ উৎপাদিত হয়, তাহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। কোন্ ঔষধে কি কি লক্ষণ উৎপাদিত হয়, মেটিরিয়া মেডিকা নামক পুস্তক মধ্যে তাহাই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব মেটিরিয়া মেডিকা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-দিগের প্রধান অবলম্বন। এক্ষণে হোমিওপ্যাথিক জগতে তিন শ্রেণীর মেটিরিয়া মেডিকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মহাত্মা হানিমান এক প্রণালীতে মেটিরিয়া মেডিকা লিখিয়াছিলেন, পরে মাননীয় হেরিং ইত্যাদি ডাক্তারেরা মহাত্মা হানিমানের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া মেটিরিয়া মেডিকাটী আরও সহজ করিবার মানসে অন্য পথ অবলম্বন করিলেন এবং এক্ষণে কেণ্ট, ফেরিংটন, ন্যাস ইত্যাদি ডাক্তারেরা ইহা অপেক্ষাকৃত আরও সহজ বোধগম্য করিয়াছেন।

মহাত্মা হানিমান যে প্রণালীতে মেটিরিয়া মেডিকা লিখিয়াছেন উহা সাধারণের বোধগম্য নহে, চিন্তাশীল ব্যক্তি ব্যতিরেকে সাধারণে সহজে উহার ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় না। মহাত্মা হানিমান তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে বাক্যরূপ তুলিদ্বারা প্রত্যেক ঔষধের চিত্র অতি নিপুণতার সহিত আঁকিয়া রাখিয়াছেন, দিব্যচক্ষু না থাকিলে সে চিত্র দর্শন একেবারেই সম্ভবপর নহে। হানিমানের অব্যবহিত পরেই যে মেটিরিয়া মেডিকা গুলি বাহির হইয়াছে উহারা সরল ও বোধগম্য হইলেও সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান দানে সমর্থ নহে। যদিচ আমার মেটিরিয়া মেডিকা খানি শেষোক্ত প্রণালীতে লিখিত তথাচ আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রথমেই বলিয়াছি ইহা আধুনিক, যেমন আধুনিক ধর্ম্মগুলিতে একেবারেই বলিয়া

দেয় ঈশ্বর নিরাকার, যদি চ ইহা পূর্ণ জ্ঞানের চরম কথা এবং ইহার পর আর কথা নাই, তথাচ বিশ্বাসের সহিত ইহাকে অবলম্বন করিলে কালে মনোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ বৃক্ষের গোড়া ধরিলে ডগায় আসা এবং যদ্যপি কেহ ডগা ধরাইয়া দেয় তাহা হইলে যদিচ প্রথমে উঠিতে বড়ই কষ্ট হয় কিন্তু একবার উঠিতে পারিলে, অতি সহজে গোড়ায় আসা যায়। আধুনিক মেটিরিয়া মেডিকা গুলি হোমিওপ্যাথির পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করিতে অক্ষম কিন্তু বিশ্বাসের সহিত ইহাকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে সিদ্ধি লাভ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা মধ্যে কেবল মাত্র ঔষধের লক্ষণ গুলি লিখিত হইয়াছে। মহাত্মা হানিমান ইত্যাদি চিকিৎসকদিগের লিখিত গ্রন্থ মধ্যে ঔষধের লক্ষণসমূহ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজে ঔষধের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন না, কারণ ঔষধগুলি পাঠ করিলে দুই চারিটী লক্ষণ ব্যতিরেকে, সমস্ত ঔষধের লক্ষণগুলিই এক প্রকার বলিয়া মনে :হইবে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, যেমন একস্থলে অবস্থিত চারিটী মনুষ্য নিরীক্ষণ করিলে, যদিও প্রত্যেকেরই শরীরে চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ দৃষ্ট হয়, তথাচ উহাদিগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে। উক্ত পার্থক্য সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা যত কঠিন হউক বা না হউক, উক্ত প্রকারে লিখিত পার্থক্য পাঠ করিয়া উহাদিগের আকার হৃদয়ঙ্গম করা অতীব কঠিন। অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তি ব্যতিরেকে উহাদিগকে পাঠ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আধুনিক মেটিরিয়া মেডিকা লিখিবার প্রণালী স্বতন্ত্র। যাঁহারা "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" করিতে চান অর্থাৎ যাঁহারা অধিক চিন্তা এবং পরিশ্রম না করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে চান, তাঁহাদিগের পক্ষে উত্তম কিন্তু ইহাতে বিপদ আছে, বড় মাছ পড়িলে হয় জলে নামিতে হইবে নচেৎ মৎস্যের আশা

পরিত্যাগ করিতে হইবে। আধুনিক গ্রন্থকারেরা কেবল মাত্র চরিত্রগত লক্ষণগুলি বিশেষরূপে লিখিয়াছেন,ইহাতে চিকিৎসার সময় ঔষধ নির্ব্বাচনে অধিক বেগ পাইতে হয় না, কারণ যে ঔষধের যে লক্ষণগুলি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত, যে সকল লক্ষণ অবলম্বনে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহু রোগে নিশ্চিত ফল পাওয়া যাইতেছে এবং যে লক্ষণগুলি অন্যান্য ঔষধে পাওয়া যায় না, উহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আমার এই ক্ষুদ্র মেটিরিয়া মেডিকা খানি আধুনিক প্রণালীতে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে. পাঠক মহাশয়দিগের বিচার্য্য।

সমগ্র মেটিরিয়া মেডিকাস্থ সমস্ত ঔষধের লক্ষণগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যক্ষ এবং অনুবোধ্য। চিকিৎসক যে সকল লক্ষণগুলিকে স্বয়ং দেখিয়া লইতে পারেন যথা, চক্ষু রক্তবর্ণ, কোন স্থানের ফুলা ইত্যাদি, উহাদিগকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে যে সকল লক্ষণ গুলিকে স্বয়ং রোগী ভিন্ন অপরে বোধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে অনুবোধ্য বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঔষধেই প্রত্যক্ষ এবং অনুবোধ্য উভয় শ্রেণীর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ এবং অনুবোধ্য লক্ষণগুলির মধ্যে কতকগুলি চরিত্রগত এবং কতকগুলি সাধারণ। চরিত্রগত লক্ষণ বলিতে এই বুঝিতে হইবে, ইহা ঔষধের স্বভাবগত বিশেষ ধর্ম্ম এবং ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগে বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে পারা যাইতেছে, চরিত্রগত লক্ষণগুলিই সর্ব্বপ্রধান। উহারা প্রত্যেক ঔষধের মুখস্বরূপ। যেমন মুখ দর্শন না করিলে মানুষ চেনা যায় না, তদ্রূপ চরিত্রগত লক্ষণ ব্যতিরেকে ঔষধ চেনা অতীব কঠিন। এই পুস্তকখানি মধ্যে চরিত্রগত লক্ষণগুলি অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহাতে ঔষধ পাঠ করিবার সময় গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। প্রত্যেক

ঐ যে মহাশক্তি, যাহা হইতে এই জগৎ প্রকাশিত, উহা নিজ নিয়মে অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে সমগ্র জগতে নানা প্রকার কার্য্য করিতেছে। অতএব আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী উক্ত মহাশক্তির "আরোগ্যদায়িনী মূর্ত্তি"। আমি জানি অনেকে আমার এই কথাটী স্বীকার করিতে ইতঃস্তত করিবেন, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে এ ভ্রম স্থায়ী হইবে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পদার্থ নাই তথাচ কেন উক্ত পন্থা অবলম্বনে কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাতে কিছু আছে, কিছু আছে অর্থে উহার রোগ আরোগ্য করিবার শক্তি আছে এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধে রোগ আরোগ্য করা ব্যতিরেকে, আর কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। কাজে কাজেই উহাকে সেই মহাশক্তির আরোগ্যদায়িনী মূর্ত্তি ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে?

পাঠক মহাশয়! হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তাচ্ছিল্য করিবার বস্তু নহে। আপনার এক বিন্দু ঔষধের সহিত সেই মহাশক্তির আরোগ্যদায়িনী মূর্ত্তি আপনার রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করিবে, অতএব অতি সাবধান এবং ভক্তির সহিত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটী করিবেন না। কারণ শক্তির অপব্যবহার করিলে তাহার ফল নিতান্ত বিষময়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যতই শক্তিকৃত করা হয়, ঔষধে নশ্বর পদার্থের ভাগ ততই কমিয়া যায় এবং ইহার আরোগ্যদায়িনী শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই কারণ উচ্চ শক্তির ঔষধের ক্রিয়া শরীরে বহু দিবস যাবৎ বর্ত্তমান থাকে। অতএব উচ্চ শক্তির ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

হোমিওপ্যাথিক

সরল মেটিরিয়া মেডিকা

একোনাইট নেপেলাস।

(ACONITE NAPELUS)

অত্যন্ত অস্থিরতা, দুর্নিবার্য্য পিপাসা এবং ভয়, একোনাইটের এই তিনটী লক্ষণ প্রধান। ব্যাধির নাম যাহাই হউক না কেন, ঔষধের লক্ষণ সমষ্টি ব্যাধির লক্ষণ সমষ্টির সমান হইলেই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কারণ লক্ষণই ব্যাধি। অতএব যে স্থলে উপরিলিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিবে, ব্যাধির নাম যাহাই হউক না কেন একোনাইট প্রযোজ্য।

অত্যন্ত অস্থিরতা—হোমিওপ্যাথিক্ মেটিরিয়া মেডিকা মধ্যে অনেক ঔষধে অস্থিরতা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে আর্সেনিক, রসটক্স এবং একোনাইট সর্ব্বপ্রধান। রসটক্সে অস্থিরতাজনিত অনবরত স্থিতি পরিবর্ত্তন করিলে, রোগের উপশম হয়; আর্সেনিকের রোগী অস্থিরতাজনিত অনবরত স্থিতি পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু অতিরিক্ত দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার সে আশা পূর্ণ হয় না, যে স্থলে একোনাইটের রোগী অনবরত ছট ফট করে।

দুর্নিবার্য্য পিপাসা—পুনঃ পুনঃ ও অধিক পরিমাণে জল পান

করিয়াও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। আর্সেনিকেও অত্যন্ত পিপাসা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার প্রভেদ এই যে, দুর্নিবার্য্য পিপাসা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে জল পান না করিয়া পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প জল পান করে।

ভয় অতিশয়—সর্ব্বদাই ভয় ভয়, ভূতের ভয়, কোন কারণ নাই তথাচ ভয়। ভয় পাইয়া কোন পীড়া হইলে, একোনাইট উত্তম। গর্ব্ভাবস্থায় ভয় পাইয়া "ভূতে পাওয়ার ন্যায়" হইলে, অথবা গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা হইলে একোনাইট অমৃত। এত ভয় যে, রোগীর জীবন স্পৃহনীয় নহে, * সে মনে করে এ যাত্রা রক্ষা নাই, এমন কি কখন মরিবে তাহা বলিতে থাকে।

কলিকাতা হাটখোলার কোন একটী স্ত্রীলোক সন্ধ্যাকালে ছাই ফেলিতে গিয়া, ভয় পাইয়া "ভূতে পাওয়ার ন্যায়" হইয়াছিলেন। আমি আহুত হইয়া দেখিলাম, তিনি একটী গৃহের মধ্যে অবগুণ্ঠিতাবস্থায় উপবিষ্টা। আমি তাঁহাকে তাঁহার রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, "কল্য সন্ধ্যাকালে যখন আমি ছাই ফেলিতে গিয়াছিলাম অন্ধকারে দেখিলাম, 'কে যেন দাঁড়াইয়া আছে', তদবধি আমার মনে একটুকু শান্তি নাই; কেবল মনে হইতেছে কেহ আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! আমার মনে সর্ব্বদাই ভয় করিতেছে, আমি কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছি না।" আমি তাঁহাকে চারিমাত্রা ৬ষ্ঠ শক্তির একোনাইট প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া আসিলাম, পর দিবস প্রাতে শুনিলাম উক্ত ঔষধে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

জ্বর অত্যন্ত, অসহ্য উত্তাপ—গাত্র চর্ম্ম শুষ্ক ও খস্ খসে, দেখিলে মনে হয় গা দিয়া খড়ি উঠিতেছে, নাড়ী পূর্ণ ও বেগবতী, ভয়ানক অস্থিরতা, পিপাসা ও ভয়।

চিৎ হইয়া শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলে, রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল মৃতবৎ

ফেঁকাসে হইয়া যায়, ভীর্ম্মি যাওয়ার ন্যায় হইয়া শুইয়া পড়ে, পুনরায় গাত্রোত্থান করিতে ভয় পায় ; কখন কখন দৃষ্টি শক্তির লোপ পায় ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

উদরাময় রোগেও একোনাইট শীর্ষস্থানীয়। কলেরার প্রথম অবস্থায় একোনাইট সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। কলেরায় লাল তরমুজ ঘোলাবৎ মল থাকিলে একোনাইট ধ্রুব কার্য্যকারী।

বেদনা অসহনীয়, ইহাও একোনাইটের সিদ্ধিদায়ক লক্ষণ, শূল বেদনা, বাতজনিত বেদনা, নিউর্যাল্‌জিক্ বেদনা ইত্যাদি যত্তপি নিতান্ত অসহনীয় হয়, এবং তৎসহ অত্যন্ত অস্থিরতা, পিপাসা ও ভয় থাকে, তাহা হইলে একোনাইট উত্তম।

নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণও একোনাইটের চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণিত। শুষ্ক টাণ্ডা বাতাস লাগিয়া পীড়া, ভয় পাইয়া কোন পীড়া, হঠাৎ কোন পীড়ার উৎপত্তি, ঠাণ্ডা বাতাসে হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া পীড়া।

একোনাইট অতি দ্রুত মনুষ্য শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার প্রত্যেক লক্ষণ রোগীর শরীরে অতি শীঘ্র বিকাশ পাপ্ত হইয়া, দ্রুতগতিতে যন্ত্রণার চরম সীমায় উপনীত হয়। সেই কারণ প্রায় প্রত্যেক অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক তরুণ ব্যাধির প্রথমাবস্থায় একোনাইট সুন্দর কার্য্য করে।

মোটা সোটা বালিকা, যাহারা সর্ব্বদা বসিয়া বসিয়া সময় কাটায় ; যাহাদিগের মাংসপেশী দৃঢ়, চক্ষুর তারকা ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও যাহারা ঋতু পরিবর্ত্তন কালে সহজে পীড়িত হয়, এবম্প্রকার ব্যক্তির শরীরে একোনাইট সুন্দর কার্য্য করে।

পুনরায় বলি, অত্যন্ত অস্থিরতা, দুর্নিবার্য্য পিপাসা এবং অতিশয় ভয় এই তিনটী লক্ষণ দ্বারা একোনাইটকে চিনিতে পারা যায়। অতএব কোন ব্যাধির সহিত উপরোক্ত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, একোনাইট প্রযোজ্য।

সালফর।

(Sulphur)

উপযুক্ত ও সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল না পাইলে, কিম্বা আরোগ্য অধিক বিলম্বে হইলে, অথবা আরোগ্য হইয়াও পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হইলে, অনেক সময় এক মাত্রা সালফার প্রয়োগ করিয়া বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। এ প্রকার হইবার কারণ কি? জীব শরীরে সোরাধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলে, শীঘ্র রোগ আরোগ্য হইতে পারে না। এ স্থলে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সোরা কি? যদিও সোরাধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, তথাচ নূতন শিক্ষার্থীর এন্টিসোরিক্ ঔষধগুলি প্রয়োগে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে বিবেচনায়, আমি দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

যেমন ব্যঞ্জনে লবণ প্রয়োগ করিলে তাহার প্রত্যেক অণুটি পর্য্যন্ত লবণাক্ত হয়; তদ্রুপ সোরাবিষ মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহার জীবনী শক্তি হইতে চর্ম্ম পর্য্যন্ত আক্রান্ত করিয়া, তাহাকে তাহার স্বধর্ম্মে আনয়ন করে; সোরাক্রান্ত মনুষ্য শরীরে নানা প্রকার তরুণ ও পুরাতন ব্যাধি হইবার প্রবণতা দেখা যায়, এবং একবার কোন একটি ব্যাধি হইলে সহজে আরোগ্য হয় না। সোরার একটি চরিত্রগত লক্ষণ চর্ম্মরোগ হইবার প্রবণতা। উক্ত সোরাদোষ ধ্বংস করিবার জন্য হোমিও-প্যাথিক্ মতে অনেকগুলি এন্টিসোরিক্ ঔষধ আছে। রোগী শীঘ্র আরোগ্য না হইলে, অথবা আরোগ্য হইয়াও পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হইলে, এবং রোগীর শরীরে সোরাধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলে, যে এন্টিসোরিক্ ঔষধটির সহিত রোগীর রোগের লক্ষণ মিলিবে, তাহাই তাহার শরীরে বর্ত্তমান সোরাধর্ম্ম সংশোধনে সক্ষম।

একোনাইট তরুন ব্যাধিতে বিশেষ কার্য্যকারী, কারণ একোনাইটের

লক্ষণগুলি তরুণ ব্যাধির সদৃশ। সালফর পুরাতন ব্যাধিতে কার্য্যকারী কারণ সালফরের লক্ষণগুলি পুরাতন ব্যাধির স্বরূপ। সালফর নূতন ব্যাধিতে কার্য্য করে না, বা একোনাইট পুরাতন ব্যাধিতে প্রয়োগ হয় না, আমার কথার তাৎপর্য্য ইহা নহে। হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের লক্ষণই মূল, ব্যাধি নূতন কি পুরাতন দেখিবার প্রয়োজন নাই, সদৃশ লক্ষণ পাইলেই ঔষধ প্রযোজ্য।

সালফরের রোগী দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, উহার পক্ষে ইহা নিতান্ত কষ্টদায়ক।

জ্বালা—সালফরের একটি প্রধান লক্ষণ। একমাত্র জ্বালার উপর নির্ভর করিয়া সালফর প্রয়োগ করা যায়। হস্তে জ্বালা, পদে জ্বালা, চক্ষু মুখ, নাসিকা, মস্তক, ব্রহ্মতালু, উদরাভ্যন্তর, যোনি, লিঙ্গ ইত্যাদি সর্ব্ব শরীরে অথবা উহাদিগের মধ্যে কোন একটি স্থানে জ্বালা। চক্ষু হইতে জ্বালাযুক্ত জল পড়িয়া, চক্ষুর ধারগুলি হাজিয়া যায়। নাসিকা হইতে জ্বালাযুক্ত সর্দ্দিক্ষরণ, মুখ হইতে জ্বালাযুক্ত লালা, জ্বালাযুক্ত মল, জালাযুক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি সর্ব্বশরীর অথবা একটি মাত্র স্থানের ক্লেদাদি নির্গমনে জ্বালা ও হাজিয়া যাওয়া। উক্তপ্রকার জ্বালাযুক্ত স্রাব জনিত শরীরের নবদ্বার অথবা একটি মাত্র দ্বার রক্তবর্ণ হওয়া সালফরের একটী লক্ষণ।

চর্ম্মের উপর সালফরের অদ্ভূত কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সালফরের যে যে লক্ষণগুলি চর্ম্মের উপর প্রকাশিত হয়, উহারা সোরা ঘটিত রোগের ন্যায়, সেই কারণ মহাত্মা হানিমান সালফরকে এন্টিসোরিক্ ঔষধ সমূহ মধ্যে শীর্ষ স্থান প্রদান করিয়াছেন। নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে সালফর প্রয়োগ করা যায়; যথা চুলকানি, খোস, পাচড়া, হাম, বসন্ত, একজিমা, কাউর, দদ্রু, ইত্যাদি। যদ্যপি কোন প্রকার চর্ম্ম রোগের সহিত অত্যন্ত জ্বালা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, সালফর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। চর্ম্মরোগ

বসিয়া গিয়া মারাত্মক হইলে, অথবা স্বতন্ত্র পীড়া জন্মাইলে, সালফর উত্তম। গাত্র চর্ম্ম জঘন্য, দেখিলে ঘৃণা হয়, সর্ব্বদা খোস পাচড়া হওয়া স্বভাব।

কলিকাতা রেফিউজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিষ্টার এ. এম্. বিশ্বাস মহোদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের ম্যালেরিএল্ ক্যাকেক্সিয়া হইয়া, বহু দিবস যাবৎ ভুগিতেছিল। কলিকাতার কোন একটী বিখ্যাত সাহেব এলোপ্যাথিক্ ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, হাত পা ফুলিয়া যাইলে সকলে তাহার জীবনের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিলেন। এইবার হোমিওপ্যাথির পালা পড়িল, রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসিল। তাহার সমস্ত গাত্রে চুলকানি ও খোস দৃষ্টে আমি বুঝিলাম যে রোগীর শরীরগত সোরাধর্ম্ম রোগীকে রোগমুক্ত হইতে দিতেছে না। সংশোধন করিবার জন্য এক মাত্রা দুই শত শক্তির সালফর প্রয়োগ করিলাম। এক সপ্তাহ পরে দেখিলাম চুলকানিগুলি, পায়ের ফুলা ও জ্বর অনেক কমিয়াছে, কোন ঔষধ না দিয়া আরও দুই তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করিলাম রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

"রোগ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হওয়া।"

"চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া কোন প্রকার পীড়া হওয়া।"

"শরীরের নবদ্বার দিয়া হাজনশীল ক্লেদ নির্গমন।"

"পুনঃ পুনঃ ধৌত করা সত্ত্বেও শরীরে দুর্গন্ধ।"

"হস্ত পদ জ্বালার জন্য উহাদিগকে সর্ব্বদা বিছানার বাহিরে রাখিবার ইচ্ছা।"

"মধ্য রাত্রির পর রোগের বৃদ্ধি।"

"বেলা ১১ টার সময় উদর মধ্যে খালি খালি বোধ ও জ্বালা। এই লক্ষণ অবলম্বনে বহু কলেরা রোগী শমনসদন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

"জিহ্বা শ্বেত বর্ণ, পার্শ্বদ্বয় ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ।"

"ওষ্ঠ রক্ত বর্ণ।"

"ব্রহ্ম তালুতে সর্ব্বদা গরম বোধ ; দিবাভাগে চরণদ্বয় শীতল, ও রাত্রে চরণ তলে জ্বালা ; পদদ্বয় অনবরত শীতল স্থানে রাখিতে ইচ্ছা। রাত্রে চরণ তলে ও পায়ের গুলোয় আক্ষেপ।

উদরাময় ও আমাশয় রোগে সালফর ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ আমাশয় রোগী এক কিম্বা দুই মাত্রা দুইশত শক্তির সালফর প্রয়োগে আরোগ্য হয়। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভাঙ্গিবামাত্র যেন পাইখানায় তাড়াইয়া লইয়া যায়। উদরাময়ে উপরোল্লিখিত লক্ষণটি বর্ত্তমান থাকিলে সালফার মহৌষধ বিশেষ। প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধির সহিত উদরে ও গুহ্যদ্বারে জ্বালা থাকিলে, আমি প্রথমে এক মাত্রা দুইশত শক্তির সালফর প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করি না। মলে দুর্গন্ধ অথবা টক গন্ধ, রোগী শৌচাদি করিয়া আসিলেও গাত্র হইতে মলের গন্ধ যায় না, মনে হয় যেন রোগী "কাপড়ে বাহ্যে করিয়াছে।" মধ্য রাত্রির পর বেদনা শূন্য উদরাময়, মধ্য রাত্রে ও অতি প্রত্যুষে উদরাময় রোগের বৃদ্ধি সালফরের লক্ষণ।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল শুষ্ক, কঠিন যেন পোড়ান হইয়াছে, বৃহৎ ও বেদনাদায়ক।

বালক বেদনায় বাহ্যে বসিতে চাহে না কিম্বা প্রথম কোঁথ দিবা মাত্রই এত ব্যথা করে যে আর চেষ্টা করিতে পারে না ; পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়ের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ।

সালফর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে রোগ আরোগ্য হয় না, পরন্তু অনিষ্টের নিতান্ত সম্ভাবনা। অতএব সালফর এক মাত্রা প্রয়োগ করিয়া অপেক্ষা করিলে উহাতেই ফল পাওয়া যায়, কদাচিৎ দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিতে হয়। সালফরের ক্রিয়া অতি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়, সেই কারণে সালফর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। অতএব চিকিৎসক অতি সাবধান ও ধৈর্য্যের সহিত সালফরকে ব্যবহার করিবেন।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য। ক্যাল্কেরিয়ার পর সালফর প্রয়োগ করা উচিৎ নহে।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকা।

(Calcarea Carbonica)

স্থূলতা—স্থূলদেহ, উদরটি ঘটের ন্যায়। 'আমাদিগের দেশের বড় লোকদিগের মধ্যে অনেকের শরীর ক্যাল্‌কেরিয়ার ধর্ম্মযুক্ত বলিলে ক্যাল্‌কেরিয়ার স্বভাব অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। উক্ত প্রকার মনুষ্য, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি যুবা সকলের পক্ষে ক্যাল্‌কেরিয়া অমৃততুল্য। সালফর এবং ক্যাল্‌কেরিয়া এই দুইটি ঔষধ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। সালফরের রোগীর অবয়ব পাৎলা ও রুগ্ন, তাড়াতাড়ি চলা ফেরা, কার্য্য করা, তাহার স্বভাব। পক্ষান্তরে ক্যাল্‌কেরিয়ার রোগী স্থূলকায় গমনাগমন ও কার্য্যাদি ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিয়া থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলিতে এই বুঝিতে হইবে, যে স্থূল থস্‌থসে দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তির কোন ব্যাধি হইলে, ক্যাল্‌কেরিয়া তাহার শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম সংশোধন করিয়া, রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম। গ্র্যাফাইটীস নামক ঔষধেও মোটা হইবার প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই উক্ত রোগীর গ্রাফাইটীসের বিশেষ চরিত্রগত এক প্রকার চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে।

মস্তকে ঘর্ম্ম—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মে বালিস বিছানা ইত্যাদি ভিজিয়া যায়। নিদ্রিতাবস্থায় মস্তকে ঘর্ম্ম ক্যাল্‌কেরিয়ার একটী প্রধান লক্ষণ। স্থূলকায় অথবা স্থূল হইবার প্রবণতা এবং মস্তকে বহুল ঘর্ম্মের সহিত কোন পীড়া হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ঠাণ্ডা বোধ—সালফরে জ্বালা এবং ক্যালকেরিয়ায় ঠাণ্ডা বোধ। এ স্থলেও সালফরকে ক্যালকেরিয়ার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। হাত ঠাণ্ডা, পা ঠাণ্ডা, মাথা, গা, দেহাভ্যন্তর ইত্যাদি শরীরের সর্ব্বত্র অথবা কোন একটী স্থানে ঠাণ্ডা বোধ। পা ঠাণ্ডা, মনে হয় পা জলে ভিজিয়া গিয়াছে, অথবা পায়ে ভিজা মোজা ছিল। নিশা ঘর্ম্মের সহিত পা ঠাণ্ডা, এক কথায় ঠাণ্ডা বোধ, ভিজা বোধ, বিশেষতঃ পা ঠাণ্ডা বোধ, ভিজা বোধ। খোলা বাতাস ভাল লাগে না।

টক গন্ধ—গায়ে টক গন্ধ, মলে টক গন্ধ, ঘর্ম্মে টক গন্ধ, সর্ব্বত্রই টক গন্ধ। যেমন সালফরের রোগীর মলের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, তদ্রূপ ক্যালকেরিয়ার রোগীর মলের টক গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, অর্থাৎ রোগীর নিকটে যাইলেই মলের টক গন্ধ পাওয়া যায়।

উদর মধ্যে এত বায়ু সংগৃহীত হয়, মনে হয় যেন একটী ছোট সরা উপুড় করিয়া উদরমধ্য হইতে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া ধরা হইয়াছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন এক প্রকার উদরাময় রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণটি প্রকাশ পায়। সেই সময় ক্যালকেরিয়া ব্যতিরেকে অন্য কোন ঔষধ এবম্বিধ রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম কিনা আমি অবগত নহি।

অস্থির উপর ক্যালকেরিয়ার কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশু-দিগের ব্রহ্মরন্ধ্রে অতি বিলম্বে অস্থি জন্মায়। ব্রহ্মরন্ধ্রটি অতিশয় বৃহৎ, দেখিলে মনে হয় মস্তকের মধ্যস্থলে অস্থি জন্মায় নাই, কেবল মাত্র চর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং ধুক্ ধুক্ করিতেছে। মাথার খুলিটি অপেক্ষাকৃত বড়। সমস্ত শরীরের অস্থিগুলির ভালরূপ পোষণ হয় না, অথবা পোষণ ক্রিয়া অসমান ভাবে হইতেছে। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি ছোট বড় ও উঁচু নিচু দেখিতে পাওয়া যায়।

সালফরের ন্যায় ক্যালকেরিয়ারও চর্ম্মের উপর কার্য্য আছে। ক্যাল-

কেরিয়ার ধর্ম্মযুক্ত দুগ্ধপোষ্য বালকদিগের কণ্ডুয়ন অথবা একৃজিমা রোগে ক্যালকেরিয়া বিশেষ উপকারী। ক্যালকেরিয়ার রোগীর গাত্রচর্ম্ম ঠাণ্ডা, থস্‌থসে ও নরম।

দক্ষিণ দিকের ফুস্‌ফুসের ব্যাধিতে ক্যালকেরিয়া উপকারী। নিশ্বাস গ্রহণে বক্ষস্থলে বেদনা, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, গমন কালে অথবা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় নিশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

যে সকল বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং বহু পরিমাণে ঋতুস্রাব হয়, তৎসহ স্বভাবতঃ পা হইতে জানু পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হইলে, ক্যালকেরিয়া একটী মহৌষধ বিশেষ।

* ঋতুস্রাব শীঘ্র, বহু পরিমাণ, বহুদিবস স্থায়ী; ঋতুকাল অতীত হইলে রক্তহীণতার সহিত ঋতু বন্ধ।

৩০ এবং ২০০ শত শক্তির ক্যালকেরিয়া সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সাল-ফরাদির ন্যায় ক্যালকেরিয়াও ধীর গতিতে কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব ক্যালকেরিয়াকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিৎ নহে। কখন কখন বালকদিগের শরীরে ক্যালকেরিয়া অধিক্ষণ স্থায়ীভাবে কার্য্য করিতে পারে না, সেই কারণ কদাচিৎ শিশুদিগের তরুণ পীড়ায় ক্যালকেরিয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সালফরের পর ক্যালকেরিয়া উত্তম কিন্তু ক্যালকেরিয়ার পর সালফর অনিষ্ট করে।

লাইকোপোডিয়ম।

(Lycopodium)

দক্ষিণ দিক—অর্থাৎ মনুষ্য শরীরের দক্ষিণ দিক লাইকোপোডিয়মের প্রিয় স্থান। যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন, যথা একৃজিমা, ফোড়া, জরায়ুর পীড়া, ব্রঙ্কাইটিস্‌, নিউমোনিয়া ইত্যাদি যদ্যপি দক্ষিণ দিক্‌

হইতে আরম্ভ হইয়া, বাম দিকে প্রসারিত হয়, তবে লাইকোপোডিয়ম স্মরণীয়।

প্রস্রাবে লালবর্ণের বালুকাকণার ন্যায় তলানি পড়া—মূত্র যন্ত্রের উপর লাইকোপোডিয়মের সুন্দর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রে উক্ত প্রকারের তলানি পড়িলে, ক্রমে মূত্রযন্ত্র মধ্যে পাথুরী জন্মাইয়া রিন্যাল কলিক্ নামক ভয়ানক উদর শূল জন্মিয়া থাকে। উক্ত প্রকারের যন্ত্রণা যদি উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে হয়, তাহা হইলে লাইকোপোডিয়ম মহৌষধ। শিশু প্রস্রাব করিবার সময় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে, প্রস্রাব শুখাইলে বিছানার উপর লালবর্ণের গুঁড়া গুঁড়া বালুকা-কণার ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ স্থলে লাইকোপোডিয়ম বিশেষ উপকারী।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকার মধ্যে রোগের বৃদ্ধি—এই লক্ষণটিও লাইকোপোডিয়মের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। হেলিবোরাসে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকার মধ্যে শিরঃপীড়া ও সর্দ্দির বৃদ্ধি, কলোসিন্থে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকার মধ্যে উদরের ফিক্ বেদনার বৃদ্ধি, লাইকোপোডিয়মে সকল রকমের লক্ষণই অপরাহ্ণে বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ জ্বর, অজীর্ণজনিত উদরাধ্মাণ ইত্যাদি লক্ষণ অপরাহ্ণে বৃদ্ধি হইলে, লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার্য্য।

নিউমোনিয়া দক্ষিণ ফুসফুস হইতে আরম্ভ হইয়া বাম দিকে প্রসারিত হয়। ফুস্‌ফুসের উপরও লাইকোপোডিয়মের ক্রিয়া অদ্ভুত। নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় যখন ফুস্‌ফুস্ মধ্যস্থ জমাট শ্লেষ্মা-গুলি তরল হইতে থাকে, কাশিলে মনে হয় যেন বক্ষস্থলটি তরল পদার্থে পূর্ণ, ভয়ানক শ্বাস কষ্ট, প্রত্যেক বার কাশির সহিত এক মুখ করিয়া শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে, তথাচ কিঞ্চিৎ মাত্রও উপশম হয় না। প্রতি নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত নাসিকার উপরকার পাতা দুটি পুনঃ পুনঃ

বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত হয়; মনুষ্য শরীরে এরূপ অবস্থা যে কি শোচনীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক তাহা একজন সুস্থ দেহীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত কঠিন। ঈদৃশ স্থলে লাইকোপোডিয়ম মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। লাইকোপোডিয়মকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সামান্য বিবেচনা করেন, কিন্তু মহাত্মা হানিমানের নবাবিষ্কৃত পন্থায় লাইকোপোডিয়ম শক্তিশালী হইয়া, এরূপ বহুরোগীকে উপরোল্লিখিত ভীষণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে।

শ্লেষ্মা ঘন এবং হলুদ বর্ণ বিশিষ্ট, পচা পচা, আস্বাদ লোনতা ইহাও উক্ত ঔষধের একটি লক্ষণ।

ধ্বজভঙ্গ, লিঙ্গটি শিথিল, ঠাণ্ডা ও ছোট হইয়া যাওয়া—যে সকল যুবক অল্প বয়সে অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া, উক্ত প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে এবং অতিরিক্ত ইচ্ছা সত্বেও বাসনার তৃপ্তি সাধন করিতে সক্ষম হয় না, এরূপ-স্থলে উচ্চ শক্তির লাইকো প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল হইয়া থাকে।

একটি বৃদ্ধ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার স্ত্রীর সমকক্ষ হন নাই, কিন্তু এক মাত্রা উচ্চ শক্তির লাইকোপোডিয়ম তাঁহাদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য আনাইয়া, ডাক্তার মহাশয়কে উভয় পক্ষের বন্ধুতে পরিণত করিয়াছিল। (ন্যাস)

বৃদ্ধদিগের স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা, লিখিতে, অঙ্ক কসিতে ভুল হওয়া।

ডিপথিরিয়া—গলমধ্য পাটকিলা রং বিশিষ্ট; রোগ দক্ষিণ টনসিলে আরম্ভ হইয়া বামে প্রসারিত হয় কিম্বা নাসিকাভ্যন্তর হইতে দক্ষিণ টনসিলে অবতরণ করে; নিদ্রার পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ, কিন্তু শীতল জল পানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইলে ল্যাকেসিসের পরিবর্ত্তে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হইবে। ল্যাকেসিসে রোগ বাম পার্শ্বে

আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে প্রসারিত ও গরমে বৃদ্ধি হয় অতএব লাইকো ও ল্যাকেসিসে পার্থক্য নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ।

পেট ফাঁপা—কার্ব্বোভেজিটেবলিস ও চায়না এই দুইটি ঔষধেই উদরাধ্মান আছে। চায়নাতে সমস্ত পেট্‌টি যেন বায়ুপূর্ণ। কার্ব্বোতে কেবল মাত্র উপর পেটটি ফুলিয়া থাকে। কিন্তু লাইকোপোডিয়মে তলপেটটি ফুলাইয়া রাখে, এবং পেটের মধ্যে নানা প্রকার যথা "গোঁ গোঁ, কোঁ-কোঁ," শব্দ করে।

বিষম ক্ষুধা পাইয়াছে কিন্তু খাইতে বসিয়া দুই এক গ্রাস খাইলে পেটটি ভরিয়া যায়, অথবা বেদনা করে।

কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যে পায় কিন্তু হয় না। নক্সভমিকায় উক্ত প্রকারের কোষ্ঠবদ্ধ আছে, কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, নক্সভমিকায় অন্ত্রগুলির পেরিষ্টল্‌টিক্ একৃসন্ কমিয়া এই প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু লাইকো-পোডিয়মে গুহ্যদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া থাকে সেইজন্য রোগী মলত্যাগ করিতে পারে না। উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে গুহ্যদ্বারে শীতবোধ থাকিলে, লাইকোপোডিয়ম বিশেষ কার্য্যকারী।

লাইকোপোডিয়ম বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রীলোক সকলেরই শরীরে উত্তম, কিন্তু বালক এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত উত্তম। যে সকল মনুষ্যের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কিন্তু মাংস পেশীগুলি তদনুযায়ী পরিপুষ্ট নহে, এবং যে সকল মনুষ্যের ঘন ঘন ফুস্‌ফুস্ এবং লিবারের পীড়া হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, তাহাদিগের পক্ষে লাইকোপোডিয়ম বিশেষ কার্য্যকারী। লাইকোপো-ডিয়মের রোগী বয়স অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়। বালক-দিগের মস্তকটি বেশ পরিপুষ্ট কিন্তু দেহটি ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল।

ইহা মর্জ্জাগত পুরাতন ঘুস্‌ঘুসে ব্যাধি সমূহে ব্যবহৃত হয়।

লাইকোপোডিয়ম হানিমানের একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, ইহার নিম্ন

শক্তি বিশেষ কার্য্যকারী নহে, সেই কারণে এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসকেরা ইহার বিশেষ কিছু গুণ খুঁজিয়া পান নাই। মহাত্মা হানিমানের অদ্ভূত পন্থায় ইহা শক্তিশালী হইলে অভাবনীয় গুণ প্রকাশ পায়, অতএব লাইকোপোডিয়ম ৩০ হইতে উচ্চশক্তি কার্য্যকারী।

গ্রাফাইটিস।

(Graphites)

মধুর ন্যায় চট্‌চটে রস ক্ষরণ—গ্রাফাইটিসের সিদ্ধিদায়ক লক্ষণ। মস্তকে, মুখে, চক্ষুর পাতায়, জননেন্দ্রিয়ে কাউরের ন্যায় ঘা অথবা ফুস্কুড়ির মত হইয়া **মধুর ন্যায় চট্‌চটে রস ক্ষরণ।**

সালফরাদির ন্যায় গ্রাফাইটিসও একটি এন্টিসোরিক ঔষধ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শরীরে সোরা বিষ বর্ত্তমান থাকিলে, শীঘ্র রোগ আরোগ্য হয় না, শরীর পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হয়। এরূপ স্থলে রোগীর শরীরগত সোরা দোষ নষ্ট করিতে পারিলে, রোগী সহজে আরোগ্য লাভ করে। রোগ আরোগ্য হইয়াছে অথচ রোগের জের মিটিতেছে না, অথবা রোগী পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হইতেছে, এরূপ স্থলে অনেকে "বাঁধাগতে" সালফর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ প্রকার চিকিৎসা করা হোমিওপ্যাথিক্ মত বিরুদ্ধ, লক্ষণই হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিদর্শন যন্ত্র স্বরূপ। সালফর, গ্রাফাইটিস, লাইকোপোডিয়ম, কষ্টিকম, সোরিনম প্রভৃতি বহু এন্টিসোরিক ঔষধ আছে, তন্মধ্যে কোন্‌টি রোগীর পক্ষে উপযুক্ত তাহা একমাত্র লক্ষণ দ্বারায় নিরূপণ হইতে পারে। অতএব যে রোগীর শরীরে সোরাধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিবে, তাহার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ সমষ্টি

একত্র করিলে যে এন্টিসোরিক ঔষধের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ সমষ্টির সদৃশ হইবে, সেই ঔষধটি সেই রোগীর পক্ষে উপযোগী।

একটি বালকের একজিমা নামক চর্ম্মরোগ হইয়াছিল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারায় তাহার সেই রোগ অদৃশ্য হইয়া, এণ্টারো কোলাইটিস্ নামক রোগ হইল। অতঃপর আর উক্ত চিকিৎসায় কোন ফলোদয় না হওয়াতে, ডাক্তার মহাশয়েরা উক্ত রোগকে উদরের ক্ষয় রোগ এবং দুরারোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য না হইলেও কোন প্রকার অপকার হয় না, "এরূপ ধারণায়" হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা আরম্ভ করা হইল। বালকটি অতিশয় রুগ্ন, ক্ষুধা নাই, মল পাটকিলা রং বিশিষ্ট, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত। বালকটির রোগের বিশেষ বিবরণ লওয়াতে জানা গেল, একজিমা অদৃশ্য হইয়া উক্ত প্রকারের রোগ হইয়াছে। কয়েক মাত্রা উচ্চ শক্তির গ্রাফাইটিস দেওয়াতে বালক সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। সোরিনম নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সোরিনম এবং গ্রাফাইটিসের চর্ম্মরোগের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। চায়নাতেও উক্ত প্রকারের মল আছে কিন্তু চর্ম্মরোগের উপর উহার বিশেষ ক্ষমতা নাই, এবং সোরাধর্ম্ম সংশোধনে অক্ষম, সেই কারণ গ্রাফাইটিস উপরোল্লিখিত রোগীটির শরীরগত সোরাধর্ম্ম সংশোধন করিয়া উহাকে আরোগ্য দান করিল।

যদিও গ্রাফাইটিস উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়, তথাপি কোষ্ঠবদ্ধে ইহা একটি মহৌষধ বিশেষ। মল ছাগলনাদির ন্যায় বহু গুটি একত্রিত হইয়া, একটি মলে পরিণত হয়। মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বার ফাটিয়া রক্ত পড়ে। মলত্যাগের পর জলশৌচ করিবার সময় গুহ্যদ্বারে ক্ষতবৎ বেদনা। গুহ্য দ্বারের চতুষ্পার্শ্বে একজিমা নামক চর্ম্মরোগ এবং বর্ণহীন ও চট্‌চটে রস ক্ষরণ হইলে গ্রাফাইটিস অমৃত তুল্য

গ্রাফাইটিসের আর একটি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ মনুষ্য শরীরের নখর মধ্যে দেখিতে পাওয়া। হস্ত এবং পদের নখগুলি অসম এবং অপেক্ষাকৃত স্থুল, নখরের বর্ণ অস্বাভাবিক।

স্ত্রীলোকদিগের স্তনে থুন্‌কা নামক রোগ অথবা স্ফোটক হইয়া, আরোগ্য হইবার পর উক্ত স্থানে কঠিনত্ব থাকিলে গ্রাফাইটিস উত্তম।

স্থূলকায়া স্ত্রীলোক, কোষ্ঠবদ্ধ স্বাভাবিক, বিলম্বে রজস্রাব।

স্ত্রীলোকদিগের রজ জনিত উপসর্গে গ্রাফাইটিস পালসেটিলার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। গ্রাফাইটিসে স্ত্রীলোকদিগের রজ অতি বিলম্বে এবং অতি অল্প পরিমাণে দেখা যায়—কিন্তু ক্যাল্‌কেরিয়ায় অতি শীঘ্র এবং অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

* বাদ্যাদি শ্রবণ করিলে তস্যার কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। অতিরিক্ত সাবধান, ভীরু স্বভাব, সর্ব্ব কার্য্যেই ইতস্ততঃ করা, কি করিবে ঠিক করিতে পারে না। প্রদরস্রাব রাত্রে এবং দিবসে হঠাৎ খানিকটা স্রাব বাহির হয়; যে স্থানে লাগে হাজিয়া যায়; * অতিরিক্ত কামসেবা জন্য সঙ্গমে আনিচ্ছা।

লাইকো এবং পলসেটিলার পর, চর্ম্মরোগে সালফরের পর এবং খস্‌সে স্থূলকায়া স্ত্রীলোকদিগের ক্যালকেরিয়ার পর ও লিউকোরিয়ায় সিপিয়ার পর ইহা বিশেষ উপকারী। চর্ম্মরোগে আঙ্গুলের গলিতে ফাটা, স্তনের বোঁটা, যোনির উভয় পার্শ্ব যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, গুহ্যদ্বার ইত্যাদি স্থানে ফাটা থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী, এতৎসহ চটচটে রস ক্ষরণ হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া গ্রাফাইটিস দিবেন।

চর্ম্মরোগ হইতে বর্ণহীন ও চটচটে রস ক্ষরণ এবং স্থূল হইবার প্রবণতা গ্রাফাইটিসের চরিত্রগত লক্ষণ, অতএব উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি বর্ত্তমান থাকিলে গ্রাফাইটিস নিশ্চয় রোগ আরোগ্য করিবে। সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চ শক্তি কার্য্যকারী।

সোরিনম।

(Psorinum)

সোরার বীজ (খোস পাঁচড়ার রস বিশেষ) হইতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাও একটি অতি উত্তম এন্টিসোরিক ঔষধ। যে স্থলে সালফর নির্দ্দেশিত হইয়াও কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, সে স্থলে সোরিনম বিশেষ কার্য্যকরী।

সোরিনম পুরাতন ব্যাধির সালফর ; * যখন কোন পুরাতন ব্যাধিতে উত্তমরূপে নির্ব্বাচিত ঔষধ কার্য্য করে না, বা স্থায়ী ভাবে আরোগ্য দান করিতে অক্ষম হয় কিম্বা যখন সালফর নির্ব্বাচিত হইয়াও কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না তখন সোরিনম দ্বারায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

উগ্র তরুণ ব্যাধির পর কোন বিশেষ কারণ নাই অথচ শরীর সোধরাইতেছে না, এরূপ স্থলেও একমাত্রা সোরিনম দ্বারা বিশেষ উপকার দেখিতে পাওয়া যায়।

বালক মলিন, রুগ্ন ; অসুস্থ শিশু দিবারাত্রের মধ্যে একেবারেই নিদ্রা যায় না, সর্ব্বদাই খ্যাঁৎ খ্যাঁৎ করে কিম্বা সমস্ত দিবস বেশ খেলা করে রাত্রিতে বড়ই বিরক্তকর হইয়া উঠে, অনবরত ক্রন্দন করে, ছটফট করে চীৎকার করিয়া কাঁদে।

* ঋতু পরিবর্ত্তন বা শীতল বাতাস সহ্য হয় না। গ্রীষ্মকালেও গরম কাপড়ে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। * রোগারম্ভের পূর্ব্বদিবস অতিরিক্ত সুস্থ বোধ করে ; তরুণ ব্যাধির পর অতিশয় ঘর্ম্মের সহিত সকল কষ্টের উপশম.

ইহার প্রত্যেক লক্ষণই প্রায় সালফরের সদৃশ। সালফর এবং

সোরিনমে বিশেষত্ব এই, সোরিনম স্বয়ং সোরা বিষ, কিন্তু সালফর উহার সদৃশ ঔষধ।

অতিশয় দুর্গন্ধ—মল, মূত্র, কর্ণের পুঁজ, স্ত্রীলোকদিগের প্রদর স্রাব, ঘর্ম্ম ইত্যাদিতে অতিশয় দুর্গন্ধ।

চক্ষুর প্রদাহ পুনঃ পুনঃ হইতেছে কিছুতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে না।

কর্ণ প্রদাহ এবং কর্ণ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ যুক্ত পূয ক্ষরণ। কর্ণের চতুর্দ্দিকে একজিমা নামক চর্ম্মরোগ এবং উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রস ক্ষরণ।

* অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ এমন কি মধ্য রাত্রে উঠিয়া খাইতে চাহে, এবং না খাইয়া থাকিতে পারে না।

মল কাল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—চর্ম্মরোগে ভয়ানক চুলকানি, কিছুতেই চুলকানির নিবৃত্তি হয় না। এত চুলকায় যে রাত্রে নিদ্রা হয় না। বিছানার গরমে অতিশয় চুলকানি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত পড়িলেও চুলকানির নিবৃত্তি হয় না।

চর্ম্মের উপর সোরিনমের অসীম ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। গাত্র চর্ম্ম জঘন্য এবং তৈলাক্তবৎ। গাত্রচর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত, এমন কি স্নান করিলেও গায়ের গন্ধ যায় না।

উদরাময়ে জলবৎ কৃষ্ণবর্ণের মল সোরিনমের চরিত্রগত লক্ষণ, উক্ত প্রকারের তরল মল যদ্যপি অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে সোরিনম প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। রাত্রে ১টা হইতে ৪টার মধ্যে উদরাময়ের বৃদ্ধি। বালকদিগের উদরাময় এবং কলেরায় কেবলমাত্র উপরোল্লিখিত লক্ষণটি অবলম্বন করিয়া সোরিনম প্রয়োগে বহু বালক অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে। যখন উৎকৃষ্ট এবং সুনির্ব্বাচিত ঔষধে ফল না হয়, সে স্থলে সোরিনম সালফরের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। ৩০ হইতে উচ্চ শক্তি কার্য্যকরী।

কষ্টিকম।

(Causticum)

ইহাও একটি এন্টিসোরিক ঔষধ।

দুর্ব্বলতা—এত অধিক দুর্ব্বলতা যে, উঠিতে, চলিতে কিম্বা কোন পদার্থ ধরিতে যাইলে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকে। দুর্ব্বলতা জনিত কম্পন জেলসিমিনম্ নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য আনুসঙ্গিক লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্ব্বাচিত হইবে।

পক্ষাঘাত—উক্ত প্রকারের দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। শরীরের দক্ষিণ দিকের পক্ষাঘাত। স্থানিয় পক্ষাঘাত অর্থাৎ শরীরের কোন একটি স্থানে যথা মুখমণ্ডল, চক্ষের পাতা, স্বরযন্ত্র, মাংসপেশী, গলাধঃকরণ কার্য্যকারী মাংসপেশী, জিহ্বা ইত্যাদি কোন একটি স্থানে পক্ষাঘাৎ।

এপিলেপ্সি, কোরিয়া, (তাণ্ডব রোগ) লোকোমটর-এট্যাক্সিয়া ইত্যাদি রোগেও কষ্টিকম্ উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। এক কথায় কষ্টিকম নার্ভাস সিষ্টিমের ব্যাধির একটি মহৌষধ বিশেষ।

মানসিক গোলযোগেও কষ্টিকমের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী প্রত্যেক ঘটনা এবং কার্য্যের মন্দ ভাগটাই দেখিতে পায়; সর্ব্বদাই দুঃখিত এবং চুপ করিয়া বসিয়া থাকা স্বভাব। সকল বিষয়েই আশাশূন্য। বহুদিন যাবৎ মানসিক দুঃখ এবং শোক সন্তাপ ভোগ করিয়া উক্ত প্রকারের মানসিক গোলযোগ হওয়া। এ প্রকার মানসিক লক্ষণে নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও বিশেষ উপযোগী। "ইগ্নেসিয়া, নেট্রাম মিউরিএটিকম্, এবং এসিড ফস।"

কষ্টিকম আঁচিলের একটি মহৌষধ বিশেষ। যে সকল আঁচিল হইতে অতি সহজে রক্তপাত হয় এবং কসানির ন্যায় রস ক্ষরণ হয়, তাহাতে কষ্টি-কম উপযোগী। চক্ষুর পাতায়, মুখমণ্ডলে, নাসিকায় ছোট ছোট আঁচিল।

সীসক বিষে বিষাক্ত হইয়া পক্ষাঘাত ইত্যাদি হইলে কষ্টিকম্ ফলপ্রদ। পারদাদীর অপব্যবহারে কষ্টিকম্ ব্যবহৃত হয়।

সর্ব্বপ্রকার এসিড্, ফস্ফরাস, এবং কফিয়ার পূর্ব্বে কিম্বা পরে কষ্টিকম্ অপকারী।

সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

হিপার সালফর।

(Hepar Sulphur).

স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং শীতলবাতাস অসহ্য—কোন প্রকার প্রদাহ অথবা স্ফীতিতে উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটি থাকিলে, উচ্চ শক্তির একমাত্রা হিপার প্রয়োগ করিয়া, ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

স্পর্শাসহিষ্ণুতা—অর্থাৎ প্রদাহ, স্ফীতি, কিম্বা বাত ইত্যাদিতে এত বেদনা যে রোগী কাহাকেও ছুঁইতে দেয় না। হস্ত কিম্বা অন্য কোন দ্রব্যের দ্বারায় স্পর্শিত হইলে, রোগী তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠে। এবম্বিধ স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকিলে, হিপার মহৌষধ বিশেষ।

শীতল বাতাস অসহ্য—অর্থাৎ শীতল বাতাস একেবারেই সহ্য হয় না। রোগী প্রদাহ অথবা স্ফীতি কিম্বা বাতব্যাধি ইত্যাদি অতি সন্তর্পণে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখে, অথবা কপাট জানালা বন্ধ করিয়া রাখে, কিছু-তেই খুলিতে দেয় না—কেন না সামান্য একটি জানালা কিম্বা কপাট

খোলা থাকিলে, রোগী মনে করে উক্ত স্থান দিয়া বায়ু আসিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিতেছে। জ্বর ইত্যাদি যে কোন ব্যাধিতে এবম্বিধ লক্ষণ দেখিলে তৎক্ষণাৎ হিপার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পুঁজ—পুঁজের উপর হিপারের বিশেষ শক্তি আছে। ফোড়া কিম্বা কোন প্রকারের প্রদাহে পুঁজ সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বে উচ্চশক্তির হিপার একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আতুরাশ্রমের জনৈক সেবক নির্ম্মলচন্দ্রের পৃষ্ঠে, ঠিক মেরুদণ্ডের পার্শ্বে প্রদাহ হইয়াছিল। একজন মেডিকেল কলেজের এম্, বি, ডাক্তার (হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার) প্রথমে পুনঃ পুনঃ বেলেডোনা ইত্যাদি প্রদাহ নিবারক ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া বিফল প্রযত্ন হইলেন, কাজে কাজেই পুলটিস দিয়া পাকাইয়া অস্ত্র ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলেন। আমি দেখিলাম, রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, প্রদাহান্বিত স্থানটী স্পর্শ করিলেই চম্‌কাইয়া উঠে। হিপারের উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটি চরিত্রগত সেই কারণে আমি পুলটিস দিতে নিষেধ না করিয়াও, একমাত্রা ২০০ শত শক্তির হিপার প্রয়োগ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পুলটিস দেওয়া সত্ত্বেও প্রদাহ কমিয়া আরোগ্য হইয়া গেল।

প্রদাহ আরোগ্য করিবার জন্য আরও অনেক ঔষধ আছে, তাহারাও হিপারের ন্যায় সুন্দর কার্য্য করিতে সক্ষম কিন্তু প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণগুলি উত্তমরূপে রোগের সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোনই সুফল হয় না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হিপার যেমন পূয়োৎপাদন নিবারণ করিয়া প্রদাহ আরোগ্য করে, তদ্রূপ সত্বর বহু পরিমাণ পূয়োৎপাদন করিয়া স্ফোটক কিম্বা প্রদাহ স্থানে ক্ষত উৎপাদন করে। হিপার পূয়োৎপাদন করে এবং পূয়োৎপাদিত হইতে দেয় না—ইহার তাৎ-

পর্য্য এই, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বভাবকে সাহায্য করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। যগুপি, প্রদাহ মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র পূয় উৎপন্ন হয়, এবং স্বভাব উক্ত পূয় শোষণে অক্ষম হয়, অর্থাৎ উক্ত পূয় শরীর মধ্যে শোষিত হইলে অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, এরূপ স্থলে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিলে বহু পরিমাণ পূয় উৎপন্ন হইয়া প্রদাহ স্থান ক্ষত হইয়া, উহা নির্গত হইয়া যায়, ইহাই হোমিওপ্যাথির বিশেষত্ব।

অনেকে বলেন ফোড়া ইত্যাদি পাকাইয়া ফাটাইবার জন্য নিম্ন শক্তির হিপার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আমি ইহার কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। এ প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হোমিওপ্যাথিক মত-বিরুদ্ধ।

ফুসফুসের উপরও হিপারের অতি আশ্চর্য্য কার্য্য হইয়া থাকে। ঘুংড়ি কাশিতেও হিপার বিশেষ উপযোগী। শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ঘুংড়ি কাশি হইলে হিপার উৎকৃষ্ট ঔষধ। শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ঘুংড়ি কাশি হইলে একোনাইটও উত্তম ঔষধ। স্পঞ্জিয়া নামক ঔষধও ঘুংড়ি কাশির মহৌষধ বিশেষ। উপরোল্লিখিত তিনটি ঔষধের বিশেষত্ব এই, একোনাইটের কাশি সন্ধ্যারাত্রে এবং এক ঘুমের পর বৃদ্ধি পায়, স্পঞ্জিয়ার কাশি মধ্যরাত্রে এবং হিপারের কাশি শেষরাত্রে বাড়িয়া থাকে।

ঘর্ম্ম—হিপারের একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। মার্কুরিয়স নামক ঔষধে যেমন বহু ঘর্ম্ম সত্ত্বেও রোগের কোন উপশম হয় না, তদ্রূপ হিপারেও বহু ঘর্ম্ম সত্ত্বেও রোগের উপশম হয় না। ঘর্ম্ম প্রচুর, চট্‌চটে, টক্ বা দুর্গন্ধযুক্ত, এস্থলে অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ইহাকে নির্ব্বাচিত করিবেন, কারণ যে ঔষধের অধিকাংশ লক্ষণ রোগীর রোগ লক্ষণের সহিত মিলিবে তাহাই প্রযোজ্য।

হিপারও একটি এন্টিসোরিক ঔষধ, চর্ম্মরোগ লুপ্ত হইয়া কোন রোগ হইলে এবং তাহার লক্ষণগুলি হিপারের সদৃশ হইলে, হিপার তাহার শরীর-

গত ধর্ম্ম সংশোধন করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম। পারদঘটিত ঔষধের অপব্যবহার হইলে, হিপার একটি মহৌষধ বিশেষ।

মূত্রযন্ত্রের উপরও হিপারের উৎকৃষ্ট কার্য্য হইয়া থাকে। মূত্রত্যাগান্তে মনে হয়, সমস্ত মূত্র নির্গত হইল না। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইয়া থাকে।

শীতল বাতাস অসহ্য—ইহা হিপারের একটী বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। রোগীর শীতল বাতাস কিছুতেই সহ্য হয় না। যে কোন রোগই হউক না কেন, শীতল বাতাস অসহ্য বোধ হইলে, তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ঔষধ গুলির মধ্যে হিপারকে প্রথমে স্মরণ করিবেন।

সচরাচর ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্ফোটকাদিতে পূয় সঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে হিপার সালফর ২০০ শত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে সুফল হইয়া থাকে। পচাক্ষতের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি উদিত হইলে হিপার প্রযোজ্য।

পুরাতন উদরাময় রোগ—যদ্যপি পারদ কিম্বা কুইনাইনের অপব্যবহার অথবা চর্ম্মরোগাদি বসিয়া গিয়া হয়, তাহা হইলে হিপার উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। আহারের পর সুস্থ বোধ হিপারের চরিত্রগত লক্ষণ।

নক্সভমিকা।

(Nux Vomica)

নানাপ্রকার মসলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য-ভোজন করিয়া, বহুদিবস যাবৎ নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া, অথবা কাফি, তামাক, গাঁজা মদ ইত্যাদি নানা প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া, কোন পীড়া হইলে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উপরোল্লিখিত কারণগুলি সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দুইটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। প্রথম—কাফি, তামাক, মদ, এলোপ্যাথিক

ঔষধ ইত্যাদির স্থূল ক্রিয়া জনিত পীড়া ও দ্বিতীয়—উক্ত স্থূল ক্রিয়ার অবসান হইবার পর কোন পীড়ার উৎপত্তি। নক্সভমিকা দ্বিতীয় প্রকারের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

উদাহরণ—একটি লোক অত্যন্ত মদ্য পান করিয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, মদ্যের স্থূল ক্রিয়া তাহার শরীরে পূর্ণ ভাবে কার্য্য করিতেছে; এ স্থলে শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তাহার জ্ঞান উৎপাদনে অক্ষম। অপর দিকে এক ব্যক্তি মদ্যপান করিয়াছিল, মাদকতা নাই, অর্থাৎ মদ্যের স্থূল ক্রিয়ার অবসান হইয়াছে কিন্তু শরীর অত্যন্ত খারাপ, মনের অবস্থা ভাল নহে, মেজাজ খিট খিটে এ স্থলে ৩০ শক্তির নক্সভমিকা সুন্দর কার্য্যকারী।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পর কোন রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ধীনে আসিলে, অনেকে প্রথমেই নক্সভমিকা কিম্বা সালফর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ প্রকার চিকিৎসা করা হোমিওপ্যাথিক মতবিরুদ্ধ। ঔষধের লক্ষণ না পাইলে কখনই কোন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে হইলে, মানসিক অবস্থা অর্থাৎ রোগীর মনের অবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যেক রোগীর মানসিক অবস্থা, অবয়ব, ভাব-ভঙ্গি ইত্যাদি ঔষধের সহিত মিলাইয়া পর্য্যালোচনা করিলে সত্বর ঔষধ নির্ব্বাচনে অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে।

নক্সভমিকার মানসিক অবস্থা—সহজেই চটিয়া চঠা, খিট খিটে স্বভাব সামান্য কথাতেই চটিয়া যাওয়া, হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া, বিনা কারণে রাগান্বিত হওয়া, হিংসাপূর্ণ স্বভাব। ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, ষ্ট্যাফি-সেগ্রিয়া ইত্যাদি ঔষধেও উক্ত প্রকারের মানসিক অবস্থা সূচিত হয়। যে সকল মনুষ্য সর্ব্বদা অধ্যয়নশীল অথবা বসিয়া বসিয়া সময় অতিবাহিত করে, অথবা মদ্য ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবনে বহুদিবস

যাবৎ আসক্ত কিম্বা আসক্ত ছিল, এবম্প্রকার রোগীর উক্ত প্রকার মানসিক অবস্থা হইলে অগ্রে নক্সভমিকা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যেকবার সামান্য মাত্র মল নির্গমন হয় এবং মনে হয় মলত্যাগ করিয়া তৃপ্তি হইল না।

এই লক্ষণটি নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। কোষ্টবদ্ধ, আমাশয় রোগ কিম্বা অন্য কোন রোগের সহিত উক্ত লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে, নক্স-ভমিকাকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পেটকামড়ায়, ব্যথা করে, মলত্যাগের পর উক্ত বেদনা এবং কোঁথানি অল্প সময়ের জন্য অনেক কমিয়া যায়।

এই লক্ষণটি প্রায়ই আমাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ নিস্ফল মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা, অল্প পরিমাণ মল নির্গমন এবং মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পেটবেদনা, কটিবেদনা, কোঁথানি ইত্যাদি উপসর্গ এবং মলত্যাগ করিবার পর অল্প সময়ের জন্য উহাদিগের উপশম।

রজ জনিত উপসর্গ—নিয়মিত সময়ের পূর্ব্ব হইতে ঋতু স্রাব আরম্ভ হইয়া কয়েক দিবস যাবৎ বহু পরিমাণ নির্গত হইতে থাকে। ঋতুস্রাবের সহিত নানা প্রকার উপসর্গ লক্ষণ দেখা দেয় এবং ঋতুস্রাব যতদিন না বন্ধ হয়, ততদিন উহাদের ভোগ থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির সহিত প্রায়ই নক্সভমিকার চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়া গুহ্যদেশে প্রসারিত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ মল অথবা মূত্রত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়া বেদনা জুড়াইয়া যায়। এ প্রকার অবস্থায় ২০০ শত শক্তির নক্সভমিকা বিশেষ কার্য্যকারী।

প্রাতঃকালে বৃদ্ধি—নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। প্রাতঃকালে

জাগরিত হইবার পরই শরীর অত্যন্ত খারাপ বোধ হয়। মনে হয় সমস্ত রাত্রি নিদ্রাতেও শরীর ভাল হইল না। মানসিক পরিশ্রমের পর রোগের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, ভোজন করিবার কিছুকাল পরে উদরের লক্ষণাদির বৃদ্ধি।

জ্বররোগেও নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি জ্বর রোগে দেখিতে পাইলে, নক্সভমিকা ধ্রুব কার্য্যকারী।

জ্বরে অত্যন্ত উত্তাপ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, সর্ব্বশরীরে জ্বালাযুক্ত উত্তাপ সত্ত্বেও রোগী নড়িলে চড়িলে কিম্বা গাত্র বস্ত্র উন্মোচন করিলে শীত বোধ। জ্বরে উত্তাপ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শীত বোধ নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব উক্ত লক্ষণ দেখিলেই অগ্রে নক্সভমিকাকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

অজীর্ণ রোগ—আহারের কিছুকাল পরে অর্থাৎ এক কিম্বা দুই ঘণ্টা পরে মুখে টক আস্বাদ, মুখ দিয়া জল উঠা, পাকস্থলিতে চাপনবৎ বেদনা, কোমর এমন কসিয়া ধরে যে, কাপড় না খুলিয়া থাকিতে পারে না, পাকস্থলির মধ্যে পাথর দিয়া চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা এবং কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রমে অপারক।

আহার করিবার কিছুকাল পরে পাকস্থলির লক্ষণগুলির বৃদ্ধি নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। আহার করিবার পরই পাকস্থলির লক্ষণগুলির বৃদ্ধি হইলে, নক্স মস্কাটা, ক্যালি বাইক্রমিকম ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শিরঃপীড়া—অজীর্ণ দোষ কিম্বা অর্শ জনিত শিরঃপীড়ায় নক্সভমিকা উত্তম। মানসিক পরিশ্রম, রাগান্বিত হওয়া, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন, নানা প্রকার মসলাযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ভোজন, বহু দিবস যাবৎ নানা প্রকার ঔষধ সেবন, কোষ্ঠবদ্ধ, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কারণে শিরঃপীড়া হইলে নক্সভমিকা উত্তম। নক্সভমিকার শিরঃপীড়া প্রায়ই

প্রাতঃকালে জাগরিত হইবার পর এবং আহারের পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কটিবেদনা—নক্সভমিকার একটি বিশেষ লক্ষণ। জ্বর, আমাশয়, বাত, লম্বেগো ইত্যাদি রোগেও নক্সভমিকার কটিবেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বিশেশষত্ব এই, যে রোগী শুইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তাহাকে বসিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

নক্সভমিকা ঔষধটি রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে সেবন করিয়া নিদ্রা যাইলে, উহার কার্য্য সুন্দর হইয়া থাকে, সেই কারণ নক্সভমিকা রাত্রে সেবনীয়। তরুণ ব্যাধিতে আশু জীবননাশের সম্ভাবনা অথবা অসহনীয় যন্ত্রণা থাকিলে সময় বিচার করিয়া ঔষধ প্রয়োগে কালবিলম্ব করা নিতান্ত অন্যায়।

সচরাচর ৬ ও ৩০ শক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে।

পালসেটিলা

(Pulsatilla)

পালসেটিলা এবং নক্সভমিকা এই উভয় ঔষধের মধ্যে একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। অনেকে পালসেটিলাকে স্ত্রী এবং নক্সভমিকাকে পুরুষ বলেন। কারণ পালসেটিলার লক্ষণগুলি প্রায়ই স্ত্রী এবং নক্স-ভমিকার লক্ষণগুলি প্রায়ই পুরুষদিগের ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পালসেটিলা পুরুষদিগের শরীরে কার্য্য করে না, অথবা নক্সভমিকা স্ত্রীলোকদিগের শরীরে ব্যবহৃত হয় না, এরূপ ধারণা করা ভ্রম। লক্ষণই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার মূলমন্ত্র, অতএব সর্ব্বদা লক্ষণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা বিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

মানসিক অবস্থা ও অবয়ব—পালসেটিলার রোগী নম্র এবং ক্রন্দনশীল এমন কি নিজের রোগের বিবরণ বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল হয়। শরীর পাতলা, রোগা, কেশ কটা রং বিশিষ্ট, চক্ষু নীল, মুখশ্রী মলিন সর্ব্বদা নিরবে দুঃখ সহ্য করা স্বভাব। এই প্রকার মনুষ্য শরীর পালসেটিলার অনুকূল।

পরিবর্ত্তনশীলতা—পালসেটিলার বিশেষ চরিত্রগতলক্ষণ। এই লক্ষণটিকে উত্তম করিয়া চিনিতে হইবে। পরিবর্ত্তনশীলতা পালসেটিলার এত প্রিয় লক্ষণ যে একমাত্র পরিবর্ত্তনশীলতার উপর নির্ভর করিয়া অধিকাংশ বিখ্যাত চিকিৎসক পালসেটিলা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পরিবর্ত্তনশীলতা—এই কথাটির অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিলে পালসেটিলাকে চিনিতে কষ্ট হইবে না। পরিবর্ত্তনশীলতা অর্থাৎ বদলান, কোন একটি রোগের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণটি অথবা লক্ষণগুলি অনবরত বদলান।

উদাহরণ যথা—মল পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ দুই বারের মল এক প্রকার হয় না, কখন কাল, কখন সাদা কখন অন্য রং বিশিষ্ট, কখন পাতলা, কখন গাঢ়, কখন রক্তমিশ্রিত, কখন রক্তশূন্য ইত্যাদি। বেদনা পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কখন হস্তে, কখন পদে, কখন স্কন্ধে, কখন উদরে ইত্যাদি। রক্তস্রাব পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ রক্তস্রাব হইতেছে, আবার থামিয়া গেল। রক্তস্রাব কখন কাল, কখন লাল, কখন অধিক, কখন অল্প ইত্যাদি। জ্বর পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ জ্বরে ক্ষণে তাপ, ক্ষণে শীত, ক্ষণে ঘর্ম্ম ইত্যাদি। কোন ব্যাধিতে পরিবর্ত্তনশীলতা লক্ষিত হইলে তৎক্ষণাৎ পালসেটিলাকে স্মরণ করিবেন।

মুখ অতিশয় শুষ্ক কিন্তু পিপাসা নাই—এটীও পালসেটিলার চরিত্রগত লক্ষণ। প্রাতঃকালে মুখের আস্বাদ পচা পচা, কোন দ্রব্য ভাল লাগে না।

স্রাব গাঢ় পীতাভ সবুজবর্ণ—উক্ত প্রকারের স্রাব, প্রদর, মেহ, কোন প্রকার ক্ষত, নাসিকার সর্দ্দি, কর্ণের পুঁজ ইত্যাদিতে উক্ত লক্ষণ দেখিতে পাইলে, পালসেটিলা সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

ঋতুস্রাব অতি বিলম্বে ও অতি অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। চরণ ভিজিয়া অথবা চরণে ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতুস্রাব বন্ধ। ঋতুস্রাব ক্ষণে থামিয়া যায়, আবার হইতে থাকে। হঠাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া অতীব বেদনা, এমন কি বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। শীতল বাতাস, জল অথবা শীতল বস্তু প্রয়োগে কিঞ্চিৎ উপশম।

খোলা বাতাস এবং শীতল বস্তু প্রয়োগে রোগের উপশম পালসেটিলার চরিত্রগত লক্ষণ। জ্বরে শীতবোধ তথাচ ঠাণ্ডা গৃহে থাকিতে ইচ্ছা করে, অথবা ঠাণ্ডা বাতাস ভাল লাগে।

লৌহ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার জনিত কোন পীড়া, হাম বসিয়া গিয়া কোন পীড়া হইলে পালসেটিলা উত্তম।

উদরাময়—সবুজাভাযুক্ত পিত্তমিশ্রিত তরল মল। রাত্রে বৃদ্ধি। কোন প্রকার ঘৃতপক্ক কিম্বা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যাদি ভোজন করিয়া পেটবেদনা অথবা উদরাময়। গরম গৃহে বাসজনিত অথবা উত্তাপ হইতে উদরাময়। রোগী অনবরত খোলা বাতাসে থাকিতে ভাল বাসে।

মহাত্মা হানিমান বলেন রাত্রিকালের বেদনাশূন্য উদরাময়ে পালসেটিলার ন্যায় আর ঔষধ আছে কি না সন্দেহ।

সচরাচর ৩০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়া

(Bryonia Alba.)

সঞ্চালনে বৃদ্ধি—রোগী স্থিরভাবে অবস্থান করিলে রোগের উপশম হয়, এবং যত সঞ্চালিত হইবে ততই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই লক্ষণটি ব্রাইওনিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। যে কোন রোগই হউক না কেন, যদ্যপি সঞ্চালনে রোগের বৃদ্ধি হয়, তৎক্ষণাৎ ব্রাইওনিয়াকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

চাপনে উপশম—অতিশয় বেদনা কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেদনাস্থান চাপিলে উপশম বোধ হয়। রোগী বেদানাযুক্ত স্থানটি চাপিয়া শুইয়া থাকে। বেলেডোনা এবং ক্যালিকার্ব্ব নামক ঔষধে বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না।

ব্রাইওনিয়ার উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। যে স্থলে উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটি বর্ত্তমান থাকে, সে স্থলে দুই এক মাত্রা ব্রাইওনিয়ায় যে কি অভাবনীয় ফল পাওয়া যায়, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝান দুঃসাধ্য।

শুষ্কতা—ব্রাইওনিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণ্য। শরীরের সকল স্থানে শুষ্কতা দৃষ্ট হয় না, কেবল মাত্র মিউকাস মেম্ব্রেনগুলি শুষ্ক। ওষ্ঠ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত এলিমেণ্টারি ক্যান্যাল শুষ্ক। ওষ্ঠ, মুখ, জিহ্বা এত শুষ্ক, যে ফাটা ফাটা হইয়া থাকে। মল অত্যন্ত শক্ত, কাল, শুষ্ক, দেখিলে মনে হয় যেন উহা পোড়ান হইয়াছে। পাকস্থলি মধ্যেও উক্ত প্রকারের শুষ্কতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ ব্রাইওনিয়ায় অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়ার পিপাসার একটু বিশেষত্ব এই,

রোগী অধিক সময় অন্তর অত্যন্ত অধিক পরিমাণ জল পান করিয়া থাকে।

লাংস, ব্রঙ্কাই ইত্যাদির মধ্যে শুষ্কতা এবং তজ্জনিত শুষ্ক কাশি, এত কাশি যে কাশির চোটে গলা ফাটিয়া যায় কিন্তু শুষ্কতা কিঞ্চিৎমাত্রও শ্লেষ্মা উঠে না, কারণ শুষ্কতা। কাশির সহিত বুকে ক্ষতবৎ বেদনা হইয়া থাকে (নেট্রাম সালফিউরিকম নামক ঔষধে তরল সর্দ্দির সহিত কাশি এবং বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা)।

সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা—এই লক্ষণটি অনেক ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা ব্রাইওনিয়া ও ক্যালিকার্ব্ব নামক ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ। প্রায়ই এই লক্ষণটি সিরাস মেম্ব্রেন মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়ার সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা কিঞ্চিৎমাত্র সঞ্চালনে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ক্যালিকার্ব্বের উক্ত বেদনা স্থির ভাবে অবস্থান কালেও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়ায় উক্ত বেদনা চাপনে উপশম হয়, কিন্তু ক্যালিকার্ব্বে হয় না।

শিরঃপীড়া—মাথায় এত ব্যথা, যে মনে হয় মাথাটি ফাটিয়া যাইবে। ঘাড় নিচু করিলে, নড়িলে চড়িলে, কাশিলে অথবা চক্ষের পাতা খুলিলে কিম্বা নড়িলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি। গাত্রোত্থান করিলে গা বমি বমি করে ও মূর্চ্ছা যাইবার মত হয়।

ঋতু বন্ধ হইয়া নাসিকা অথবা থুথুর সহিত রক্তপাত।

স্তনের প্রদাহ, স্তন গরম, মলিন, শক্ত, ভারি এবং ব্যথাযুক্ত। স্ত্রীলোকদিগের প্রদর স্রাব অদৃশ্য হইয়া শিরঃপীড়া। অত্যন্ত শুষ্ক কাশি, আহারের পর বৃদ্ধি, কখন কখন কাশির সহিত বমন হয়। নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাস হইতে গরম গৃহে আসিলে কাশির বৃদ্ধি। কাশিতে বক্ষে এবং মস্তকে বেদনা অনুভব করে, কাশির ফিট এত জোরে হয় যে রোগী উভয় হস্তে বক্ষ না চাপিয়া থাকিতে পারে না।

তাহার যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া, প্রায় রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত ভোগ করিত। পাকস্থলিতে অত্যন্ত জ্বালা বোধ ছিল ও এত যন্ত্রণা হইত যে, রোগী অনবরত ঘরের মেজের উপর বেড়াইতে বাধ্য হইত। আর্সেনিক প্রয়োগ করাতে তাহার আর একবার উক্ত যন্ত্রণা অল্পমাত্র হইয়াছিল। পরে তাহার হস্তে এক প্রকারের চর্ম্মরোগ বাহির হইল এবং শুনিলাম উক্ত চর্ম্মরোগ বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে অদৃশ্য হইয়াছিল। ইহাতে আমি রোগীকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলাম, "পুনরায় উহাতে বাহ্যিক, ঔষধ প্রয়োগ করিলে আবার আপনার উদরশূল হইতে পারে।"

তরুণ সর্দ্দি—সিপা, মার্কুরিয়াস, আর্সেনিক, এই তিনটি ঔষধে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তরল সর্দ্দি নির্গত হইয়া থাকে। আর্সেনিকের বিশেষত্ব এই, সর্দ্দি হাজনশীল, অর্থাৎ সর্দ্দি লাগিয়া নাসিকার ডগা গুলি হাজিয়া যায় এবং জ্বালা করে। গলার ভিতর জ্বালা এবং উক্ত জ্বালা গরম প্রয়োগে অথবা গরম দ্রব্য ভোজনে বা পানে উপশম হয়।

জ্বর—আর্সেনিক জ্বরের একটী মহৌষধ বিশেষ। কোন কোন চিকিৎসক আর্সেনিকের এত পক্ষপাতী যে, কোন প্রকারের দূষণীয় জ্বর হইলে, আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। এ প্রকার চিকিৎসা নিতান্ত গর্হিত, আর্সেনিকের লক্ষণ না পাইলে কখনই আর্সেনিক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

জ্বর তৃতীয় প্রহরে বৃদ্ধি—বেলা ১২টা হইতে ২টার মধ্যে জ্বরের বৃদ্ধি আর্সেনিকের চরিত্রগত লক্ষণ।

একটি স্ত্রীলোকের ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রায় বেলা ১টার সময় জ্বর আসিত, তাহাকে নানাপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাইয়াও কিছুতেই জ্বর বন্ধ হইল না। আমি যে দিবস আহুত হইলাম, সে দিবস রোগিণীর অত্যন্ত অধিক জ্বর হইয়া-

ছিল এবং কাল কাল রক্তের ন্যায় বমন হইতেছিল ও অত্যন্ত মানসিক অস্থিরতা ছিল। জ্বর কিঞ্চিৎ কম পড়িলে আমি ২০০ শক্তির এক মাত্রা আর্সেনিক প্রয়োগ করিলাম, পরদিবস অতি অল্পই জ্বর হইয়াছিল, আর ঔষধ দিতে হয় নাই, রোগিনী উহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল।

দুনিবার্য্য পিপাসা—পিপাসা অত্যন্ত অধিক, অনবরত জলপান করিবার জন্য ছটফট করে কিন্তু জলপান করিতে দিলে, অতি অল্পমাত্র জলপান করিয়া থাকে। পাকস্থলী এবম্প্রকার উত্তেজিত হয় যে, অতি অল্প মাত্র খাদ্য কিম্বা পানীয় প্রবেশ করিলে, উদরে বেদনা অনুভব করে, অথবা বমন করিয়া ফেলে কিম্বা বাহ্যে হইতে থাকে অথবা বাহ্যে বমি উভয়ই হইয়া থাকে। কোন প্রকার শীতল পানীয় অসহ্য। বমনে পিত্ত, রক্ত এবং কাল কাল গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

জিহ্বা—আর্সেনিকে নানা প্রকারের জিহ্বা দেখিতে পাওয়া যায়, জিহ্বা শুষ্ক, পার্শ্ব দন্তের দাগ বিশিষ্ট, মধ্যস্থল সাদা, পার্শ্ব রক্তবর্ণ, ঠোঁটগুলি এত শুষ্ক যে জিহ্বাদ্বারা সর্ব্বদাই ভিজাইয়া রাখে। জিহ্বা সাদা খড়ির ন্যায় অথবা সীসার রং কিম্বা কাল অথবা পাটকিলা রং বিশিষ্ট এবং শুষ্ক। এ প্রকারের জিহ্বা প্রায়ই টাইফয়েড জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়। মুখমধ্যে ক্ষত, গলার মধ্যে ক্ষত, পচা গ্যাংগ্রিনযুক্ত ক্ষত।

ফুস্‌ফুস্ অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্রের পীড়াতেও আর্সেনিক বিশেষ উপকারী। কোন প্রকার চর্ম্মরোগ অর্থাৎ একজিমা হাম ইত্যাদি বসিয়া গিয়া হাঁপানি হইলে, আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। রোগী শুইয়া থাকিতে পারে না, নিশ্বাস গ্রহণের জন্য উঠিয়া বসিতে হয়, এবং আটু পাটু করে। স্থির হইয়া বসিয়া থাকে। একটু নড়াচড়া করিলেই মনে হয় যেন দম আটকাইয়া গেল। নিশ্বাস প্রশ্বাসে অতীব কষ্ট। কাশির সহিত ফেনা ফেনা থুতু উঠে।

উদরাময়—উদরাময় রোগে আর্সেনিক একটি মহৌষধ বিশেষ।

কলেরার প্রায় অধিকাংশ রোগী একমাত্র আর্সেনিক দ্বারায় আরোগ্য হইয়া থাকে। আর্সেনিকে নানা প্রকারের মল, দেখিতে পাওয়া যায়। জলের ন্যায় তরল, কাল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল, আর্সেনিকের চরিত্র গত লক্ষণ।

অত্যন্ত অস্থিরতা, দুনিবার্য্য পিপাসা কিন্তু অল্প অল্প জল পান করা, ভয়ানক দুর্ব্বলতা, কোন প্রকার খাদ্য ভোজন কিম্বা পান করিবার পরেই বমন, এই কয়টী ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। কলেরায় প্রায়ই উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে কোন রোগই হউক না কেন, উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে কখন ইতঃস্তত করা উচিত নহে।

আর্সেনিক অতি সাবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, ইহা অন্যায়রূপে ব্যবহৃত হইলে নিতান্ত অনিষ্ট হইয়া থাকে। আর্সেনিকের চরিত্রগত অস্থিরতা এবং পিপাসা না থাকিলে, ইহাকে কখনই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হয়।

রস টক্সিকোডেণ্ড্রন।

(Rhus Toxicodendron)

অস্থিরতায় উপশম—রোগী যত ছট্‌ফট্‌ করে, তত সুস্থ বোধ হয়, কাজে কাজেই রোগী অনবরত স্থিতি পরিবর্ত্তন করিতে থাকে অর্থাৎ অস্থির হয়।

এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, রসটক্সেও অত্যন্ত অস্থিরতা আছে। একোনাইট, আর্সেনিক এবং রসটক্স এই তিনটী ঔষধেই অত্যন্ত

অস্থিরতা লক্ষিত হয়। এস্থলে প্রথম শিক্ষার্থীর ঔষধ নির্ব্বাচনে বিষম গোলযোগ উপস্থিত। একটু মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে অতি সহজে নির্ভুল ঔষধ নির্ব্বাচন হওয়াই সম্ভব। একোনাইটে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং দুর্নিবার্য্য পিপাসা আছে, কিন্তু আর্সেনিকের ন্যায় অল্প অল্প জল পান করে না এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা ও জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং রসটক্সের ন্যায় অস্থিরতায় রোগের উপশম হয় না অতএব ঔষধ নির্ব্বাচনে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প।

ভিজা ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া—জ্বর, বাতব্যাধি ইত্যাদি পীড়া উক্ত প্রকার ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে, রসটক্স অতি উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। হস্ত পদের গাঁটগুলি ফুলা ফুলা, রক্তবর্ণ, স্পর্শ করিলে সূচি-বিদ্ধবৎ বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য, চুপ করিয়া বসিয়া কিম্বা শয়ন করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি, নড়াচড়া করিলে উপশম বোধ হয়। কটি বেদনা। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিবার সময় কোমরে এবং হস্ত পদের গাঁটগুলিতে অত্যন্ত বেদনা, পরে চলা ফেরা করিতে করিতে উপশম।

সবিরাম জ্বরে রসটক্স অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে শীতের সময় এক প্রকার শুষ্ক কাসি হইয়া থাকে। অপরাহ্নে জ্বরের বৃদ্ধি, অত্যন্ত অস্থিরতা। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে উপরো-ল্লিখিত কাসি বর্ত্তমান থাকিলে, রসটক্স প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

টাইফয়েডাদি জ্বরেও রসটক্সের ক্রিয়া অদ্ভুত। উক্ত প্রকারের মারা-ত্মক জ্বর বিকারে, রোগীর বোধশক্তি কুয়াশাচ্ছন্নবৎ হয় এবং বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে, জিহ্বা শুষ্ক এবং জিহ্বার অগ্রভাগ ঠিক প্রায় ত্রিভুজাকারে রক্তবর্ণ। অস্থিরতায় উপশম হয় বলিয়া রোগী অন বরত স্থিতীপরিবর্ত্তন করিতে থাকে, এরূপ স্থলে রসটক্সকে স্মরণ করা বিধেয়। বোধশক্তি কুয়াসাচ্ছন্নবৎ একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ

রোগীঅচৈতন্য কিন্তু অচৈতন্যাবস্থা অত্যন্ত অধিক নহে। অচৈতন্যাবস্থা অত্যন্ত অধিক হইলে, হাইওসায়েমাস ও ওপিয়ম ব্যবহার্য্য, রসটক্সের রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয়, এমন কি ঠিক উত্তরও দিয়া থাকে। বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকে, অর্থাৎ বেলেডোনা, হাইওসায়েমাস, ষ্ট্র্যামোনিয়ম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় বিকার উগ্র নহে। অচৈতন্যাবস্থা এবং বিকার যদিচ উগ্র নহে তথাচ বিরাম নাই।

শরীরের মাংসপেশীদিগের উপরও রসটক্সের সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে কোন প্রকার ভারী দ্রব্য উঠাইয়া মাংসপেশীর বেদনায় অথবা বাতজনিত বেদনায় রসটক্স উপকারী। ভিজা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া বাতের ন্যায় পীড়া। এবম্প্রকার পীড়ায় নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে রসটক্স ধ্রুব কার্য্যকরী। বিশ্রামের পর অর্থাৎ রাত্রে নিদ্রা যাইবার অথবা কিছু কাল স্থিরভাবে অবস্থানের পর, প্রথম সঞ্চালনে যন্ত্রণা, ব্যথা, আড়ষ্ঠতা ইত্যাদি,—কিন্তু নড়াচড়া করিতে করিতে ক্রমে উপশম হয়।

চর্ম্মরোগেও রসটক্সের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। চর্ম্মোদ্ভেদগুলি ফোস্কার ন্যায় অথবা পান বসন্তের ন্যায়। উক্ত প্রকার চর্ম্মরোগের সহিত যদ্যপি অত্যন্ত অস্থিরতা থাকে, তাহা হইলে রসটক্স অতীব উপকারী। রসটক্স দ্বারা বিষাক্ত হইলে উক্ত প্রকারের চর্ম্মোদ্ভেদ হয় বলিয়া, ইহা জল বসন্তের মহৌষধ বিশেষ। একজিমা নামক চর্ম্মরোগে যদ্যপি উক্ত প্রকারের ফোস্কা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে রসটক্স অমৃত তুল্য।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে।

বেলেডোনা।

(Belladonna)

মস্তকে রক্তাধিক্য—সামান্য মাথা ধরা হইতে অত্যন্ত জর বিকারেও মস্তকে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। অনেকে বলেন, "চোখলাল হইলেই বেলেডোনা এবং জর হইলেই একোনাইট", যদিও বিশেষরূপে বিবেচনা না করিয়া এ প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা অন্যায়, তথাচ আমি "চোখ লাল হইলে বেলেডোনা" এ লক্ষণটিকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিলাম।

রক্তবর্ণ—বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ। চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, রক্তস্রাব উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, এমন কি স্থানীয় প্রদাহ রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণতা বেলেডোনার মজ্জায় মজ্জায় গাঁথা।

মস্তকের লক্ষণ প্রাধান্য—জর ইত্যাদির সহিত মস্তকে লক্ষণাধিক্য, অর্থাৎ মাথার অসুখই অধিক। মনে হয় যেন রক্ত মাথার দিকে ধাবিত হইতেছে। মাথা গরম এবং হস্ত পদ ঠাণ্ডা। চক্ষু রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল। মাথার দুই পার্শ্বের শিরা দুইটী দপ্ দপ্ করিয়া নাচিতে থাকে এবং মস্তকে ভয়ানক দপদপানি ব্যথা। বেলেডোনার মাথা ব্যথা সম্মুখ কপালে ও দুই রগে অত্যন্ত অধিক। রোগী মনে করে যেন তাহার মাথাটি পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্ত বর্ণের সহিত উক্ত প্রকারের অত্যন্ত মাথা ব্যথা অথবা রোগী যেন বোকা হইয়া পড়িয়া থাকে অর্থাৎ তাহার বোধ শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়।

বিকার—বেলেডোনা বিকারে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং বেলেডোনার বিকার অত্যন্ত উগ্র। বিকারে রোগী কল্পনায় ভূত, জন্তু; পোকা, নানাপ্রকারের ভয়াবহ মুখ দেখিয়া ভীত হয় এবং চমকাইয়া

উঠে। নানা প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া ঘন ঘন পলাইবার চেষ্টা করে কখন দাঁত কড় মড় করিতে থাকে, কখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে, কামড়ায় বা কামড়াইতে যায়, মারে ইত্যাদি অত্যন্ত অত্যাচার পূর্ণ বিকারে বেলেডোনা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিকারে বেলেডোনা প্রয়োগ করিবার প্রধান নিদর্শন, চক্ষু ও মুখ-মণ্ডল রক্তবর্ণ, ক্যারোটিড ধমনার উল্লম্ফন (রগের উভয় পার্শ্বের শিরা দুইটির দপ্ দপ্ করিয়া নৃত্য)।

রক্তবর্ণ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইতে ইচ্ছা করি। স্থানীয় প্রদাহে রক্ত বর্ণতা অর্থাৎ ফোড়া, এমন কি কার্ব্বঙ্কল ইত্যাদিতে উজ্জল রক্তবর্ণতা দৃষ্ট হইলে, বেলেডোনা অদ্ভুত কার্য্য করিতে সক্ষম।

হঠাৎ উৎপত্তি, হঠাৎ নিবৃত্তি—বলিলে কোন প্রকারের কষ্টের হঠাৎ উৎপত্তি ও হঠাৎ নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। বেলোডোনার হঠাৎ উৎপত্তি ও হঠাৎ নিবৃত্তি, ষ্ট্যানামে ধীরে ধীরে উৎপত্তি এবং ধীরে ধীরে নিবৃত্তি সালফিউরিক এসিডে ধীরে আরম্ভ হয় বটে কিন্তু হঠাৎ শেষ হইয়া থাকে।

বেলেডোনা বালব্যাধিতে কামোমিলার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। শিশুর হঠাৎ জ্বর হইয়া একেবারে কন্‌ভালসন্ আরম্ভ হইয়া থাকে। শিশু এই ভাল আছে পর মূহূর্ত্তে হঠাৎ জ্বর হইল। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও অর্দ্ধাচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় ফিট হইবার ন্যায় খেঁচিয়া খেঁচিয়া উঠে। শিশু-দিগের এই প্রকার রোগে ৩০ শক্তির বেলেডোনা অমৃততুল্য।

রক্তাধিক্য-জনিত অথবা স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, উভয় প্রকার শিরঃপীড়া বেলেডোনা আরোগ্য করিতে সক্ষম। প্রায়ই মস্তকে রক্তাধিক্যজনিত শিরঃপীড়ায় মাথায় অত্যন্ত দপদপানি ব্যথা, রগে এবং কপালে অত্যন্ত দপ্‌দপানি ব্যথা হইয়া থাকে। রক্তাধিক্য এবং স্নায়বীয় উভয় প্রকার শিরঃপীড়াতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, বেলোডোনা উৎকৃষ্ট

কার্য্য:করিয়া থাকে। সম্মুখে ঝুঁকিলে অথবা ঈষৎ মস্তক নত করিলে শিরপীড়ার বৃদ্ধি। খাড়া কিম্বা সোজা ভাবে অবস্থান না করিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি। **শয়নে** বৃদ্ধি, বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ, এ লক্ষণটি কেবল মাত্র শিরঃপীড়ায় আবদ্ধ নহে। কোন রোগ শয়নে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ বেলেডোনাকে স্মরণ করিবেন।

গলমধ্যে জ্বালা এবং শুষ্কতা; মনে হয় যেন উহা সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। তালু ও টন্‌সিল ফুলা ও রক্তবর্ণ।

স্ত্রীরোগেও বেলেডোনা অতি চমৎকার ঔষধ, নিম্নে উদর সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধিদায়ক লক্ষণ দেওয়া হইল।

তলপেটে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অর্থাৎ সামান্য কোন প্রকার ঝাঁকি লাগিলে অথবা স্পর্শ করিলে, নিম্নোদরে লাগে। বেড়াইবার সময় প্রত্যেক পদবিক্ষেপে অথবা বিছানায় শুইবার কিম্বা উপবেশন করিবার সময় যে সামান্য একটু ঝাঁকি লাগে তাহাতেই রোগী অস্থির হয়। তলপেটে চাপবৎ ব্যথা। রোগী মনে করে যেন **উদর মধ্যস্থ পদার্থগুলি যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। প্রাতঃকালে** বৃদ্ধি। এই লক্ষণটি সিপিয়া এবং লিলিয়াম্ টিগ্রিনাম নামক ঔষধেরও চরিত্রগত লক্ষণ। বেলেডোনার উক্ত প্রকার অবস্থার সহিত, প্রায়ই অত্যন্ত কটিবেদনা বর্ত্তমান থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় চম্‌কাইয়া উঠে, তন্দ্রামত হয় কিন্তু গাঢ় নিদ্রা হয় না এবং কখন কখন ঘুমন্ত অবস্থায় গোঁ গোঁ শব্দ করে।

মহাত্মা হানিমান সচরাচর বেলেডোনা ৩০ শক্তি ব্যবহার করিতেন।

হাইওসাএমাস।

(Hyoscyamus)

হাইওসাএমাস বিকারের একটি মহৌষধ বিশেষ। বেলেডোনার বিকার উগ্র, রোগী নানাপ্রকার অত্যাচারী। হাইওসাএমাসের রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে এবং মধ্যে মধ্যে ভয়ানক উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করে। বেলেডোনার রোগীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; কিন্তু হাইওসাএমাসের রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, ও বসা। হাইওসাএ-মাসের রোগী দুর্ব্বল এবং দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই কারণ বিকারের উগ্রতা স্থায়ী হয় না। হাইওসাএমাসের রোগীর বিকার প্রথমে উগ্র হইয়া আরম্ভ হয়, পরে যত দুর্ব্বলতা বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, বিকারের উগ্রতা কমিয়া ক্রমশঃ রোগী অবসন্ন ও অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং এত অচৈতন্য হইয়া পড়ে যে, তখন ওপিয়ম ও হাইওসাএমাসে পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন হয়।

টাইফএড অবস্থা—জিহ্বা শুষ্ক এবং রোগী অতিকষ্টে উহা বহির্গত করে। অচৈতন্যাবস্থারও একটু বিশেষত্ব আছে, রোগী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া রহিয়াছে, ফেল্ ফেল্ করিয়া চারিদিকে তাকাইতেছে, অথচ অচৈতন্য। রোগী চারিদিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া তাকায় কিন্তু কিছুই দেখে না। সর্ব্বদা শূন্যে এক প্রকার হস্তের ভঙ্গি করে "যেন কি ধরিতেছে"। বিছানা খোঁটে, সর্ব্বদা বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে অথবা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে একটি মাত্রও কথা বলে না। রোগীকে পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করিলে কথা ঠিক বলে, আবার কথা কহিতে কহিতে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। দন্তে এক প্রকারের ময়লা (সডিস্) পড়ে, নিম্ন মাড়ি ঝুলিয়া পড়ে, মুত্র এবং মল অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে। টাইফো-

নিউমোনিয়া, টাইফয়েড জ্বর, স্কারলাটিনা ইত্যাদি রোগের চরমাবস্থায় উক্ত প্রকারের টাইফয়েড লক্ষণগুলি প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ প্রকার অবস্থায় হাইওসাএমাস প্রয়োগ করিলে, কি অভাবনীয় ফল পাওয়া যায় তাহা নিজে প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করান কঠিন।

রোগী অত্যন্ত সন্দিগ্ধ—সকলকেই সন্দেহ করে। কাহারও কথায় বিশ্বাস হয় না। এই লক্ষণটি পুরাতন মানসিক পীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। উপরোল্লিখিত তরুণ পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পুরাতন মানসিক রোগ অথবা উন্মাদ। কাহাকেও বিশ্বাস করে না। এমন কি নিজের পুত্র, কন্যা, নিকট আত্মীয় এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কাহাকেও বিশ্বাস করে না। ঔষধ খাইতে চাহে না, মনে করে তাহাকে বিষ দেওয়া হইতেছে। রোগীর কথার ভাবে প্রকাশ পায়, যেন সে মনে করে তাহার বিরুদ্ধে বিষম ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এবম্প্রকার মানসিক গোলযোগ, যদ্যপি কাহারও প্রতি অনবরত বিদ্বেষভাবজনিত হয়, তাহা হইলে হাইওসাএমাস উত্তম। হাইওসাএমাসে আর একপ্রকার, মানসিক ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী কামোন্মত্ত অথবা কুৎসিৎ ভাবাপন্ন। সর্ব্বদা জননেন্দ্রিয়ে হস্ত প্রয়োগ করে। জননেন্দ্রিয়ের আবরণ পুনঃ পুনঃ উন্মোচন করিয়া থাকে। এ প্রকার উন্মাদ রোগে প্রথমে হাইওসাএমাসকে স্মরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিকারে রোগী কখন ভয়ানক উগ্রভাব অবলম্বন করে, নিকটে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদিগকে মারে, কামড়ায় এবং নিতান্ত অত্যাচার, করিয়া থাকে ; আবার পরক্ষণেই ঠিক তাহার বিপরীতাবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নম্র এবং ধীরভাব অবলম্বন করে, অথবা কিছু সময়ের জন্য চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে কিম্বা বিড় বিড় করিয়া বকে। হাইওসাএমাসের রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল, সেই কারণে ইহা বৃদ্ধদিগের মানসিক গোলযোগে বিশেষ উপযোগী।

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ এমন কি চক্ষু হইতে পদাঙ্গুলির মাংসপেশীগুলি মোচড়ান—এই লক্ষণটী প্রায়ই মৃগীরোগ কিম্বা অন্য কোন প্রকার ফিট্ রোগে দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ হাইওসাএমাস দেওয়া বিধেয়।

শয়নে কাসির বৃদ্ধি—ইহাও হাইওসাএমাসের চরিত্রগত লক্ষণ। শয়নে কাশির বৃদ্ধি, বসিলে উপশম। বৃদ্ধদিগের শুষ্ক কাশিতে উপরোল্লিখিত লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে হাইওসাএমাস উত্তম কার্য্য করে।

টাইফয়েডাদি রোগে হ্রাসটক্সের পর ইহা উত্তম কার্য্য করে।

উদরাময়—মল হলুদ রংয়ের জলবৎ তরল, রোগী বিছানায় অসাড়ে মলত্যাগ করে, কিন্তু সে তাহার কিছুই জানিতে পারে না। মূত্র অসাড়ে নির্গত হয়, মূত্র শুখাইলে লাল লাল গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ বিছানার চাদরে দেখিতে পাওয়া যায়। টাইফয়েডাদি জ্বরে এবম্প্রকারের উদরাময় থাকিলে এবং হাইওসামাসের অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে হাইওসাএমাস ধ্রুব কার্য্যকারী।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

(Stramonium)

ইহা বিকারে আর একটি মহৌষধ। বিকারে হাইওসাএমাস, বেলেডোনা এবং ষ্ট্র্যামোনিয়ম এই তিনটি ঔষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় বলিয়া, মাননীয় ডাক্তার ন্যাস ইহাদিগকে ট্রাইও বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বেলেডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়ম এবং হাইওসাএমাসের মধ্যস্থান অধিকার করে।

বালিস হইতে রোগী হঠাৎ তাহার মাথাটি উত্তোলন করে—কেবলমাত্র মাথাটি ঝাঁকি দিয়া উত্তোলন করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। বিকারে রোগী কখন লম্বমান অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কখন বা আড়াআড়ি অবস্থায়, কখন বা হাত পা গুটাইয়া নাড়ু পাকাইয়া পড়িয়া থাকে। রোগী কখন হাস্য করে, কখন শিশ দেয়, কখন চীৎকার করিয়া উঠে, কখন হয়'ত প্রার্থনা করিতেছে, আবার হয়'ত অত্যন্ত গালাগালি কিম্বা বকাবকি করিতেছে, কিম্বা অনবরত বিদেশীয় ভাষায় কথা কহিতেছে—এক কথায় ষ্ট্র্যামোনিয়মের রোগী অত্যন্ত বকে।

উত্তেজনার পরই অবসাদ ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। ষ্ট্র্যামোনিয়মের রোগীর এবম্প্রকার উত্তেজনার পর ক্রমে অবসাদ উপস্থিত হয়, তখন রোগীর দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি সমস্তই লুপ্তপ্রায় হয়, চক্ষের তারাটি বিস্ফারিত ও স্থির হইয়া থাকে এবং অনবরত ঘর্ম্ম হইতে থাকে কিন্তু রোগের উপশম হয় না, প্রায়ই মল মূত্র একেবারেই বন্ধ থাকে, কখন কখন কাল এবং অতিশয় পচা দুর্গন্ধযুক্ত মল অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে। এরূপ স্থলে ষ্ট্র্যামোনিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ।

অতিরিক্ত বকাবকি করা—ষ্ট্র্যামোনিয়ম কেবল তরুন জ্বরবিকারে ফলপ্রদ তাহা নহে, পুরাতন উন্মাদ রোগেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ষ্ট্র্যামোনিয়ম উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

জল দেখিলে ভয় পাওয়া ষ্ট্র্যামোনিয়মের আর একটি লক্ষণ।

কোন উজ্জ্বল বস্তু দেখিলে, অথবা অন্ধকারে থাকিলে কিম্বা একাকী থাকিলে রোগীর উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রোগ বৃদ্ধি পায়। সর্ব্বদা আলোক ও সঙ্গি থাকিলে, অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে।

কাল রংয়ের দুর্গন্ধযুক্ত তরলমল ষ্ট্র্যামোনিয়মের মল বলিয়া গন্য কিন্তু উপরোল্লিখিত আনুসঙ্গিক লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, ষ্ট্র্যামোনিয়ম প্রযোজ্য।

নিম্ন হইতে উচ্চ শক্তি পর্য্যন্ত যথন যাহা উপযোগী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকে বলেন নিম্ন শক্তিতে ভাল কায দেখিতে পাওয়া যায় না. উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কেহ বা ঠিক উহার বিপরীত কথা বলিয়া থাকেন। যাহা হউক শক্তি মীমাংসায় সময় নষ্ট না করিয়া আমি একটি কথা বলিয়া রাখি। কখন ঔষধের শক্তি সম্বন্ধে গোঁড়ামি করা ভাল নহে। এমন অনেক চিকিৎসক আছেন যাঁহারা অত্যন্ত উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করেন। পক্ষান্তরে কতকগুলি চিকিৎসক আছেন. তাঁহারা সর্ব্বদা নিম্ন শক্তি ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা উচ্চশক্তি ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন। এপ্রকার গোঁড়ামি করা নিতান্ত অন্যায়, কারণ কখন কোন্ ঔষধের কোন্ শক্তি রোগীর শরীরে শীঘ্র ফল দেখাইতে সক্ষম হইবে, ইহার এখনও মীমাংসা হয় নাই এবং হইবে কিনা সন্দেহ। অতএব গোঁড়ামি করিয়া সময় নষ্ট এবং রোগীর জীবন বিপন্ন না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ নিম্নশক্তি হইতে আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ।

ল্যাকেসিস ট্রাইগোনোসিফেলাস।

(Lachesis Trigonocephalus.)

ল্যাকেসিস আমাদিগের মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সকল ঔষধই উৎকৃষ্ট, তথাচ আমরা ল্যাকেসিসকে কেন অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য দিয়াছি? ইহার কারণ অধুনা আমাদিগের মধ্যে সচরাচর যে সকল ব্যাধি দেখিতে পাই, তন্মধ্যে অনেক কঠিন কঠিন ব্যাধির লক্ষণের সহিত ল্যাকেসিসের সাদৃশ্য আছে, কাযে কাযেই ল্যাকেসিস আমাদিগের প্রিয় ও উৎকৃষ্ট। মনুষ্যের স্বার্থে যাহা

ব্যবহৃত হয়, তাহাই উত্তম এবং যাহা দ্বারা স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, তাহাই অপকৃষ্ট। যে স্থানে ল্যাকেসিসের লক্ষণ পাওয়া যাইবে সে স্থলে আর্সেনিক শক্তিহীন। আর্সেনিকের রাজ্যে আর্সেনিক রাজা এবং ল্যাকেসিসের রাজ্যে ল্যাকেসিস রাজা।

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনের উপর ল্যাকেসিসের ক্ষমতা অসীম। রোগী অত্যন্ত কথা কয় এবং মনে করে সে অতিশয় বুদ্ধিমান্‌, শীঘ্র সকল কথা বুঝিতে পারে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও বলিতে থাকে। এই একটি বিষয়ে বঁড় বড় করিয়া বকিতেছে, হঠাৎ ভাব বদলাইয়া গেল, এমন কথা কহিতে লাগিল যে, পূর্ব্বের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। এই প্রকারের মানসিক অবস্থা, জ্বর বিকার কিম্বা পাগল, উভয় প্রকার অর্থাৎ তরুন ও পুরাতন রোগে দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক প্রকারের মানসিক অবস্থা ল্যাকেসিসে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ঠিক উপরোল্লিখিত মানসিক অবস্থার বিপরীত। এই লক্ষণ-গুলিও উভয় প্রকার অর্থাৎ তরুণ ও পুরাতন মানসিক রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি শক্তি দুর্ব্বল, লিখিতে ভুল করে, সময় সম্বন্ধে গোলযোগ করিয়া থাকে। রাত্রিতে বিকার, বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকা, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নিম্ন চোয়ালটি ঝুলিয়া পড়া, অতি কষ্টে ধীরে কথা বলে এবং সর্ব্বদাই যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। যাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, অথবা যাঁহারা বৃদ্ধ, কিম্বা বহু দিবস যাবৎ নানা প্রকার মানসিক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া এবম্প্রকার মানসিক পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ল্যাকেসিস উত্তম। নিদ্রার পর (রোগীর ভাবে প্রকাশ পায়) রোগী অত্যন্ত দুঃখিত, আশাশূন্য ও স্ফূর্ত্তিহীন। এবম্প্রকার মনের অবস্থা প্রায়ই নিদ্রার পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ, উক্ত প্রকারের স্বাস্থ্যহীন যুবক, বয়স্থা স্ত্রীলোক (যাঁহাদিগের ঋতু হওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,) ইহাদের মানসিক গোলযোগে একটী আশ্চর্য্য ভাব লক্ষিত হয়। এই অত্যন্ত

আহ্লাদিত, আবার পরক্ষণেই অতিশয় দুঃখিত। এই হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, আবার পরক্ষণে একেবারে নিস্তব্ধ। এই প্রকার রোগীতে একবার উত্তেজনা এবং পরক্ষণে অবসাদ লক্ষিত হইলে ল্যাকেসিসকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

নিদ্রার পর শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি—রোগী শিরঃপীড়ার জন্য নিদ্রা যাইতে ভয় করে, কারণ নিদ্রা ভাঙ্গিবা মাত্র শিরঃপীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিদ্রার পর রোগের যন্ত্রণার বৃদ্ধি, ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব যে স্থলে নিদ্রার পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলেই ল্যাকেসিসকে স্মরণ করিয়া, অন্যান্য লক্ষণের সহিত বিচার করা কর্ত্তব্য। ঋতু হইবার সময় ব্রহ্মতালুতে চাপনবৎ বেদনা। রৌদ্রে বাহির হইলেই শিরঃপীড়া, এই প্রকার শিরঃপীড়ায় ল্যাকেসিস মহৌষধ বিশেষ।

মুখ মধ্যে ল্যাকেসিসের কতকগুলি লক্ষণ পাওয়া যায়। দাঁতের মাড়িগুলি ফুলা, স্পঞ্জের ন্যায় এবং অতি সহজে রক্তপাত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত যদ্যপি মাড়ি বেগুনী রং বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ল্যাকেসিস প্রয়োগ করিতে অনুমাত্রও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। মুখ গহ্বরের ক্ষত রোগে মার্কুরিয়সের ন্যায় ল্যাকেসিস অতিশয় উপকারী। মুখে দুর্গন্ধ, মুখ শুষ্ক অথবা আটা আটা শ্লেষ্মায় ভর্ত্তি। যক্ষা রোগের শেষ অবস্থায় মুখের ক্ষততে ল্যাকেসিস বিশেষ উপকারী।

জিহ্বা অতি কষ্টে বাহির করে, জিহ্বা বাহির করিবার সময় কাঁপিতে থাকে এবং নিম্ন মাড়ির দন্তে আটকাইয়া যায়, জিহ্বা অতিশয় শুষ্ক—এই লক্ষণটী ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। জ্বর বিকার, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধির শেষাবস্থায় উপরোল্লিখিত জিহ্বার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে ল্যাকেসিস উত্তম। এই প্রকার জিহ্বা, অতিরিক্ত দুর্ব্বলতার চিহ্ন স্বরূপ। জেলসিমিনম নামক ঔষধেও অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা জনিত উক্ত প্রকারের কম্পনশীল জিহ্বা

দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহা জ্বরাদির প্রথম অবস্থা হইতেই লক্ষিত হয়। জ্বরাদির প্রথম অবস্থায় উক্ত প্রকারের কম্পনশীল জিহ্বা দেখিতে পাইলে জেলসিমিয়ম এবং শেষাবস্থায় ল্যাকেসিস ব্যবহার করা বর্ত্তব্য।

গলা এবং ঘাড় স্পর্শাসহিষ্ণু, সামান্য স্পর্শও সহ্য করিতে পারে না। এমন কি বিছানার চাদর, কাপড় ইত্যাদি লাগিলেও যন্ত্রণা হয়। কোন প্রকার চাপন একেবারেই সহ্য হয় না। ল্যাকেসিসে আর একটী অদ্ভূত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী শুধু ঢোঁক গিলিলে কিম্বা তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিলে, রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং যন্ত্রণা হয়, কিন্তু শুষ্ক কোন দ্রব্য ভোজন করিতে কষ্ট হয় না। টন্‌সিলের প্রদাহ, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হইলে, ল্যাকেসিস উত্তম। রোগ শরীরের বাম পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া, দক্ষিণ পার্শ্বে প্রসারিত হয়। ইহাও ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। টনসিলাইটিস, ডিপথিরিয়া কিম্বা অন্য কোন রোগ শরীরের বাম পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া যদ্যপি দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়, অথবা কেবল মাত্র বাম পার্শ্বেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ল্যাকেসিসের অন্যান্য লক্ষণ গুলির সহিত বিচার করিয়া দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। গলার বেদনা গরম তরল পদার্থ পানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সিফিলিস জনিত গলার কিম্বা মুখ গহ্বরের ক্ষতে ল্যাকেসিস উত্তম ঔষধ। ল্যাকেসিসের আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ চর্ম্মের রং বেগুনি অথবা নিলাভাযুক্ত, এবম্প্রকার চর্ম্মের রং, মুখ গহ্বরের ক্ষত কিম্বা অন্য কোন প্রকারের ক্ষতে দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ল্যাকেসিস স্মরণীয়।

চাপন অসহ্য—ইহা ল্যাকেসিসের একটী প্রধান লক্ষণ। এরূপ অসহনীয় যে পরিধান বস্ত্রের ভার সহ্য করিতে পারে না। পাকস্থলি,

হস্ত অথবা বস্ত্র দ্বারা স্পর্শিত হইলে ক্ষতবৎ বেদনা বোধ। তলপেটে বায়ু জমিয়া ফুলিয়া উঠে এবং কষ্টদায়ক হয় ও কোন প্রকারের চাপন সহ্য করিতে পারে না। কোমরে কাপড় আঁটিয়া পরিতে কষ্ট বোধ হয়। রাত্রে গায়ে কাপড় রাখিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ। পেটের উপর হাত রাখিতে পারে না। জরায়ু, ডিম্বাধার উভয়ে অথবা উহাদিগের মধ্যে কোন একটী স্থানে ঐরূপ বোধ। লেরিংসের উপর স্পর্শ করিলে যেন শ্বাসরোধ মত হয় এবং মনে হয় যেন গলার মধ্যে গোলার ন্যায় কি একটা রহিয়াছে। এক কথায় চাপনে রোগের বৃদ্ধি, ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব এই লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ ল্যাকেসিসকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

মুখ কিম্বা নাসিকার নিকট কোন দ্রব্য এমন কি এক খণ্ড বস্ত্র পর্য্যন্ত আনয়ন করিলে দমবন্ধ হইয়া যায়। জামার কলার, জামা কিছুই সহ্য হয় না—হাঁপানি ইত্যাদি রোগে হঠাৎ হাঁপানির ফিট্ আরম্ভ হইয়া এবম্প্রকার কষ্ট হয় যে তখন রোগী জামা গায়ের কাপড় সমস্ত খুলিয়া ফেলে।

ঘুমন্ত অবস্থায় শুষ্ক কাশি—রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাশে। ভয়ানক শুষ্ক কাশি। শিশুদিগের কাশিতে যখন ক্যামোমিলায় উপকার না হয় এবং উপরোল্লিখিত লক্ষণটী বর্ত্তমান থাকে, তখন ল্যাকসিস বিশেষ ফলপ্রদ।

যতদিন পর্য্যন্ত না ঋতুস্রাব হয়, জরায়ু ঘটিত উপসর্গ সমূহ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঋতুস্রাব হইবার পর শরীর সুস্থ হয় এবং কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না—এই লক্ষণটী জরায়ুর কোন রোগে দৃষ্ট হইলে ল্যাকেসিস প্রযোজ্য। শরীরের বাম দিক ল্যাকেসিসের প্রিয় স্থান। বাম ডিম্বাধারের স্নায়বীয় বেদনায় ল্যাকেসিস উত্তম। বাম ডিম্বাধারের কোন রোগে ল্যাকেসিসের চরিত্রগত স্পর্শা-

সহিষ্ণুতা থাকিলে, ল্যাকেসিস প্রয়োগে কালবিলম্ব করা উচিত নহে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, জরায়ু কিম্বা ডিম্বাধারের টিউমার এবং ক্যানসার ল্যাকেসিস আরোগ্য করিতে সক্ষম।

রক্তস্রাব—কোন প্রকারের ক্ষত ইত্যাদি হইতে একটুতেই রক্তপাত হওয়া। টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদিতে পচা, চাপ চাপ রক্তস্রাব হওয়া। প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব। ক্যানসার ইত্যাদি, নিলাভাযুক্ত অথবা কাল। ঘন ঘন রক্তস্রাব হয়।

পোড়া খড়ের ন্যায় মল—পোড়া খড়ের ন্যায় অর্থাৎ খড়পোড়া ছাইয়ের ন্যায় নহে, খড় পোড়া কয়লার ন্যায়। তরল মলের সহিত উক্ত প্রকারের কাল কাল খড় পোড়া কয়লার ন্যায় ছোট টুক্‌রা থাকিলে ল্যাকেসিস মহৌষধ। এবম্প্রকার অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মল প্রায়ই টাইফয়েডাদি সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয় দুর্গন্ধ যুক্ত মল ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। পাতলা কিম্বা গাঢ় উভয় প্রকারের মলই অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত। মলত্যাগকালে গুহ্য প্রদেশে এক প্রকার চাপনবৎ বেদনা। মলত্যাগ কালে উক্ত প্রকারের বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এত বৃদ্ধি হয় যে, রোগী বাধ্য হইয়া মলত্যাগের চেষ্টা হইতে বিরত হয়। অর্শ রোগেও ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভ্যন্তরিক কিম্বা বাহ্যিক যে কোন প্রকারের অর্শই হউক না কেন যদ্যপি গুহ্যদ্বার সঙ্কুচিত এবং উহাতে দপদপানি ব্যথা (রোগী মনে করে যেন গুহ্যদ্বারে ছোট একটী হাতুড়ি দিয়া অনবরত আঘাত করিতেছে) থাকে, তাহা হইলে ল্যাকেসিস তাহার একটী ঔষধ।

শরীরের বামদিক হইতে রোগারম্ভ, অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা চর্ম্মের রং নিলাভাযুক্ত অথবা কাল, মল পোড়া খড়ের ন্যায় টুকরা টুকরা দ্রব্য মিশ্রিত, ঋতুস্রাব হইবার পর সুস্থতা, নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি—এই কয়টী ল্যাকেসিসের চরিত্রগত

লক্ষণ। অতএব ইহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

ল্যাকেসিস ৩০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যালি কার্ব্বনিকা।

(Kali Carbonica)

সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা।—ব্রাইওনিয়াতেও এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়াতে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা কেবল মাত্র সিরাস মেম্ব্রেনগুলির মধ্যেই আবদ্ধ কিন্তু ক্যালি কার্ব্বের উক্ত বেদনা শরীরে সর্ব্বত্র এমন কি, মেরুদণ্ডের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়ায় উক্ত বেদনা যত নড়াচড়া করিবে ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ক্যালি কার্ব্বের রোগী স্থির থাকিলেও বেদনা সমভাবে ভোগ করে। বক্ষের দক্ষিণ দিকের নিম্ন প্রদেশটী ক্যালি কার্ব্বের অতি প্রিয় স্থান, উক্ত স্থানে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা যদ্যপি সম্মুখ দিক হইতে পশ্চাতে প্রসারিত হয়, তাহা হইলে ক্যালি কার্ব্ব মহৌষধ বিশেষ। নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে উক্ত সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা নিশ্বাস প্রশ্বাস ও নড়াচড়ার সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়াও সমান ভাবে হইতে থাকিলে ক্যালি কার্ব্ব উত্তম।

কখন কখন উক্ত প্রকারের সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা হঠাৎ আইসে, রোগী যন্ত্রণায় তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণে কিছুই থাকে না। এই প্রকারের বেদনা শরীরে যে কোন স্থানেই হউক না কেন ক্যালি কার্ব্ব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রক্তক্ষীণতা—মুখ ফুলা ফুলা বিশেষতঃ চক্ষের উপরের পাতাগুলি ফুলা, গাত্র চর্ম্ম ফেঁকাসে কিম্বা সাদা; যুবতী স্ত্রীলোকদিগের রক্তক্ষীণতা নিবন্ধন যদ্যপি আদ্য ঋতু হইতে বিলম্ব হয় এবং উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির

সহিত কটিদেশে বেদনা ও দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ক্যালি কার্ব্ব উত্তম। চক্ষের উপরের পাতা থলির ন্যায় ফুলা, ক্যালিকার্ব্বের চরিত্রগত লক্ষণ। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর সময় অতীত হইবার পর রক্তক্ষীণতা এবং শোথযুক্ত ফুলা ও চক্ষের উপরের পাতা ফুলা। এবম্প্রকার রোগীর প্রায়ই হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কটিদেশে বেদনা ও দুর্ব্বলতা, সর্ব্বদা কটিদেশে এরূপ বেদনা হয় যে রোগী বোধ করে যেন কোমর ও নিম্ন শাখা অবসন্ন হইয়া যাইতেছে। রোগী চৌকী কিম্বা বিছানার উপর ধীরে ধীরে বসিতে পারে না, হঠাৎ ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে। এই প্রকার কটিবেদনা নিম্ন শাখা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। রোগীর সহজে ঘাম হয়। একাধারে এই প্রকার ঘর্ম্ম দুর্ব্বলতা এবং কটিবেদনা অন্য ঔষধে নাই।

রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময় বিশেষতঃ বক্ষসম্বন্ধীয় রোগের বৃদ্ধি ক্যালি কার্ব্বের চরিত্রগত লক্ষণ। একটী বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়ের হাইড্রোথোরাক্স এবং সর্ব্বাঙ্গীন শোথ হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাঁহাকে অনেক ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল হয় নাই। পরে যখন জানা গেল রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময় তাঁহার রোগের বৃদ্ধি হয় তখন তাঁহাকে ২০০ শক্তির ক্যালিকার্ব্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি তদ্দারা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন; মৃত্যুকালেও তাঁহার আর শোথ রোগ হয় নাই।

উদরাধ্মান—ক্যালিকার্ব্বের একটী চরিত্রগত লক্ষণ রোগী যাহা ভোজন করে তাহা বায়ুতে পরিণত হয়। আহারের পর হইতেই উদরে বায়ু জন্মিতে থাকে এবং এত বায়ু জন্মে যে উদরটী ঠাসিয়া পুর্ণ হইয়া থাকে। উদরে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা। বৃদ্ধ এবং যে সকল মনুষ্যের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, তাহাদিগের অম্বলের পীড়ায়, এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ক্যালি কার্ব্ব উত্তম।

স্পর্শাসহিষ্ণুতা—ক্যালিকার্ব্বের চরিত্রগত লক্ষণ। সামান্য মাত্র স্পর্শে রোগী চমকাইয়া উঠে। প্রধানতঃ চরণতলে স্পর্শাসহিষ্ণুতা ; বেদনা-যুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে রোগের বৃদ্ধি ক্যালি কার্ব্বের চরিত্রগত লক্ষণ।

উদরাময়েও ক্যালিকার্ব্ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রায়ই পুরাতন অজীর্ণ রোগে ক্যালিকার্ব্ব উপযোগী। উদর সম্বন্ধে কতকগুলি লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় ক্যালিকার্ব্বের একটী বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণের উল্লেখ করিতেছি। **চক্ষের উপরের পাতা দুটী থলির মত ফুলা**—উদরাময় রোগে প্রায়ই এই লক্ষণটী প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যালি বাইক্রমিকম

(Kali Bichromicum)

মিউকাস মেম্বেন হইতে দাড়ির ন্যায় ক্লেদ নির্গমন—অর্থাৎ শরীরের কোন দ্বার যথা মুখগহ্বর, যোনি ইত্যাদি হইতে ক্লেদ দড়ির ন্যায় লম্বা হইয়া নির্গত হইয়া থাকে। ক্যালি বাইক্রমিকমের এই লক্ষণটী চরিত্রগত লক্ষণ। কেবল মাত্র এই লক্ষণটী অবলম্বন করিয়া মাননীয় ডাক্তার ন্যাস একটী কুক্কুরের মুখ ও গলার ক্ষত আরাম করিয়াছিলেন। কুক্কুরটির মুখ হইতে লালা দড়ির ন্যায় নির্গত হইত, সে উহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য টানিয়া লইয়া বেড়াইত। কাসিতে কাসিতে কফ নির্গত হইয়া দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, হাত দিয়া টানিয়া ফেলিয়া না দিলে, অতি কষ্টে নির্গত হয়। মিউকাস মেম্ব্রেনের ক্ষততে ক্যালি বাই একটী মহৌষধ বিশেষ। ক্ষতস্থানটী এরূপ ভাবে ক্ষয় হইয়

যায়, দেখিলে মনে হয় যেন, পাঞ্চ দিয়া কাটা হইয়াছে। এই লক্ষণটী ক্যালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ। মিঃ ব্রাএন্ট নামক একটী ইউরেসিএন্ আতুরাশ্রমে বাস করিত। সে পূর্ব্বে অত্যন্ত মাতাল ছিল। তাহার সোর থ্রোট অর্থাৎ গলক্ষত হইয়া তালুটী আলজিহ্বার নিকট এরূপ ভাবে ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল যে দেখিলে মনে হইত উক্ত স্থানটী কম্পাস দিয়া মাপিয়া গোল করিয়া কাটা হইয়াছে। আমি প্রথমে তাহাকে অন্যান্য ঔষধ সেবন করাইয়া কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ ঐ স্থানটী ছিদ্রযুক্ত হইয়া গেল এবং রোগী নাকে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, আমিও অতিশয় চিন্তিত হইলাম। এক দিবস প্রাতঃকালে দেখিলাম উক্ত ক্ষত হইতে দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে প্রতিদিন প্রাতে এক মাত্রা করিয়া ৩০ শক্তির ক্যালি বাইক্রমিকম প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলাম, কয়েক দিবস মধ্যে ক্ষত অনেক কমিয়া সে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ক্ষতস্থানটী এরূপ ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল যে, রোগীর নাকি কথা পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বাভাবিকে পরিণত হইল।

নাসিকার ক্ষত এবং পুরাতন সর্দ্দিতে ক্যালিবাইক্রমিকম বিশেষ উপকারী। পারদ কিম্বা সিফিলিস জনিত অথবা শরীরের কোন প্রকারের স্বাভাবিক স্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া, নাসিকার পীড়া হইলে ক্যালি-বাইক্রম বিশেষ উপকারী। এবম্প্রকার ক্ষতে যদ্যপি দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ঔষধ চিন্তা না করিয়া প্রথমে ক্যালি বাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নাসিকার গোড়ায় ব্যথা, অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে বেদনা অনুভব হয়। নাসিকার মধ্যে শুষ্ক মামড়ি ও চটা পড়ে। উহাকে অঙ্গুলি দ্বারা উঠাইয়া ফেলিলে আবার নূতন চটা জন্মায়। এবম্প্রকারের নাসিকা ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হয় এবং উক্ত স্থানের অস্থি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, একেবারে ছিদ্র হইয়া যায়।

অজীর্ণ রোগ—মাতালদিগের অজীর্ণরোগে ক্যালি বাইক্রমিকম বিশেষ উপকারী। মাতালদিগের বিশেষতঃ যাহারা বিয়ার নামক মদ্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের অজীর্ণ রোগ হইলে এবং উক্ত রোগে বমনে "দড়ার ন্যায়" পদার্থ নির্গত হইলে ক্যালি বাই-ক্রমিকম অমোঘ ঔষধ। আহারের পর উদরে ভার এবং পূর্ণতা বোধ ক্যালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব এই লক্ষণটীর উপরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। উদরের পীড়ার সহিত দুই প্রকারের জিহ্বা ক্যালি বাইক্রমের লক্ষণ। প্রথম জিহ্বার মধ্যস্থল এবং পশ্চাদ্ভাগ হলুদবর্ণ। দ্বিতীয় জিহ্বা চক্‌চকে, রক্তবর্ণ এবং ফাটা ফাটা। দ্বিতীয় প্রকারের জিহ্বা প্রায়ই আমাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরঃপীড়া, শিরঃপীড়ার পূর্ব্বে রোগী চক্ষে দেখিতে পায় না। শিরঃ-পীড়া আরম্ভ হইলে, রোগী পুনরায় স্বাভাবিক দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদনা সম্বন্ধে ক্যালিবইক্রমের একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বেদনা অল্প মাত্র স্থানে আবদ্ধ থাকে, এত অল্প মাত্র স্থানে আবদ্ধ থাকে যে, এমন কি, একটী অঙ্গুলির ডগা দিয়া বেদনাযুক্ত স্থানটী স্পর্শ করা যায়। বেদনা অল্প মাত্র স্থানে থাকে বটে কিন্তু যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয়। কেবলমাত্র মস্তকে উক্ত প্রকারের বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, শরীরের যে কোন স্থানে উহা হইতে পারে। কখন কখন বেলেডোনার ন্যায় বেদনার হঠাৎ উৎপত্তি ও হঠাৎ নিবৃত্তি হয় এবং পাল্‌সেটিলার ন্যায় এক স্থান হইতে অপর স্থানে সরিয়া যায়। ক্যালি বাইক্রমে আর একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; দুইটী স্বতন্ত্র লক্ষণ একটির পর অপরটী পর্য্যায়ক্রমে হইতে থাকে, যথা—বাতজনিত লক্ষণ এবং আমাশয় জনিত লক্ষণ পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে।

ক্যালি বাইক্রম মোটা এবং পাতলা চুল বিশিষ্ট মনুষ্যের পক্ষে ও যে

সকল বালকদিগের অতি সহজে সর্দ্দি লাগে এবং যাহাদের ধাতু স্ক্রফিউলা কিম্বা সিফিলিস্ দোষ মিশ্রিত, তাহাদিগের পক্ষে উত্তম।

উদরাময়—বিশেষতঃ আমাশয় রোগে ক্যালি বাইক্রম পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জেলির ন্যায় মল, ক্যালিবাইক্রমের চারিত্রগত লক্ষণ। (পান না খাইয়া প্রাতে "জিব ছোলা" দিয়া জিহ্বা ছুলিলে যে প্রকার পদার্থ বহির্গত হয়, উক্ত প্রকারের মল ক্যান্থারিসের চরিত্রগত লক্ষণ)। কান্থারিস দ্বারা আমাশয় রোগে উক্ত প্রকারের মল পরিবর্ত্তিত হইয়া জেলির ন্যায় হইলে, তখন ক্যালি বাইক্রমিকম সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

আমাশয় রোগে জিহ্বার লক্ষণই ক্যালি বাইক্রমের পথপ্রদর্শক। জিহ্বা হলুদবর্ণ অথবা শুষ্ক, রক্তবর্ণ, চক্‌চকে এবং ফাটা ফাটা।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ক্যামোমিলা

(Chamomilla)

ক্যামোমিলার রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে—অত্যন্ত খিট্ খিটে বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে নিতান্ত আত্মিয়ের সহিত ঝগড়া এবং খিট্ খিট্ করা ক্যামোমিলার একটী চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী বেশ বুঝিতে পারে, সে অন্যায় করিতেছে, কারণ পরক্ষণেই তাঁহার পূর্ব্বকৃত খিট্‌খিটে মেজাজের জন্য অনুতপ্ত হয়, অর্থাৎ অন্যায় স্বীকার করে, কিন্তু ইহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; রোগী পুনরায় খিট্ খিট্ করিতে থাকে। এইপ্রকার মানসিক অবস্থা অন্য কোন রোগের

সহিত দৃষ্ট হইলে, ক্যামোমিলার অন্যান্য লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য আছে কি না দেখিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে কখন কখন মানসিক অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে।

বালকেরা তাহাদিগের মনের অবস্থা কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না. ক্যামোমিলার শিশু-রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল হয়। এত ক্রন্দনশীল যে, কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যায় না। কেবলমাত্র কোলে করিয়া বেড়াইলে একটু শান্ত হয়। শিশু এই একটি দ্রব্যের জন্য "বায়না ধরিয়াছে" অত্যন্ত কান্না-কাটি করিতেছে, আপনি যদ্যপী শিশুর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটী তাহাকে দিতে যান, সে তখন সেটী হাত দিয়া ঠেলিয়া দেয় এবং অন্য আর একটী দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কান্নাকাটি করিতে থাকে। শিশুকে কিছুতেই শান্ত করা যায় না ; কোলে করিয়া কেবলমাত্র গৃহের বাহিরে কিছুক্ষণ বেড়াইলে একটু শান্ত হয়, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিলেই পূর্ব্বভাব ধারণ করে। এই স্থলে মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন শিশু কি চাহে, তাহা সে জানে না, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা জানেন, শিশু চাহে ক্যামোমিলা। জ্বর, উদরাময়, দাঁত উঠা ইত্যাদি কোন রোগের সহিত যদ্যপি উপরোল্লিখিত মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যামোমিলা উত্তম। ক্যামোমিলা শিশুরোগের একটী মহৌষধ। শিশু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইবার পর, কোন পীড়া হইলে ক্যামোমিলা ব্যবহার্য্য। একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, কলোসিন্থ, ইগ্নেসিয়া, লাইকোপডিয়ম, নক্সভমিকা, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ইত্যাদি ঔষধও ক্রোধোদ্রেকের পর কোন পীড়া হইলে ব্যবহার্য্য।

বেদনা—বেদনা অসহ্য, ক্যামোমিলার বেদনার একটু বিশেষত্ব আছে। ক্যামোমিলার বেদনাটীকে বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে নতুবা চিকিৎসার সময় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে। "বেদনা যত হৌক বা না হৌক" রোগীর পক্ষে উহা নিতান্ত অসহ্য। রোগী পুনঃ

পুনঃ বলে "আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার প্রাণ বাহির হইয়া গেল," তজ্জনিত সে অত্যন্ত কাতর হয় ও ক্রন্দন করিতে থাকে। যদ্যপী কেহ সান্ত্বনা করে, সে তাহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হয়; সান্ত্বনা বাক্য অসহ্য, অর্থাৎ ক্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক অবস্থা প্রকাশ পায়। প্রসব কালে উক্ত প্রকারের বেদনা দৃষ্ট হইলে, এক কিম্বা দুইমাত্রা ২০০ শক্তির ক্যামোমিলা সুপ্রসব করাইয়া রোগীকে যন্ত্রণা মুক্ত করে। চিকিৎসক সাবধান হইয়া, মানসিক অবস্থার উপর বিশেষ লক্ষ রাখিলে, ক্যামোমিলা প্রয়োগ সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প কিন্তু কেবল মাত্র বেদনার ৬৭৭৯ লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিলে নূতন শিক্ষার্থীর পুনঃ পুনঃ ভ্রম হইতে পারে। কেবল মাত্র প্রসব বেদনাতেই যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা নহে; স্নায়বীয় বেদনা, দন্তশূল, বাত ইত্যাদি যে কোন বেদনায় উক্ত প্রকারের চরিত্রগুলি প্রস্ফুটিত হইলে, ক্যামোমিলা সুন্দর কার্য্য করিতে সমর্থ।

ঝিঁ ঝিঁ ধরা—উক্ত প্রকার সামান্য বেদনায় অস্থির হওয়ার সহিত বেদনাযুক্ত স্থানে ঝিঁঝিঁ ধরা। বাত, পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগে যদ্যপি ঝিঁঝিঁ ধরা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্যামোমিলা উত্তম। ক্যামোমিলার রোগীর যন্ত্রণা গরম প্রয়োগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাই বলিয়া পালসেটিলার ন্যায় শীতল প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম হয় না পরন্তু শীতল বাতাসে রোগের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, তিনি যখন প্রথম চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, একটী বামস্কন্ধে বাতগ্রস্ত রোগীকে একোনাইট, ব্রাইওনিয়া রসটক্স ইত্যাদি ঔষধ দিয়া কোন ফল পান নাই। পরে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়া ক্যামোমিলার দ্বারা রোগীকে সত্বর আরোগ্য করিলেন। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস উক্ত বিজ্ঞ চিকিৎসককে ক্যামোমিলা দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "বেদনার সহিত

বেদনাযুক্ত স্থানে ঝিঁঝিঁ ধরা দেখিয়া আমি ক্যামোমিলা প্রয়োগে ইতস্ততঃ করি নাই।

রেফিউজ যখন নারিকেল ডাঙ্গায় অবস্থিত ছিল, সেই সময় ই, বি, এস, রেলওএর একটী কর্ম্মচারী আমার নিকট বাতের চিকিৎসা করাইবার জন্য আসিতেন। তাঁহার বাম পদের কয়েকটী অঙ্গুলিতে বাতের বেদনা হইত; প্রত্যেক বৎসর বর্ষার সময় তাঁহার অঙ্গুলি গুলি ফুলিয়া উঠিয়া বেদনাযুক্ত হইত। আমি তাঁহাকে প্রথমে অনেক ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে এক দিবস রোগী আমাকে বলিলেন, তাঁহার পায়ে বেদনার সহিত ঝিঁঝিঁ ধরে। সেই দিবস আমি তাঁহাকে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিলাম, কয়েক দিবস মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। পরে আরও দুই একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার পুরাতন রোগের কথা আর শুনি নাই।

অত্যন্ত অস্থিরতা—বাত জনিত অত্যন্ত বেদনা। রোগী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না অনবরত বেড়াইয়া বেড়ায় (রসটক্স, ফেরামমেট্, ভিরেট্রাম এল্বম)। উদরশূল, তলপেটের ব্যাথায় রোগী স্থির থাকিতে পারে না, যন্ত্রণায় ছট ফট করে, চীৎকার করে এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়। শিশুদিগের উদরে উক্ত প্রকারের বেদনা হইলে শিশু কিছুতেই শুইয়া কিম্বা বসিয়া থাকিতে চাহে না; কেবল কাঁদিতে থাকে, একমাত্র কোলে করিয়া বেড়াইলে কিছু শান্ত হয়।

একোনাইট্, আর্সেনিক এবং রসটক্সেও অত্যন্ত অস্থিরতা আছে, কিন্তু উপরোল্লিখিত ঔষধগুলির সহিত বিচার করিয়া ক্যামোমিলাকে নির্ব্বাচন করা কিছু কঠিন। আবার অপর পক্ষে নিতান্ত সহজ, অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধের প্রকৃত চিত্র যিনি উত্তমরূপে বুঝিয়া হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিবেন, তিনি রোগীকে দেখিবামাত্র ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ

হইবেন। একোনাইট, আর্সিনিকের অস্থিরতার সহিত রোগীর মুখে যেন ভয় ও চিন্তা মাথান থাকে, কিন্তু ক্যামোমিলায় বিরক্তির সহিত অস্থিরতা। উহা লিখিয়া শিখাইবার নহে, নিজে নিজে চিন্তা এবং ধ্যান দ্বারা শিখিতে হইবে।

মস্তকে গরম ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মে চুল ভিজিয়া যায়। কর্ণ প্রদাহে এবম্প্রকার যন্ত্রণা হয় যে রোগী চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে। কর্ণে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। আহার কিম্বা পানের পর মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম, কোন প্রকার গরম দ্রব্য মুখমধ্যে গ্রহণ করিলে দন্ত শূল। গরম গৃহে প্রবেশ করিলে দন্ত বেদনার বৃদ্ধি। রোগী মনে করে যেন তাঁহার দাঁত-গুলি বড় হইয়াছে। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় উদরাময়। যাহারা কফি সেবন করে তাহাদিগের উদরশূল। উদর মধ্যে বায়ু জন্মাইয়া উদরে বেদনা। উদরটী বায়ুতে পূর্ণ হইয়া থাকে ও অল্প বায়ু নিঃসরণ হয় কিন্তু উহাতে উপশম হয় না। রাগান্বিত হইবার পর ঋতুর সহিত উদরে বেদনা। প্রসব বেদনা উপর দিকে ঠেল মারে কিম্বা কটিদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া উভয় ঊরুর ভিতর দিয়া নামিয়া যায়। প্রসব বেদনা অসহনীয়। শিশু, মাতা কিম্বা ধাত্রির উপর অতিশয় রাগান্বিত হইবার পর ফিট্। গলা খুস্ খুস্ করিয়া কাসি। রাত্রে বিশেষতঃ ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাসি। সমস্ত শরীরে শীত বোধ এবং শরীর শীতল কিন্তু মুখমণ্ডল ও নিশ্বাস গরম। শরীরে শীত এবং উত্তাপ মিশ্রিত। গাত্র চর্ম্ম-ভিজা কিন্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত।

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি নানা প্রকার ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলির মধ্যে যে কোন লক্ষণের সহিত ক্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাইলে, ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিতে কাল বিলম্ব করিবেন না।

উদরাময় - মল সবুজ বর্ণের ঘাস ছেঁচা অথবা শাক ছেঁচা মত।

মলে ডিম পচা দুর্গন্ধ, মল সবুজ বর্ণ ও সাদা মল মিশ্রিত, শিশু অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, কেবল মাত্র কোলে করিয়া বেড়াইলে কিছুক্ষণ শান্ত থাকে।

ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে ইহাকে প্রয়োগ করা উচিত নহে। যদিচ ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণগুলি অতীব প্রয়োজনীয় তথাচ মলের লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা নিতান্ত প্রয়োজন। রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য ক্যামো-মিলার পর প্রায়ই মার্কুরিয়স অথবা সালফর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সচরাচর ১২, ৩০ এবং উর্দ্ধশক্তি ব্যবহৃত হয়।

কফিয়া ক্রুডা

(Coffea Cruda)

স্নায়ুমণ্ডলির ক্ষমতা অতিশয় তীক্ষ্ণ—দৃষ্টি শক্তি এত প্রবল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলিও সুন্দর দেখিতে পায়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, ইত্যাদির অবস্থাও তদ্রূপ। মন এবং শরীর উভয়ই অতি মাত্রায় কার্য্যক্ষম। মন নানারূপ কল্পনা এবং মতলবে পূর্ণ, ভবিষ্যতের জন্যও নানারূপ মতলব আঁটিয়া রাখে। মনে কোন রকম মতলব উদয় হইলেই তাড়াতাড়ি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে।

বেদনা—কফিয়ার বেদনা, ক্যামোমিলার বেদনার ন্যায় যন্ত্রণা-দায়ক। রোগী বেদনা একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, ক্রন্দন করে, ছুটাছুটি করে। ক্যামোমিলার মানসিক অবস্থা এবং একোনাইটের মৃত্যু ভয় কফিয়ায় নাই। আর একটী কথা, যাঁহা-দিগের কফি সেবন করা অভ্যাস আছে, তাহাদিগের উপরোল্লিখিত রোগে ক্যামোমিলাই প্রযোজ্য।

মাথাব্যথা—প্রায়ই কফিয়ার মাথাব্যথা মস্তকের একদিকে হইয়া

থাকে। রোগী মনে করে যেন, তাহার মাথায় একটী পেরেক বিঁধাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই প্রকারের মাথাব্যথা ইগ্নেসিয়া নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়।

দন্তশূল—কফিয়ার দন্তশূল মুখ মধ্যে শীতল জল ধারণ করিলে উপশম হয়। ক্যামোমিলার দন্তশূল মুখ মধ্যে গরম দ্রব্য ধারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু কফিয়ার ন্যায় শীতল পানিয় ধারণে উপশম হয় না।

বাধক (ডিস্‌মেনোরিয়া)—ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ায় উদরে অসহনীয় বেদনা। যদ্যপি বড় বড় কাল কাল, চাপ চাপ, রক্ত ভাঙ্গে এবং কফিয়ায় কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। প্রসব বেদনা অসহনীয়। এক কথায় শরীরের কোন স্থানের বেদনা যদ্যপি অত্যন্ত অসহনীয় হয় এবং অন্য বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে প্রথমে কফিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অনিদ্রা—কাফি সেবন করিলে নিদ্রা হয় না, কাযে কাযেই শক্তিকৃত কফিয়া অনিদ্রার মহৌষধ। ইহা যদ্যপি সত্য না হয় তাহা হইলে হোমিওপ্যাথি মিথ্যা। কফিয়া অনিদ্রার একটী মহৌষধ। হাম রোগের পর যদ্যপি রাত্রে কাসি এবং অনিদ্রা হেতু রোগী নিতান্ত কষ্ট পায়, (হাম রোগের পর এবম্প্রকার অনিদ্রা প্রায়ই হইয়া থাকে) তাহা হইলে কফিয়া অতি উত্তম ঔষধ। শক্তিকৃত কফিয়া প্রকৃত নিদ্রা উৎপাদন করিয়া রোগীকে নিতান্ত সুস্থ করে। ইহা আফিম কিম্বা মদ্যের ন্যায় মাদকতা দ্বারা রোগীকে আছন্ন করিয়া, কেবল আত্মীয় স্বজনের মনস্তুষ্টি করে না।

উদরাময়—উদরাময়ে কফিয়ার চরিত্রগত বেদনা কিম্বা উদরশূল কফিয়াকে নির্দ্দেশিত করে।

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ইগ্নেসিয়া।

(Ignatia)

একোনাইট, ক্যামোমিলার ন্যায় ইগ্নেসিয়ারও মানসিক লক্ষণ প্রধান, অর্থাৎ ইগ্নেসিয়া স্নায়ু মণ্ডলের উপর সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। মানসিক লক্ষণ পরিবর্ত্তন হওয়া, ইগ্নেসিয়ার একটী চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী এই অত্যন্ত আহ্লাদিত, আবার পরক্ষণেই বিমর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইল। কেবল বিমর্ষ নহে, দুঃখিত, ক্রন্দনশীল ইত্যাদি হইয়া থাকে। অতি শীঘ্র শীঘ্র এই প্রকার মানসিক অবস্থা বদলাইয়া যায়। কোন প্রকার গভীর দুঃখ অথবা শোকসন্তাপ নিরবে সহ্য করিয়া মানসিক পীড়া। রোগী সর্ব্বদাই একাকী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে। মনদুঃখ অপরের নিকট প্রকাশ করে না। মানসিক অবস্থা বদলান, প্রায়ই হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত অথবা উন্মাদ রোগীতে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন প্রকার ভয় লাগিয়া পীড়া হইলেও ইগ্নেসিয়া উপকারী। এক কথায় ইগ্নেসিয়া মানসিক পীড়ার মহৌষধ।

ইগ্নেসিয়া কেবল মাত্র মানসিক ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়, এমন নহে। যে সকল স্নায়ু মেরুদণ্ডের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া, শরীরের অপরাপর বিশেষতঃ মাংসপেশিগুলির উপর কার্য্য করে, তাহাদিগের উপরও ইগ্নেসিয়া সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। শিশু কিম্বা বালক ভীত হইয়া অথবা অত্যন্ত তিরস্কৃত ও শাসিত হইয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে গভীর মানসিক দুঃখ বা কষ্ট প্রাপ্ত হইবার পর, আক্ষেপ কিম্বা ফিট হইতে থাকিলে ইগ্নেসিয়া পরম উপকারী। একটী স্ত্রীলোকের প্রসব হইবার পর অত্যন্ত ফিট্ হইতেছিল। যিনি চিকিৎসা করিতেছিলেন নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কিছুই ফল পাইলেন না। অবশেষে, রোগিণীর ফিটের সময়, পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,

রোগিণী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, তখন চিকিৎসক তাহার আত্মীয় স্বজনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, উক্ত স্ত্রীলোকটী তাহার মাতাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, কয়েক দিবস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তচ্ছ্রবণে ৩০ শক্তির ইগ্নেসিয়া প্রয়োগ করাতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন।

শরীরের মাংসপেশিগুলির নৃত্য। এই লক্ষণটীর দ্বারায় বেশ বুঝিতে পারা যায় তাণ্ডব (কোরিয়া) রোগে ইগ্নেসিয়া ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ ভীতিপ্রযুক্ত অথবা ক্রিমিজনিত কিম্বা দন্তোদ্গম কালীন তাণ্ডব রোগে উপযোগী। ইগ্নেসিয়া প্যারালিসিস রোগেও উপকারী। যে সকল মনুষ্যের ধাতু হিষ্টিরিয়া যুক্ত তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

স্নায়বীয় শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় রোগী মনে করে যেন তাহার মস্তকের এক পার্শ্ব দিয়া একটী পেরেক তাহার মাথার ভিতর বিদ্ধ হইতেছে, চাপিয়া শয়ন করিলে উহার উপশম। মনে কোন প্রকার দারুণ আঘাত লাগিয়া এবম্প্রকার শিরঃপীড়া হইলে, ইগ্নেসিয়া উত্তম। ইগ্নেসিয়ায় শিরঃপীড়ার আর একটী লক্ষণ আছে—বেদনা স্থান পরিবর্তন করে, বেদনার স্থান পরিবর্ত্তনের সহিত কখন কখন বেদনার প্রকৃতিও বদলাইয়া যায়। সালফিউরিক এসিডের ন্যায় বেদনা ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া হঠাৎ কমিয়া যায়; আবার হয়'ত বেলেডোনার ন্যায় বেদনা হঠাৎ আরম্ভ হইয়া হঠাৎ কমিয়া যায়। একোনাইট, জেলসিমিনম, সাইলিসিয়া, ভিরেট্রম এল্বম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় বহু পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া শিরঃপীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। প্রায়ই হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত কিম্বা নার্ভাস স্ত্রীলোকদিগের এই প্রকার হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কারণগুলিতে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হওয়া, ইগ্নেসিয়ার লক্ষণ বিশেষ। কাফি সেবন, ধূমপান, অতিরিক্ত নস্য ব্যবহার করা, তামাকের

ধূম গ্রহণ করা, অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত মলত্যাগ করা ইত্যাদি। ইগ্নেসিয়ায় সোরিনমের ন্যায় ক্ষুধার সহিত মাথার যন্ত্রণার উদয় হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস, হঠাৎ মস্তক সঞ্চালিত করা, নীচের দিকে ঝোঁকা, অবস্থিতির পরিবর্ত্তন করা, দৌড়ান, উপরদিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকা ইত্যাদি কারণে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হয়।

পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মত্রত্যাগ, মাথাটী চাপিয়া শয়ন করা, বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগ ইত্যাদি কারণে শিরঃপীড়ার হ্রাস হইয়া থাকে।

গলমধ্যে, ইগ্নেসিয়ার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গলার মধ্যে ইগ্নেসিয়ার একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ এই, রোগিণী মনে করে তাহার পাকস্থলি হইতে একটী গোলার ন্যায় পদার্থ বরাবর গলা পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিতেছে এবং তজ্জনিত রোগিণীর গলাটী যেন বদ্ধ হইয়া যাইতেছে। রোগিণী পুনঃ পুনঃ উহাকে গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু উহা পুনঃ পুনঃ উপর দিকে উঠিয়া আসিয়া নিতান্ত কষ্টদায়ক হয়। এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই কোন কারণে অত্যন্ত দুঃখিত অথবা ক্রন্দন করিবার চেষ্টা করিলে হইয়া থাকে। টন্‌সিলের প্রদাহ এবং ডিপথিরিয়া রোগেও ইগ্নেসিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবম্প্রকার রোগীতে যদ্যপি গলাধঃকরণে রোগের যন্ত্রণার উপশম হয়, অথবা দুইবার গলাধঃকরণের মধ্যবর্ত্তী সময় যন্ত্রণার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইগ্নেসিয়া উত্তম। আর একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ ইগ্নেসিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী তরল পদার্থ গলাধঃকরণে নিতান্ত কষ্ট বোধ করে কিন্তু শুষ্ক খাদ্য ভোজনে তাহার কোনই কষ্ট হয় না। ল্যাকেসিস নামক ঔষধেও উক্ত লক্ষণটী বর্ত্তমান আছে কিন্তু ব্যাপ্‌টিসিয়ায় ঠিক উহার বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তরল পদার্থ সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে কিন্তু অতি সামান্য শুষ্ক খাদ্য গলায় আটকাইয়া যায়।

ইগ্নেসিয়ার আরও কতকগুলি পথ প্রদর্শক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ধূমপানে নিতান্ত অনিচ্ছা, ধূমপান করিলে সকল প্রকার লক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পাকস্থাল মধ্যে শূন্য শূন্য বোধ। ইগ্নেসিয়ার রোগীতে প্রায় এই লক্ষণটীর সহিত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করা অর্থাৎ মনঃদুঃখ জ্ঞাপক লক্ষণ সমূহ উদয় হইয়া থাকে। হাইড্রাসটিস ও সিপিয়াতেও উক্ত প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ইগ্নেসিয়ার সহিত উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। রোগী মনে করে তাহার পাকস্থলিটী নরম হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে; ইপিকাক নামক ঔষধেও এই প্রকারের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। হিষ্টিরিয়াগ্রস্থা স্ত্রীলোকদিগের উদরের শূলরোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে ইগ্নেসিয়া মহৌষধ।

ইগ্নেসিয়া ইন্টারমিটেণ্ট জ্বরের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহু দিবস যাবৎ কুইনাইন সেবন করিয়া, জ্বর পুরাতনে পরিণত হইলেও ইগ্নেসিয়া দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। জ্বরের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ইগ্নেসিয়ার চরিত্রগত। জ্বরে কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা; বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে পীড়ার উপশম হয়; গাত্র, বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে উত্তাপ অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়; শীতের সময় মুখ মণ্ডল রক্তবর্ণ; এই চারিটী লক্ষণ ইগ্নেসিয়ার অতিশয় প্রিয়। জ্বরে শীতাবস্থায় পিপাসা, অন্য কোন অবস্থায় পিপাসা নাই, এই লক্ষণটী ইগ্নেসিয়া ব্যতিরেকে আর কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতাবস্থায় মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং সৰ্ব্বদা আগুন অথবা কোন প্রকার বাহ্যিক উত্তাপে রোগী নিতান্ত ভাল বোধ করে, সেই কারণ, রোগী উননের পার্শ্বে অথবা ঐ প্রকার কোন গরম স্থানে থাকিতে বড়ই ভালবাসে।

নাক্সভমিকার ন্যায়, ইগ্নেসিয়াতেও গুহ্যদ্বার ও গুহ্যপথের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গুহ্যপথটী বাহির (Prolapsus of the rectum) হইয়া পড়া, ইগ্নেসিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। নক্সভমিকার ন্যায়, ইগ্নেসিয়ায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় কিন্তু মলত্যাগ

করিতে চেষ্টা করিলে মলের পরিবর্ত্তে গুহ্যপথটী বাহির হইয়া পড়ে। রোগী মলত্যাগ করিবার সময়, তাহার মলদ্বার বাহির হইয়া পড়িবার ভয়ে কোঁথ দিতে পারে না। মলত্যাগ করিবার পর গুহ্যদ্বারে এক প্রকার যন্ত্রণা হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা প্রায় দুই ঘণ্টা পর্যান্ত থাকে। নাইট্রিক এসিডেও উক্ত প্রকার যন্ত্রণা তরল মলত্যাগের পর হইয়া থাকে। গুহ্যপথে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা উপর দিকে ধাবিত হয়। এই লক্ষণটী ইগ্নেসিয়ার অতিশয় প্রিয়। এবম্প্রকারের যন্ত্রণা মলত্যাগ করিবার পরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ককিউলাস ইণ্ডিকাস।

(Cocculus Indicus)

মনুষ্য শরীরস্থ স্নায়ু বিধানের অন্তর্গত মেরুমজ্জার উপর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক হইতে গোল একটী দড়ার ন্যায় পদার্থ পৃষ্ঠের শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়া বরাবর কটিদেশের নিম্ন পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছে, উহাকে ডাক্তারি ভাষায় স্পাইন্যাল কর্ড বলে, এই স্পাইন্যাল কর্ডের গাত্র হইতে সরু সরু সূতার ন্যায় পদার্থ নির্গত হইয়া হস্ত পদ ইত্যাদি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এই গুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় স্নায়ু এবং ডাক্তারি ভাষায় নার্ভ বলে। স্নায়ু অথবা নার্ভ যাহাই বলুন উহার প্রত্যেক সূত্রে দুইটী করিয়া তার আছে, অর্থাৎ দুইটী সরু সরু সূত্র মিলিত হইয়া একটীতে পরিণত হইয়াছে। উক্ত দুইটী তারের পৃথক্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী তার বোধশক্তি উৎপাদন করে অর্থাৎ কোন

প্রকার আঘাত লাগিলে অথবা স্পর্শ করিলে যাহা আমরা বুঝিতে পারি উক্ত বোধশক্তি উৎপাদন করা একটী সূত্রের কার্য্য এবং অপরটী হস্ত পদ চালনা করা ইত্যাদি কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে।

ককিউলাস মেরুদণ্ডের উপর বিশেষতঃ চালনকারী স্নায়ু সূত্রের উপর পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে। সেই কারণ যে সকল পক্ষাঘাৎ রোগ মেরুদণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের পক্ষে ককিউলাস উত্তম। উক্ত প্রকার ব্যাধির প্রথম অবস্থায় কটিদেশে পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতা বোধ হয়। চলিয়া বেড়াইবার সময় মনে হয়, কটিদেশ আর শরীরকে ধারণ করিতে পারিতেছে না। নিম্নশাখায় দুর্ব্বলতা, বেড়াইতে বেড়াইতে হাটু ভাঙ্গিয়া যায়,পদতল যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। জানু দুইটী এমন বেদনা করে, মনে হয় যেন জাঁতায় পেশা হইতেছে। বাহু দুটী অসাড় হইয়া যায় এবং মনে হয় যেন হস্ত ফুলিয়াছে। প্রথমে একটী হস্ত অসাড় হইয়া, পরে অপরটী অসাড় হয়।

ভলাণ্টারি মাসল—মাননীয় বিখ্যাত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় ভলাণ্টারি মাস্‌ল্‌কে ঐচ্ছিক মাংসপেশী বলিয়াছেন। আমিও তাঁহাকেই অনুসরণ করিব; কিন্তু আমি পাঠক এবং পাঠিকা উভয়ই আশা করি বলিয়া, আমাকে আরও একটু পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। ঐচ্ছিক মাংসপেশী অর্থে, আমাদিগের শরীর মধ্যস্থ যে সকল মাংসপেশীগুলি আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজ ইচ্ছায় উপযুক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; যেমন বক্ষ মধ্যস্থ "ধুক্ ধুকি" অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড (Heart) নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিতেছে কাহারও আদেশের অপেক্ষায় নাই; তদ্রূপ অনেক মাংসপেশী আমাদিগের শরীর মধ্যে নিজ ইচ্ছায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, আমাদিগের আদেশের অপেক্ষা রাখে না, ইহাদিগকে ভলাণ্টারি মাসল্‌স্ বা ঐচ্ছিক মাংসপেশী কহে।

বিখ্যাত ডাক্তার প্রেরি, ডান্‌হাম, ইহারা সকলেই বলিতেছেন

ঐচ্ছিক মাংসপেশীর উপর ককিউলাসের কার্য্য প্রধান। মহাত্মা হানিমান যখন ককিউলাসকে মনুষ্য শরীরে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়কার কতকগুলি লক্ষণদৃষ্টে, মাননীর ডাক্তার হিউজও উপরোল্লিখিত মত সমর্থন করেন।

গ্রীবাদেশের মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা এবং মস্তকটী ভারি বোধ, মাংসপেশীগুলি এত দুর্ব্বল যে মাথাটীকে ধারণ করিতে পারে না। কটিদেশে পক্ষাঘাতের ন্যায় বেদনা, উরুর মাংসপেশীগুলিতে আড়াআড়িভাবে এক প্রকার আক্ষেপযুক্ত টানিয়া-ধরার ন্যায় বেদনা, তজ্জন্য রোগী চলিতে পারে না। দুর্ব্বলতা জানিত হাটু দুটী ভাঙ্গিয়া পড়ে, চলিবার সময় রোগী মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে এক পার্শ্বে পড়িয়া যাইবার ন্যায় হইয়া থাকে। খাদ্যাদি মুখে তুলিবার সময় হস্ত কাঁপিতে থাকে হস্ত যত উপরে উঠান হয়, তত অধিক কাঁপিতে থাকে। কখন পা অসাড় আবার কখন হাত অসাড়। এই একটী হস্তে কোন প্রকার সাড় নাই আবার পরক্ষণে অপর হস্তটী তদ্রূপ। উপবেশনাবস্থায় পায়ের পাতা দুটী অসাড়। কটিদেশের বেদনার সহিত সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সর্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতার প্রথমে অথবা সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। আহার কিম্বা পানের পর, মাথাটী কেমন এক প্রকার গুলাইয়া যায়। নেশা করার ন্যায় মাথা ঘুরে এবং মনের মধ্যেও ভয়ানক গোলযোগ চলিতে থাকে। বিছানা হইতে উঠিবার সময় এত মাথা ঘুরিয়া উঠে যে, রোগী বিছানাতে শুইতে বাধ্য হয়। শিরঃপীড়ার সহিত গা বমি বমি করে এবং বমন করিবার জন্য ইচ্ছা হয়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি গাড়িতে কিম্বা নৌকারোহন করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"খালি খালি বোধ"—এই লক্ষণটীও ককিউলাসের বিশেষ

চরিত্রগত লক্ষণ, এ প্রকার "খালি খালি বোধ" দুর্ব্বলতাজনিত হইয়া থাকে। মস্তক মধ্যে খালি খালি বোধ ; উদর, বক্ষস্থল, পাকস্থলী ইত্যাদি যে কোন স্থানে খালি খালি বোধ হইতে পারে।

শিরঃপীড়ার সহিত গা বমিবমি করা, ককিউলাসের চরিত্রগত লক্ষণ। কোন প্রকার ধাতু মুখ মধ্যে ধারণ করিলে মুখের আস্বাদ যে প্রকার হয়, রোগীর মুখের আস্বাদ সেই প্রকার হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতু ঘটিত গোলযোগেও ককিউলাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেটটী অত্যন্ত ফাঁপা। উদরে কামড়ান মত বেদনা। ঋতু ঘটিত রোগে যদ্যপি রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে, এমন কি কথা কহিতে, চলিতে, উঠিতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ হয়, তাহা হইলে ককিউলাস অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। কার্ব্বো এনিমেলিস নামক ঔষধেও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কার্ব্বো এনিমেলিসে অধিক ঋতু স্রাবে রোগিণী দুর্ব্বলতা বোধ করে। ককিউলাসে অধিক ঋতুস্রাব একেবারেই নাই, পরন্তু দিন দিন ঋতুস্রাব কমিয়া ক্রমে প্রদর (লিউকোরিয়া) দেখা দেয়।

ককিউলাসের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ চারিটী নিম্নে পুনঃরায় প্রদত্ত হইল : ১। গ্রীবাদেশের মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা এবং মস্তকে ভারি বোধ। ২। গাড়ি কিম্বা নৌকারোহণে রোগের বৃদ্ধি। ৩। শরীরস্থ নানা যন্ত্রে দুর্ব্বলতা এবং খালি বোধ। ৪। অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কারণে রোগ।

উদরে অত্যন্ত বায়ু জন্মাইয়া উদরটী ফুলিয়া উঠা। রোগী মনে করে যেন, তাহার উদর মধ্যে কতকগুলি খোঁচা কিম্বা পাথর পোরা রহিয়াছে। প্রায়ই মধ্য রাত্রে রোগের বৃদ্ধি। মনে হয় যেন উদরের নানা স্থানে বায়ু ছড়াইয়া রহিয়াছে কিন্তু অধোবায়ু নিঃস্বরণ হইলেও উপশম হয় না।

সচরাচর ৩০ হইতে উর্দ্ধশক্তি।

কোনিয়ম ম্যাকিউলেটম।

(Conium Maculatum)

ইহার সাধারণ নাম হেমলক। এই বিষদ্বারা দার্শনিক মহাপণ্ডিত সক্রেটিসকে হত্যা করা হইয়াছিল। এই ঔষধটী সেবন করিলে চরণ হইতে ক্রমশঃ সমস্ত শরীর অসাড় হয় ও অবশেষে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, সেই কারণ যে সকল পক্ষাঘাত রোগ চরণ হইতে আরম্ভ হইয়া, উপর দিকে উঠিতে থাকে তাহার পক্ষে কোনিয়ম উত্তম।

এই লক্ষণটী কোনিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন শয়ন করিলে অথবা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে, মাথা ঘুরিয়া উঠে। মস্তক পার্শ্বে ফিরাইলেই মাথা ঘুরিয়া উঠা, কোনিয়মের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রিয় লক্ষণ।

একটী রোগীর চরণ দিন দিন অসাড় হইয়া যাইতেছিল, সে অন্ধকারে দাঁড়াইতে পারিত না। রাস্তা দিয়া যখন চলিয়া যাইত, তখন তাহার স্ত্রী অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে থাকিয়া, রাস্তার উভয় পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিত, কারণ রোগী কিঞ্চিন্মাত্র মস্তক ফিরাইলে মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়িত। এই রোগীকে কোনিয়ম প্রয়োগ করাতে, প্রথমে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, ঔষধ বন্ধ করিতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল স্বভাবতঃই কোনিয়মে এই প্রকার হইয়া থাকে। উক্ত রোগীকে সি, এম, শক্তির কোনিয়ম এক সপ্তাহ হইতে চারি সপ্তাহ অন্তর, একবার করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছিল সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে প্রায় এক বৎসর লাগিয়াছিল। উক্ত প্রকার মাথা ঘোরা কোনিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ। বৃদ্ধদিগের মাথা ঘোরা কিম্বা জরায়ু অথবা ডিম্বাধারের কোন রোগের সহিত উক্ত প্রকারের মাথাঘোরা থাকিলে, কোনিয়মকে স্মরণ করিবেন।

কোনিয়ম চক্ষুপ্রদাহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাত্রে চক্ষের যন্ত্রণার বৃদ্ধি, সামান্য মাত্র আলোক লাগিলেই চক্ষের যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অন্ধকার গৃহে ও চাপনে উপশম। জেলসিমিয়ম, কষ্টিকম, সিপিয়ার ন্যায় "চক্ষের পাতাটি ঝুলিয়া পড়া" কোনিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন প্রকার আঘাতাদি লাগিবার পর, উক্ত স্থানে স্ফীতি রহিয়া যাওয়া। তন্মধ্যে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা। ইউটেরাস, পাকস্থলি, স্তন ইত্যাদি স্থানের স্ফীতিতে এমন কি ক্যান্সার রোগেও কোনিয়ম সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। উক্ত প্রকার স্ফীতি কিম্বা ক্যান্সার যদ্যপি আঘাতাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কোনিয়ম অধিকতর ফল দান করে। কোন প্রকার আঘাতাদির পর, কোন স্ফীতিতে যদ্যপি পাথরের ন্যায় শক্ত ও ভার বোধ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে প্রথমে কোনিয়মকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। স্তনে শক্ত ও ফুলা হইলে দক্ষিণ দিকের জন্য কোনিয়ম এবং বাম দিকের জন্য সাইলিসিয়া ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যেকবার ঋতুর সময় স্তন ভারি, বড় এবং অত্যন্ত বেদনা, বেড়াইলে অথবা সামান্য ঝাঁকি লাগিলে অত্যন্ত লাগে। কোনিয়মে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা এবং জ্বালা আছে, এস্থলে এপিস মেলিফিকার সহিত ভ্রম হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

জননেন্দ্রিয়ের উপরও কোনিয়মের সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, রোগী মনে মনে নানা প্রকার কুচিন্তা করে কিন্তু কার্য্যত কিছুই করিতে পারে না। স্ত্রীলোক দেখিলে অথবা আলিঙ্গন করিলে বীর্য্য স্খলন হইয়া যায় অথবা লিঙ্গোদ্রেক হইবার পর আলিঙ্গন করিবার সময়, উহা শিথিল হইয়া পড়ে। উক্ত প্রকার রোগ হইতে ক্রমশঃ এক প্রকার মানসিক রোগ উৎপন্ন হয়। রোগীর কিছুই ভাল লাগে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সহজেই বিরক্ত হয়,

কল্পনায় নিজের রোগের নানা প্রকার বিষময় ফল ভোগ করে এবম্প্রকার মানসিক অবস্থা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অতিরিক্ত কামাচার করিয়া অথবা একেবারেই কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, উক্ত প্রকার মানসিক রোগগ্রস্থ হইলে এবং তাহার সহিত কোনিয়মের চারিত্রগত মাথাঘোরা বর্ত্তমান থাকিলে কোনিয়ম নিতান্ত উপকারী।

মূত্র থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয়, অর্থাৎ প্রস্রাব সরল নহে। এই প্রকার মূত্ররোগ প্রায়ই বৃদ্ধদিগের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী নিদ্রা যাইলেই ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এমন কি তন্দ্রাবেশ হইলে ঘর্ম্ম হয়। এই লক্ষণটী কোনিয়মের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ। কেবল মাত্র এই লক্ষণটী অবলম্বনে ডাক্তার লিপি, একটী অশিতী বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের পক্ষাঘাত আরোগ্য করিয়াছিলেন।

উদরাময়—বৃদ্ধদিগের উদরাময়ে কখন কখন কোনিয়ম ব্যবহৃত হয়। মূত্রের লক্ষণই প্রধান। মূত্র থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হওয়া অর্থাৎ একবার থামিয়া যায় আবার হইতে থাকে, এই লক্ষণটী অবলম্বনে উদরাময়ে কোনিয়ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

ইস্কিউলাস হিপোকাষ্টেনম।

(Æsculus Hippocastanum)

কটিবেদনা—পশ্চাদ্দিকে পাছার উপর যে অস্থিখানি (সেক্রাম) আছে, সেই স্থান হইতে উরু পর্য্যন্ত মন্দ মন্দ বেদনা। উক্ত বেদনা

বেড়াইলে অথবা সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে নিতান্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই লক্ষণটী ইস্কিউলাসের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ। ইস্কিউলাসের আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী মনে করে তাহার গুহ্যদ্বারের মধ্যে কতকগুলি কাটি খোঁচা পোরা রহিয়াছে। অর্শরোগে গুহ্য দ্বারে খোঁচা খোঁচা বোধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কারণ ইস্কিউলাস অর্শরোগের একটী মহৌষধ। গুহ্যপথটী শুষ্ক এবং পূর্ণবোধ অথবা রোগী মনে করে যেন কতকগুলি ছোট খোঁচা দ্বারা গুহ্যপথ পূর্ণ রহিয়াছে।

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি, জরায়ুর স্থানচ্যুতি অথবা প্রদাহ কিম্বা প্রদরস্রাব ইত্যাদি রোগে দেখিতে পাইলে, ইস্কিউলাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনেক অতি কঠিন প্রদরস্রাব (লিউকোরিয়া) উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে, ইস্কিউলাস দ্বারা নিরাময় হইয়াছে।

সর্দ্দি এবং গলক্ষত রোগেও ইস্কিউলাস অতিশয় উপকারী। ইস্কিউলাসের সর্দ্দি আর্সেনিকের ন্যায় পাতলা জলবৎ এবং জ্বালাযুক্ত কিন্তু ইস্কিউলাসের বিশেষত্ব এই, ক্ষতবৎ বোধ ও রোগী ঠাণ্ডা বাতাস নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না।

পুরাতন কিম্বা তরুণ গলক্ষততেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইস্কিউলাস উপকারী।

উদরাময়—ইস্কিউলাস পুরাতন উদরাময়ে উত্তম। অর্শরোগগ্রস্থ ব্যক্তির উদরাময়ে ইস্কিউলাসের চরিত্রগত কটি বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে; ইহাকে প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বেড়াইলে কিম্বা সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে কটিবেদনার এত বৃদ্ধি হয় যে, রোগী মনে করে যেন তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া যাইবে।

জিঙ্কম মেটালিকম।

(Zincum Metalicum)

স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা—জিঙ্কমের একটী প্রিয় লক্ষণ। স্নায়ুমণ্ডলের উপর জিঙ্কমের অদ্ভুত ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। হাম কিম্বা স্কারলাটিনা ইত্যাদি রোগে যদ্যপি দুর্ব্বলতা জনিত চর্ম্মোদ্ভেদগুলি উঠিতে না পারে, তাহা হইলে জিঙ্কম তাহার পক্ষে উত্তম। এক কথায় বলিতে হইলে, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা জনিত যদ্যপি রোগের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাৎ হইয়া রোগীর জীবন বিপন্ন হয় তাহা হইলে জিঙ্কম সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। এই স্থলে চিকিৎসকের বিচার শক্তির প্রয়োজন। অতি ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা জনিত অথবা সোরা কিম্বা অন্য কোন কারণে রোগ আরোগ্য হইতেছে না। হাঁপানি কাসিতে বক্ষে দুর্ব্বলতা, রোগী কফ তুলিতে পারেনা কিন্তু সর্দ্দি উঠিয়া যাইলে রোগী উপশম বোধ করে। রোগিণীর ঋতু স্রাব হয় না কিন্তু ঋতু স্রাব হইলে, আর কোনই অসুখ থাকে না (ল্যাকেসিস)। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা রোগীকে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য অথবা মদ্য সেবন করিতে দেয় না, অতি অল্পমাত্র মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে, যদিচ অতি অল্প সময়ের জন্য মত্ততা আসিয়া রোগীকে কিঞ্চিৎ সুস্থতা প্রদান করে, তথাচ পরক্ষণেই রোগ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। গ্লোনোইন, লিডাম, ফ্লুওরিক এসিড, এন্টিমনিয়ম ক্রুডম ইত্যাদি অনেক ঔষধে "কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনের পর রোগের বৃদ্ধি" এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তন্মধ্যে জিঙ্কম সর্ব্বপ্রধান। আরও মনে রাখিবেন যে, জিঙ্কমের রোগীর শরীরে মাদক দ্রব্য সহ্য না হওয়ার প্রধান কারণ জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা।

বহুক্ষণ ঘাড় একভাবে অথবা উচ্চ বালিসে রাখিলে যে প্রকার বেদনা হয়, গ্রীবাদেশে উক্ত প্রকারের বেদনা। অনবরত লিখিলে কিম্বা কোন কার্য্য করিলে রোগের বৃদ্ধি। কটিবেদনা, উপবেশনাবস্থায় বৃদ্ধি এবং বেড়াইলে উপশম। এই সময় রসটক্সকে মনে হয়। জিঙ্কমের বিশেষত্ব এই রসটক্সের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গিক কষ্ট অনবরত স্থিতি পরিবর্ত্তনে উপশম হয় না। পালসেটিলাতেও উক্ত প্রকারের কটি বেদনা গমনাগমনের উপশম হয় কিন্তু তৎসহিত পলসেটিলায় ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত স্ত্রীসংবাস এবং ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যের সহিত কটিবেদনা জিঙ্কমের আর একটা লক্ষণ। কোব্যাল্টম্ নামক ঔষধের কটিবেদনার সহিত জিঙ্কমের কটিবেদনা প্রায় সমভাবাপন্ন, কারণ অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস এবং ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য কোব্যাল্টমের একটী কারণ বিশেষ। ইহার মীমাংসা এই, জিঙ্কামের কটিবেদনা শুক্রক্ষরণের পর উপশম হয় কিন্তু কোব্যাল্-টম নামক ঔষধে তাহা হয় না।

নিম্ন শাখার কম্পন—ইহা জিঙ্কমের একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই লক্ষণটী দুর্ব্বলতা পরিচায়ক। অধিকাংশ জিঙ্কামের রোগীতে নিম্ন শাখার কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী শয়ন কিম্বা উপবেশন করিয়া আছে কিন্তু তাহার চরণ কাঁপিতেছে বা নড়িতেছে। মেরুদণ্ডের মধ্যে জ্বালা বোধ। উপরে কোন প্রকার গরম কিম্বা অন্য কিছুই অনুভব হয় না কিন্তু রোগী মেরুদণ্ডের মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা বোধ করে। শরীরস্থ নানা স্থানের মাংসপেশির নৃত্য। শরীরস্থ নানা স্থানে মাংসপেশির এই প্রকার নৃত্য আরোগ্য করিতে ইগ্নেসিয়া, এগারিকাস এবং জিঙ্কম প্রধান।

সর্ব্ব শরীরের কম্পমান অবস্থা—জিঙ্কাম এ প্রকার অবস্থারও একটী মহৌষধ বিশেষ। এ লক্ষণটীও দুর্ব্বলতা পরিচায়ক। রোগীর নিজের হস্ত ও পদের কিম্বা অন্য কোন স্বাভাবিক গতির উপর প্রভুত্ব

থাকে না। বিনা পক্ষাঘাতে এবম্প্রকার অবস্থা। এ প্রকার অবস্থা শীঘ্র বিদূরিত না হইলে পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা।

কোন প্রকার চর্ম্মোদ্ভেদ অথবা দাঁত উঠা কিম্বা অন্য কোন রোগ বসিয়া গিয়া মস্তিষ্কে পীড়া হইলে যদাপি জিঙ্কমের, লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া জিঙ্কম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নিম্নে মাননীয় ডাক্তার ন্যাস প্রদত্ত একটী রোগিণীর বিবরণ দেওয়া হইল।

একটি বিংশতি বর্ষ বয়স্কা মহিলার সর্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতার সহিত শিরঃপীড়া এবং ক্ষুধামন্দ হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান অসুখ সর্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা। তিনি স্কুলে পড়িতেন। প্রথমে জেলসিমিয়ম দিয়া পরে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা হয়। উক্ত চিকিৎসায় রোগিণী ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিলেন। এক দিবস রাত্রে ঘর্ম্ম হওয়াতে তিনি তাঁহার গাত্রের আবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তজ্জনিত ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছিল। উদরটী অত্যন্ত ফাঁপা এবং ভয়ানক রক্তস্রাব, বিকার। এলুমেন প্রয়োগে রক্ত স্রাব থামিয়াছে অত্যন্ত অধিক দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হইল। রোগিণী একেবারে অজ্ঞান, চক্ষুদুটি বিস্ফারিত হইয়া উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে, "শিব চক্ষু" মস্তকটা পশ্চাৎ দিকে বক্র, রোগিণী অনবরত বিছানার নিচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে এবং সমস্ত শরীর এত কাঁপিতেছে যে, এমন কি, বিছানা পর্য্যন্ত নড়িতেছে। হস্ত এবং পদ হইতে জানু পর্য্যন্ত মৃত মনুষ্যের ন্যায় ঠাণ্ডা, নাড়ী ক্ষীণ কিন্তু এত দ্রুত যে গণনা করা দুঃসাধ্য, অর্থাৎ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের ন্যায় সকল লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইল। রোগিণীর জীবন আশা সকলেই পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার ন্যাস ১০ ফোটা জিঙ্কাম দুই ড্রাম ঠাণ্ডা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, রোগিণীর বদ্ধ দন্তের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে রোগিণী চক্ষু নামাইয়া ক্ষীণস্বরে দুগ্ধ

চাহিল। তিনি একটী নলের সাহায্যে প্রায় অর্দ্ধ গ্লাস দুগ্ধ সেবন করিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই একবার তাঁহার আহার হইল। কয়েক দিবস তাঁহাকে আর কোন ঔষধ দেওয়া হয় নাই কিন্তু রোগিণী ধীরে ধীরে আরোগ্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে আরও একমাত্রা নক্স ভমিকায় রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন।

উদরাময়—উদরাময় অথবা রক্তামাশয় রোগের প্রথমাবস্থায় প্রায়ই জিঙ্কম ব্যবহৃত হয় না। রোগ ক্রমশঃ কঠিনাকার ধারণ করিয়া মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা উৎপাদন করিলে অথবা মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় হইলে জিঙ্কম উত্তম। শরীরে কোন প্রকার উত্তাপ নাই, অথচ ফিট্ কিম্বা সর্ব্বাঙ্গিক কম্পন, ইহাই জিঙ্কমের লক্ষণ অর্থাৎ স্নায়বিয় দুর্ব্বলতা জিঙ্কামকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

বালকদিগের দন্তোদ্গমে ব্যাঘাত জন্মিয়া, উদরাময়ের সহিত ফিট হইতে থাকিলে এবং নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, জিঙ্কম সুন্দর কার্য্য করে; মুখমণ্ডল মলিন, উত্তাপ নাই, নিম্ন শাখা অনবরত চালনা করা, জোরে চিৎকার করিয়া উঠা, শরীরের মাংসপেশীগুলি খেঁচিয়া খেঁচিয়া উঠা, অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকা। নিদ্রাবস্থায় লাফাইয়া কিম্বা চিৎকার করিয়া অথবা শরীরস্থ মাংসপেশি খেঁচিয়া উঠা। ভয় পাইয়া, উঠিয়া চারিদিকে তাকাইতে থাকা। মাথাটী অনবরত এপাশ ওপাশ করিয়া নাড়িতে থাকা ইত্যাদি।

সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়।

ষ্ট্যানাম মেটালিকাম।

(Stanum Metalicum,)

বক্ষমধ্যে ভয়ানক দুর্ব্বলতা—ষ্ট্যানামের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ। অন্য কোন ঔষধে বক্ষে এ প্রকার দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেবল মাত্র ফুস্‌ফুস্‌ ইত্যাদির পীড়াতেই বক্ষে এবম্প্রকার দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হইলে ষ্ট্যানাম ব্যবহৃত হয় এমন নহে; পাতলা দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর স্থানচ্যুতির সহিত অথবা লিউকোরিয়ার সহিত বক্ষমধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ হইলে ষ্ট্যানাম দ্বারা সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে। রোগিণী এত দুর্ব্বল যে চৌকিতে বসিয়া পড়ে। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় দুর্ব্বলতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে (সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় বৃদ্ধি, বোর‍্যাক্স, ক্যালকে)।

ফুস্‌ফুসের ব্যাধিতেও ষ্ট্যানাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফুস্‌ফুসের রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে ষ্ট্যানাম ব্যবহৃত হয়। কাসির সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ শ্লেষ্মা উঠে এবং উক্ত শ্লেষ্মার আস্বাদ অত্যন্ত মিষ্ট অথবা লবণাক্ত। ষ্ট্যানাম ব্যতিরেক সিপিয়া ও ক্যালি-আইয়ড নামক ঔষধেও লবণাক্ত কফ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই তিনটী ঔষধেই গাঢ়, ভারি, সবুজ অথবা হরিদ্রা বর্ণের গয়ের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের বিশেষত্ব এই, ষ্ট্যানাম এবং ক্যালি-আইয়ডে নিশাঘর্ম্ম আছে কিন্তু সিপিয়ায় নাই এবং ক্যালি আইয়ড অপেক্ষা ষ্ট্যানামে বক্ষমধ্যে দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদনা অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া, ধীরে ধীরে কমিয়া যায়—স্নায়বীয় বেদনার চরিত্র প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে। উদরশূল ইত্যাদি রোগে বেদনার চরিত্র উক্ত প্রকার হইলে ষ্ট্যানাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে উদরের যন্ত্রণা কলোসিন্থ এবং ব্রাইওনিয়ার ন্যায় চাপনে উপশম হয়। ষ্টানামের উদরশূলের সহিত কলোসিন্থের ভ্রম হওয়ার নিতান্ত সম্ভাবনা। উক্ত প্রকারের বেদনা যদ্যপি কলোসিন্থে উপশম না হয়, এবং রোগী বহুদিবস উক্ত রোগ ভোগ করিতে থাকে, এবং উহা ক্রমশঃ পুরাতন রোগে পরিণত হয়, তাহা হইলে ষ্ট্যানামে উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে। বালকদিগের উদরশূলে রোগীকে স্কন্ধের উপর শয়ন

করাইয়া বেড়াইলে তাহার যন্ত্রনার উপশম হয় অর্থাৎ তাহার উদরটীতে চাপ পড়িলে উপশম বোধ করে। ষ্ট্যানামের রোগীর মানসিক অবস্থা অতি শোচনীয়, সব্বদাই দুঃখিত এবং আশাশূন্য, সর্ব্বদাই কাঁদিতে ইচ্ছা করে।

উদরাময়—উদরাময় রোগে ষ্ট্যানাম অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ষ্ট্যানামের মল সবুজ রং বিশিষ্ট ও চাপ চাপ। ষ্ট্যানামের চরিত্রগত উদর-শূলই উদরাময়ের ঔষধ নির্ব্বচনে সহায়। উদর বেদনায় উদরটী কোন শক্ত দ্রব্যের উপর চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ হয়, সেই কারণ বালক তাহার পেটটী, ধাত্রী কিম্বা মাতার স্কন্ধ অথবা হাঁটুর উপর চাপিয়া থাকে। সচরাচর ৩০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

প্ল্যাটিনা।

(Platina)

প্ল্যাটিনায় একটী অতি আশ্চর্য্য মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী অত্যন্ত অহঙ্কারী, কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করে না, সকলকেই হেয় মনে করে। বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে বেড়াইয়া বেড়ায় এবং তাহার ভাব ভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করে যেন তাহার চতুর্দ্দিকস্থ মনুষ্য ও পদার্থ সমূহ হেয় এবং অপদার্থ। ইগ্নেসিয়া, ক্রোকাস, নক্স মস্কাটা ইত্যাদির ন্যায় প্ল্যাটিনাতে মানসিক লক্ষণের পরিবর্ত্তনশীলতা আছে। একোনাইটের ন্যায় প্লাটিনাতে মৃত্যুভয় দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ব প্রথম যে মানসিক লক্ষণ দুইটির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহারা প্লাটিনার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন তিনি একটী রোগিণীর উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। প্রথমে বিখ্যাত বিখ্যাত চিকিৎসকগণ রোগীণীর

চিকিৎসা করিয়া কোন ফল না পাওয়াতে তাঁহারা উহাকে পাগলা গারদে পাঠাইতে উপদেশ দেন। রোগিণীর অভিভাবকেরা ধনবান, সেই কারণ উক্ত ডাক্তারদিগের মতানুযায়ী কার্য্য না করিয়া, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইবার মানসে, রোগিণীকে ডাক্তার ন্যাসের চিকিৎসাধিনে রাখিলেন। রোগিণীর মানসিক অবস্থা প্ল্যাটিনার ন্যায় ছিল, তদ্ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত আর একটী প্ল্যাটিনার চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। রোগিণীর মেরুদণ্ডের সমস্ত স্থানটীতে বেদনা, যখন এই বেদনা থাকিত সে সময় মানসিক লক্ষণ থাকিত না, আবার যখন মানসিক লক্ষণের উদয় হইত, তখন উক্ত বেদনা থাকিত না। শারীরিক কোন কষ্টের সহিত মানসিক ব্যাধি পর্য্যায়ক্রমে হওয়া, প্ল্যাটিনার চরিত্রগত লক্ষণ সেই কারণ প্ল্যাটিনা প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং রোগিণীও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস হইতেই রোগিণী আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য হইয়াছিলেন। পরে ১৫ বৎসর কাল মধ্যে একবারও উক্ত ব্যাধির পুনরাক্রমণের চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হয় নাই।

ষ্টানামের ন্যায় প্ল্যাটিনার বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া থাকে কিন্তু ইহাতে ষ্টানামের ন্যায় দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় না; ক্যামোমিলার ন্যায় বেদনার সহিত ঝিঁ ঝিঁ ধরাও প্ল্যাটিনায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং দুইটী ঔষধই মানসিক রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্ত ইহাদিগের উভয়ের বিশেষ পার্থক্য আছে, একটু চিন্তা করিয়া ঔষধ দুইটী পাঠ করিলে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন।

জননেন্দ্রিয়ের উপরও প্ল্যাটিনার বিশেষ ক্ষমতা আছে। আঁতুড়ে স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ রোগ। রোগিণীর যোনিদ্বার হইতে তলপেট পর্য্যন্ত কুট্ কুট্ করে। অতিরিক্ত সঙ্গমেচ্ছা, বিশেষতঃ কুমারী স্ত্রীলোক-দিগের অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা। অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের অত্যধিক কামেচ্ছা এবং যোনিতে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা, এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্তও

করিতে দেয় না। এত স্পর্শাসহিষ্ণুতা যে সুরত কার্য্যের সময় রোগিণী একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকদিগের অত্যধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব, রক্ত কাল কাল চাপ চাপ।

ঋতু স্রাবের সহিত যোনিপথটী বাহির হইয়া পড়া এবং যোনিতে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা, একেবারেই স্বামী সহবাস করিতে পারে না। এই লক্ষণ দুইটী প্ল্যাটিনার অতিশয় চরিত্রগত লক্ষণ। হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটী দৃষ্ট হইলে প্লাটিনা প্রযোজ্য।

কোষ্ঠবদ্ধ—যদিচ কাদা কাদা মল, তথাচ মল মলদ্বারে আসিয়া আটকাইয়া থাকে, নির্গত হয় না।

৩০ হইতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ক্যালি হাইড্রিওডিকম।

(Kali Hydriodicum)

এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা এই ঔষধটীর নিতান্ত অপব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্যালি হাইড্রিওডিকম বা পটাস আইওডাইডকে উহারা সিফিলস এবং পারদ অপব্যবহার জনিত রোগ সমূহের মহৌষধ বিশেষ জানিয়া, অনবরত ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহারা ক্যালি হাইড স্ক্রফিউলা রোগেও ব্যবহার করেন, এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা কেন যে স্ক্রফিউলা রোগে এই ঔষধটী ব্যবহার করেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই। তাঁহারা বলেন যদিচ আমরা ইহার বিশেষ কিছু বিজ্ঞান সঙ্গত প্রমাণ দেখাইতে পারি না, তথাচ বলি, ইহাকে বহু দিবস যাবৎ ব্যবহার করিলে, রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম বদলাইয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করে। এ প্রকার অন্ধকারে ঢিল মারা অনেক ঔষধ আছে। আর অধিক এ সম্বন্ধে

আলোচনা করিবার ক্ষমতা এখন নাই, তবে দুঃখের বিষয় এই যে, কি কুক্ষণে হোমিওপ্যাথির জন্ম হইয়াছিল, ইহার প্রত্যেক অক্ষরে সত্য গাঁথা থাকিলেও এখন পর্য্যন্ত জগত ইহাকে একবাক্যে গ্রহণ করিতেছে না।

শ্বাসযন্ত্রের উপর ক্যালি হাইডের সুন্দর ক্রিয়া আছে। অত্যন্ত অধিক টাণ্ডা লাগিয়া কাসি হইলে অথবা নিউমোনিয়ার পর কাসি আরোগ্য না হইয়া ক্রমে যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। বক্ষের গভীরতম প্রদেশ হইতে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা উঠে। রোগী মনে করে তাহার বক্ষের মধ্যস্থলের অস্থির মধ্যস্থান হইতে শ্লেষ্মা উঠিতেছে। কাসিবার এবং শ্লেষ্মা তুলিবার সময় উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আড়াআড়ি ভাবে বেদনা। বক্ষ হইতে যে শ্লেষ্মা অথবা গয়ের উঠিতে থাকে তাহা গাঢ় এবং পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। এবম্প্রকারের শ্লেষ্মা ষ্ট্যানাম এবং স্যাঙ্গুইনেরিয়া নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ষ্ট্যানামের গয়েরের আস্বাদ মিষ্ট, স্যাঙ্গুই নেরিয়ার রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং গয়ের সমস্তই দুর্গন্ধযুক্ত, কিন্তু ক্যালি হাইডের গয়ের লবণাক্ত। ষ্ট্যানাম এবং ক্যালি হাইডে আর এক প্রকারের গয়ের দেখিতে পাওয়া যায়। সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ের। এই প্রকার শ্লেষ্মা সর্ব্বাঙ্গিক শোথ রোগে কিম্বা কেবল মাত্র ফুস্‌ফুসের শোথ রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ের ক্যালি-হাইডের অধিক প্রিয় লক্ষণ নহে। বহুপরিমাণ, ঘন, সবুজাভাযুক্ত, লোন্‌তা গয়ের ক্যালি হাইডের চরিত্রগত লক্ষণ, অতএব এবম্প্রকার শ্লেষ্মার সহিত উপরোল্লিখিত ফুসফুসের রোগ হইলে ক্যালি হাইড তাহাকে আরোগ্য করিতে সক্ষম।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ায় যখন ফুস্‌ফুসের মধ্যে জমাট বাঁধিতে থাকে অর্থাৎ নিউমোনিয়া আরম্ভ হইতেছে বা হইয়াছে এরূপ স্থলে যদ্যপি ব্রাইওনিয়া, সালফর কিম্বা ফস্ফরাস ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবার

উপযুক্ত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ক্যালি হাইড প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ফুস্‌ফুসের জমাট অবস্থা অত্যন্ত অধিক হইলে মস্তকে রক্তাধিক্য হয়, অর্থাৎ মস্তকের শিরাগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রক্ত চালিত হয়। মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে বাহ্যিক লক্ষণ মধ্যে চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, চক্ষের তারা (অর্থাৎ বড় গোল কালটি নহে, উহার মধ্যস্থলে আরও ছোট, গোল এবং আরও উজ্জ্বল কাল স্থান, সেইটিকে চক্ষুর তারা (Pupil) কহে। আমরা যখন দূরে কোন বস্তু নিরীক্ষণ করি তখন ইহা সঙ্কুচিত হয় এবং নিকটস্থ কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিবার সময় প্রসারিত হইয়া থাকে) প্রসারিত হয়। মাথায় এবম্প্রকার রক্তাধিক্যের পর একটী শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহার ফল মৃত্যু। মস্তিষ্কের চতুষ্পার্শ্বে দুই খানি আবরণ আছে তাহার মধ্যে জল-সঞ্চয় হইতে থাকে, এরূপ স্থলে রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়, চক্ষের তারা আরও প্রসারিত এবং রোগী প্রথমে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া, ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও মস্তকটী চালনা করিতে থাকে।

মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চক্ষের তারা প্রসারিত বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ কিন্তু এ প্রকার রোগীতে বেলেডোনা ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ লক্ষণ সমষ্টি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার মূল মন্ত্রস্বরূপ। বেলেডোনায় ফুস্‌ফুসের জমাট অবস্থা পাওয়া যায় না, সেই কারণ বেলেডোনার লক্ষণ সমষ্টির সহিত উপরোল্লিখিত রোগের লক্ষণ সমষ্টির ঐক্য হয় না, কিন্তু ক্যালি হাইডের সহিত ঐক্য হয়, কাজেকাজেই ক্যালি হাইড এবম্প্রকার রোগীর জীবন দানে সক্ষম।

ঔষধটী ব্যবহার সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা এই ঔষধটী ৫ হইতে ২০ গ্রেণ এবং আরও অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস প্রথমে দুই হইতে চারি গ্রেণ পর্য্যন্ত আদত ঔষধ, একটী চারি আউন্স শিশিতে জলের সহিত মিশাইয়া,

এক "চা খাইবার চামচ" পরিমাণ দিবসে তিন বার করিয়া সেবন করিতে দিতেন। উক্ত :প্রকারে ঔষধ সেবন করিতে করিতে যখন ঔষধের অর্দ্ধেক নিঃশেষিত হইত, তখন পুনরায় উহাতেই জল মিশ্রিত করিয়া শিশিটী পূর্ণ করিয়া দিতেন, পুনরায় অর্দ্ধেক নিঃশেষিত হইলে আবার শিশিটী পূর্ণ করিয়া দিতেন। যতদিন পর্য্যন্ত না রোগী আরোগ্য লাভ করিত এই প্রকারে ঔষধ সেবন করাইতেন। তিনি এই উপায়ে বহু রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন, পরে যখন ২০০ শত শক্তির উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও সমান ফল পাইলেন, তদবধি আর শক্তিকৃত ঔষধ ব্যতিরেকে ব্যবহার করিতেন না। ডাক্তার বোরিক মাদার টিংচার ঔষধ হইতে ১২ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে বলেন।

এপিস মেলিফিকা।

(Apis Melifica)

জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ বেদনা। জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ বেদনার সহিত চক্ষু, চক্ষের পাতা, কর্ণ, মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ, জিহ্বা, গলমধ্য, গুহ্যদ্বার, অণ্ডকোষ ইত্যাদি কোন স্থান রক্তবর্ণ ও ফুলা, অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা। হঠাৎ জোরে চীৎকার করিয়া উঠা। পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।.

মৌমাছিতে হুল বিদ্ধ করিলে যে প্রকার যন্ত্রণা হয়, উক্ত প্রকারের জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এপিস মেলিফিকার চরিত্রগত লক্ষণ। মেনিঞ্জাইটিস ইত্যাদি রোগে মস্তকে জল সঞ্চয় হইলে, উক্ত প্রকার যন্ত্রণা জনিত যখন রোগী থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, তখন এপিস মহৌষধ বিশেষ। আরও এবম্প্রকারের যন্ত্রণা গলমধ্যে, গুহ্যদ্বারে অর্শে, স্ত্রীলোকদিগের ডিম্বাধারে ইত্যাদি স্থানে

দেখিতে পাইলে, এপিস অতি উত্তম ঔষধ। আঙ্গুল হারা, এমন কি ক্যান্সার রোগেও জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা দেখিতে পাইলে তখনই এপিসকে স্মরণ করিবেন। এপিসের এবম্প্রকার যন্ত্রণা শীতল প্রয়োগে উপশম হয়।

শোথ—শোথরোগে এপিস একটী মহৌষধ বিশেষ। প্রায় প্রদাহের প্রথম অবস্থা হইতেই শোথ আরম্ভ হয় এবং উক্ত শোথ এমন কি পুরাতন রোগেও পরিণত হইয়া থাকে।

যে সকল ভয়ানক ডিপথিরিয়া রোগে গলমধ্যস্থ চতুষ্পার্শ শোথযুক্ত ফুলা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, গলাটী বুজিয়া যায়, আল জিহ্বাটী জলপূর্ণ থলিয়ার ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হইতে থাকে, এরূপ অবস্থায় রোগীর দম বন্ধ হইয়া মৃত্যুর নিতান্ত সম্ভাবনা। কখন কখন এ প্রকার অবস্থার সহিত জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণ সমষ্টি আরোগ্য করিবার জন্য এপিস মেলিফিকা প্রয়োগ করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। উক্ত প্রকারের গলমধ্যস্থ শোথে কখন কখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বেদনা হয় না। গলমধ্যস্থ পীড়ায় যন্ত্রণা না থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া প্রয়োগ করা যায় কিন্তু ব্যাপ্টিসিয়ায় এপিসের ন্যায় শোথযুক্ত ফুলা নাই। হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা না থাকিলেও যদ্যপি এপিসের চরিত্রগত শোথযুক্ত ফুলা বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে এপিস প্রযোজ্য।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন নিউইয়র্কে ওয়াট্‌কিনস্ গ্লেন নামক স্থানে একটী ডিপথিরিয়া রোগী দেখিবার জন্য তিনি আহূত হইয়াছিলেন, সেই স্থানে চল্লিশটী রোগী উক্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং যখন তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন, তখনও চারিটী মৃতদেহ পতিত। তিনি যখন রোগিণীর চিকিৎসকের সহিত কথা কহিতেছিলেন, যদিচ মধ্যে তিন চারিটী গৃহ ব্যবধান ছিল, তথাচ রোগিণীর কষ্টপূর্ণ নিশ্বাস

প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন। পরে যখন রোগিণীর মুখগহ্বর নিরীক্ষণ করিলেন, তখন এপিস সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি তাঁহার চিকিৎসককে এপিস দিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। রোগিণীও উক্ত ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল রোগী সেই বাটিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও এপিস দেওয়া হয় নাই।

শরীরের সর্ব্বত্রই এপিসের শোথ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু মুখগহ্বর, গলমধ্য, মুখমণ্ডল এবং চক্ষের চতুষ্পার্শ্ব ইহার অপেক্ষাকৃত প্রিয় স্থান। চক্ষের নিম্নপত্র জলপূর্ণ থলির ন্যায় ঝুলিয়া পড়া (উপর পাতা ক্যালিকার্ব্ব) এপিসের একটী বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। ইরাইসিপেলাস রোগে যদ্যপি গাত্র-চর্ম্ম শোথযুক্ত ফুলার ন্যায় দেখায় এবং তৎসহিত জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে, তাহা হইলে এপিস সুন্দর কার্য্য করে। ইরাইসিপেলাস রোগে কখন কখন শোথযুক্ত ফুলায় এত জল সঞ্চয় হয় যে, ফোস্কার ন্যায় ফুলিয়া উঠে।

স্পর্শাসহিষ্ণুতা—সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিঞ্জাইটিস রোগে সমস্ত শরীর এমন কি মাথার চুলগুলিতে পর্য্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা। নিম্নোদর, জরায়ূ, ডিম্বাধার ইত্যাদিতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা।

সালিখা বাঁড়ুয্যে পাড়ায় একটী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার পর ভয়ানক জ্বর, পেটের পীড়া এবং পেরিটোনাইটিসের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হইয়াছিল, আমি আহুত হইয়া দেখিলাম, রোগিণী অজ্ঞানবস্থায় শুইয়া আছে কিন্তু উদরটী স্পর্শ করিলেই চমকাইয়া উঠে, পিপাসা নাই স্বায়ংকালে জ্বরের বৃদ্ধি হয় এবং জ্বরে পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম এবং উত্তাপ হইয়া থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি এপিসের চরিত্রগত; এপিস প্রয়োগ করিলাম, রোগিণী উক্ত ঔষধে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল।

এপিসের নিদ্রা অস্থিরতাযুক্ত। মস্তিষ্কের পীড়ায় অর্থাৎ মেনিঞ্জাইটিস

ইত্যাদি রোগে রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, এরূপ স্থলে যদ্যপি রোগী হঠাৎ এক একবার অতি জোরে চাৎকার করিয়া উঠে, তাহা হইলে এপিস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই লক্ষণ অবলম্বনে আমি বহুরোগী এপিস দ্বারায় আরোগ্য করিয়াছি। জ্বররোগে পর্য্যায়-ক্রমে ঘর্ম্ম ও উত্তাপ এপিসের চরিত্রগত লক্ষণ।

নিশ্বাস প্রশ্বাসে অতীব কষ্ট, রোগী মনে করে যেন এই নিশ্বাসই তাহার শেষ নিশ্বাস। কেবল শোথ রোগে এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় এমন নহে, স্নায়বীয় পীড়াতেও এই লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে এপিস প্রয়োগ করা যায়।

উদরাময়—মল, হলুদবর্ণ জলবৎ, সবুজাভাযুক্ত, হলুদাভাযুক্ত, সামান্য মাত্র নড়াচড়া করিলেই মল অসাড়ে নির্গত হয়, মল-দ্বার সর্ব্বদা ফাঁক হইয়া থাকে। গুহ্যদ্বার এত অসাড় যে রোগী বুঝিতে পারে না যে, মল নির্গত হইতেছে। পিপাসা থাকে না। উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, সামান্যমাত্র স্পর্শে রোগী চমকাইয়া উঠে। অজ্ঞানাবস্থা এবং মধ্যে মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে।

বালকদিগের উদরাময় এবং কলেরা রোগে এপিস একটী মহৌষধ বিশেষ। বালকদিগের উদরাময়ের পর মস্তকে জলসঞ্চয় হইয়া, উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, পিপাসাশূন্যতা, সময় সময় চীৎকার করিয়া উঠা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এপিস উত্তম।

পূর্ব্বে আমি এপিস ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার করিতাম, এক্ষণে ৩০ শক্তি ব্যবহার করি।

———

ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরিয়া।

(Cantharis Vesicatoria)

ক্যান্থারিস মূত্রযন্ত্রের উপর অদ্ভুত ক্রিয়া উৎপাদন করে। মূত্র যন্ত্রের উপর ক্যান্থারিসের ক্রিয়া এত অধিক যে একমাত্র মূত্র যন্ত্রের লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অতি কঠিন কঠিন রোগী ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস, মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত মিউকাস মেম্ব্রেন, গাত্রচর্ম্ম ইত্যাদির প্রদাহে, যদ্যপি পুনঃ পুনঃ মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, ও ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, মূত্রত্যাগ কালে মূত্রনলিতে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যান্থারিস প্রযোজ্য।

মূত্র সম্বন্ধে বড় অক্ষরে যে লক্ষণগুলি লিখিত হইল উহারা ক্যান্থারিসের অতি স্বাভাবিক। একটী স্ত্রীলোক বহু দিবস যাবৎ ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠিত এবং উক্ত শ্লেষ্মা আটা আটা এবং দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া পড়িত। ইহা ক্যালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ কিন্তু ক্যালি বাইক্রম দিয়া কোনই ফল হইল না। এক দিবস রোগিণী হঠাৎ বলিল তাহার পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় এবং মূত্র ত্যাগ কালে মূত্রনলিতে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভব করে, তখন তাহাকে ক্যান্থারিস দেওয়াতে রোগিণী অতি আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য লাভ করিল।

মূত্র যন্ত্রের লক্ষণগুলি ক্যান্থারিসের অতিশয় প্রিয়। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছার সহিত মূত্রস্থলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং কোঁথানি। মূত্রস্থলির গলদেশে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ

বেদনা। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, পরে এবং মূত্রত্যাগ করিবার সময় মূত্রনলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কর্ত্তনবৎ বেদনা। সর্ব্বদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। মূত্র ফোঁটা ফোঁটা পরিমাণ পড়ে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়। মূত্র যন্ত্র সম্বন্ধে এই কয়টী লক্ষণ প্রধান। ইহাদিগকে অন্য কোন পীড়ার সহিত দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ক্যান্থারিসকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

ইরাইসিপেলাস রোগে ক্যান্থারিস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এস্থলে এপিস এবং ক্যান্থারিসে তুলনা করিয়া দেখা যাউক, কারণ এপিসেও অনেক সময় মূত্র সম্বন্ধে অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এপিসে ইরাইসিপেলাস রোগে শোথযুক্ত ফুলা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যান্থারিসে আগুনে পোড়া ফোস্কার ন্যায় দেখায়। ক্যান্থারিসে ভয়ানক জ্বালা আছে কিন্তু এপিসে নাই এবং এপিসে জ্বালার সহিত হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে। প্রস্রাব সম্বন্ধে লক্ষণ ক্যান্থারিসের অধিক প্রিয়। এপিসের রোগী থাকিয়া থাকিয়া অতিশয় জোরে চীৎকার করিয়া উঠে। যদ্যপি চর্ম্মোদ্ভেদগুলি বসিয়া যাইতে আরম্ভ হয় এবং মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লিগুলি আক্রান্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে ক্যান্থারিস উত্তম। ক্যান্থারিসের রোগী অস্থির, সকল বিষয়েই অসন্তুষ্ট, অত্যন্ত কান্নাকাটি করে, সর্ব্বদাই নড়াচড়া করিতে চাহে। ক্যান্থারিসের মানসিক অবস্থা এবং জ্বালা আর্সেনিকের ন্যায়, ফলতঃ আর্সেনিক এবং ক্যান্থারিসে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে, কেবল একটী মাত্র লক্ষণ এই ভ্রম সংশোধন করিতে সক্ষম, যদ্যপি "দুর্নিবার্য্য পিপাসা" বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে, ক্যান্থারিস এপিস পরিত্যাগ করিয়া আর্সেনিক প্রয়োগ করাই বিধেয়।

আগুনে পোড়া—আগুনে পুড়িয়া যাইলে ক্যান্থারিস একটী মহৌষধ বিশেষ। শরীরের কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, যদ্যপি তৎক্ষণাৎ ক্যান্থারিস মিশ্রিত জলে দগ্ধ স্থানটী সিক্ত করা যায় তাহা হইলে "আগুনে

জল দেওয়ার ন্যায়" জ্বালার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, আরও ফোস্কা ইত্যাদির ভয় অনেক কমিয়া যায়। অগ্নিতে দগ্ধ হইবার পর ক্ষত ইত্যাদিতে ক্যান্থারিস বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে, অতি সুন্দর ফল হইয়া থাকে।

জ্বালা—জ্বালা ক্যান্থারিসের চরিত্রগত লক্ষণ,:জ্বালা আরোগ্য করিতে ক্যান্থারিস আর্সেনিকের প্রায় সমকক্ষ। কোন প্রকারে চক্ষে আগুন লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ। মুখ, গলমধ্য এবং পাকস্থলিতে জ্বালা, সমস্ত অন্ত্র মধ্যে জ্বালা। জরায়ু, ডিম্বাধার ইত্যাদিতে জ্বালা। গুহ্যদ্বারে জ্বালা। জ্বালা ক্যান্থারিসের একটী চরিত্রগত লক্ষণ,যদি জ্বালার সহিত ক্যান্থারিসের চরিত্রগত মূত্র যন্ত্রের লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

উদরাময়—পান না খাইয়া প্রাতঃকালে "জিব ছুলিলে" যে প্রকার পদার্থ নির্গত হয়,, উক্ত প্রকারের মল ক্যান্থারিসের চরিত্রগত, এই প্রকারের মল প্রায়ই রক্ত-আমাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। কলেরা রোগে যখন রোগীর বমন ও রেচন নিবৃত্তি হইয়াছে অথবা অনেক কম পড়িয়াছে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা সত্বেও প্রস্রাব করিতে পারিতেছে না, তখন ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিলে, প্রভূত পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। অধিকাংশ কলেরা রোগীতে প্রস্রাব করাইবার জন্য ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিতে হয়। আমার বোধ হয় ক্যান্থারিস না থাকিলে বহু কলেরা রোগী প্রস্রাব করিতে না পারিয়া মারা যাইত।

সচরাচর ৬ ও ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ফস্ফরাস

(Phosphorus)

ফস্ফরাসের প্রিয় নর অথবা নারীর অবয়ব সুন্দর, পাতলা, লম্বা এবং সামান্য কুব্জ; কেশ কটা, চক্ষের প্যতা পাতলা, কটা এবং সহজে উঠিয়া যায়। উক্ত প্রকার অবয়বযুক্ত মানবের শরীর ফস্ফরাসের অতীব প্রিয় স্থান। স্বভাবও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফস্ফরাসের প্রিয় ব্যক্তির স্বভাব অত্যন্ত কোমল, সামান্য একটুতেই মনে ব্যথা পায় কিন্তু বুদ্ধি তীক্ষ্ণ অতি সহজেই এবং শীঘ্র সকল বিষয় বুঝিতে পারে। যুবক অতি শীঘ্র লম্বা হইয়া উঠিতেছে। লম্বা হইতেছে কিন্তু তৎসহিত সম্মুখদিকে কিঞ্চিৎ কুব্জও হইতেছে। এই প্রকার অবয়বযুক্ত পুরুষ অথবা নারী উভয়ই ফস্ফরাসের প্রিয়।

বক্ষরোগ—ফুস্‌ফুসের নানাপ্রকার পীড়ায় ফস্ফরাস ব্যবহৃত হয়। কাসি, ব্রঙ্কাইটিস রোগে, কাসি সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। চাপা কাসি। কথা কহিলে, হাস্য করিলে, উচ্চৈস্বরে পাঠ করিলে, বাম পার্শ্বে শয়নে এবং ঠাণ্ডায় কাসির বৃদ্ধি। কাসির চোটে সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে এবং কাসিতে কষ্ট হয় বলিয়া রোগী যতক্ষণ পারে অতি কষ্টে গোঙ্গানির সহিত কাসি চাপিয়া রাখে।

নিউমোনিয়া রোগে ফস্ফরাস একটী সুন্দর ঔষধ। রোগী মনে করে, তাহার বক্ষে যেন ভারি বোঝা চাপান আছে, সেই কারণ নিশ্বাস গ্রহণে তাহার অতীব কষ্ট হয়। বিশেষতঃ ফুফুসের দক্ষিণ দিকের নিম্নার্দ্ধ নিউমোনিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ফস্ফরাস অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিউ-মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় লক্ষণানুযায়ী ফস্ফরাস প্রয়োগ করিলে, অতি

শীঘ্র রোগী আরোগ্যমুখে ধাবিত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত নাসিকার পাতা দুইটী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। বাম বক্ষে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, এই লক্ষণটী প্লুরাইটিস রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। যে পার্শ্বের ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হয় সেই দিকের গণ্ড রক্তবর্ণ।

ক্ষয় কাস রোগেও ফস্ফরাস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে সকল নরনারীর অবয়ব ফস্ফরাসের চরিত্রগত, তাহাদিগের কাস রোগে ফস্ফরাস সুন্দর কার্য্য করে। ফস্ফরাসের রোগীর শরীরে সর্ব্বাঙ্গীক দুর্ব্বলতা এবং বক্ষে চাপবৎ বোধ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এবম্প্রকার রোগীতে উচ্চ শক্তির এক মাত্রা ফস্ফরাস, এমন কি রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতেও সক্ষম।

গলা ভাঙ্গা—রোগী কিছুতে চীৎকার করিয়া কথা কহিতে পারে না। সন্ধ্যারাত্রে অপেক্ষাকৃত গলা ভাঙ্গিয়া যায়। বালকদিগের ঘুংড়ি কাশিতে একোনাইট ও স্পঞ্জিয়ায় উপকার না হইলে, ফস্ফরাস দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর কাশি অন্যান্য ঔষধে অনেক কম পড়িয়াছে কিন্তু প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় কাশি হয় অথবা গলা ভাঙ্গিয়া যায় কিম্বা পুনরায় পূর্ব্ববৎ কাশি হইতে থাকে, এরূপ অবস্থায় ফস্ফরাস দেওয়া যাইতে পারে। সামান্য কাসি হইতে ক্রমে ফুসফুসাদি আক্রান্ত করিয়া ক্রমশঃ রোগ কঠিনাকার ধারণ করে।

টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক তরুণ পীড়ার শেষাবস্থায় নিউমোনিয়া হইলে, তাহাতে ফস্ফরাস অতি উত্তম ঔষধ। ল্যাকেসিসের ন্যায় বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকা ফস্ফরাসে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ল্যাকেসিসের রোগীর নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি এবং ফস্ফরাসে উপশম হইয়া থাকে।

জ্বালা—আর্সেনিক এবং সালফরের ন্যায় জ্বালা ফস্ফরাসের প্রধান

লক্ষণ। শরীরের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যে স্থানে ফস্ফরাসের জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায় না। শরীরের উপরস্থ চর্ম্ম হইতে নিতান্ত অভ্যন্তরস্থ স্থানেও ফস্ফরাসের জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের পর যখন সামান্য আলোক থাকে, সেই সময়ে শরীরের নানাস্থানে প্রধানতঃ গাত্রচর্ম্মে জ্বালা, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি।

স্নায়ুবিধানের উপরও ফস্ফরাসের অতি সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফস্ফরাস একেবারে স্নায়ুবিধানের মূলে অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে আঘাৎ করে। প্রথমে স্নায়ুবিধান এতদূর উত্তেজিত হয় যে আলোক, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ কিছুই সহ্য হয় না অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের স্পর্শাসহিষ্ণুতা দৃষ্ট হয়। জ্বালার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উহা ব্যতিরেকে শরীরে কম্পন, ঝিঁঝিঁধরা ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়া, সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত হইতে পারে। এবম্প্রকার অবস্থা তরুণ, পুরাতন উভয় প্রকার ব্যাধিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী অনবরত নড়াচড়া করিতে ভালবাসে এক দণ্ডও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে অথবা বসিতে পারে না।

সামান্য ক্ষতে অধিক রক্তপাত—ইহাও ফস্ফরাসের চরিত্রগত লক্ষণ। শরীরের কোনস্থানে একটু ছিঁড়িয়া যাইলেও অত্যন্ত রক্তপাত হয়। এত রক্তপাত হওয়া সম্ভব যে, রোগী মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে পারে। এই লক্ষণটীকে রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীর মধ্যে কোন স্থানে ক্যানসার, কোন প্রকার ক্ষত, টিউমার (আব বিশেষ) ইত্যাদি হইতে অনেক অধিক পরিমাণে রক্তপাত হইতে থাকিলে, তখনই ফস্ফরাসের অন্যান্য লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য।

রক্ত ক্ষীণতা—রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, রক্তহীন; ক্যালিকার্ব্ব, এপিস এবং ফস্ফরাস এই তিনটী ঔষধেই রক্তহীনতার সহিত মুখমণ্ডলে শোথযুক্ত ফুলা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ক্যালিকার্ব্বের

রোগীর চক্ষের উপরকার পাতাদুইটী জলপূর্ণ থলির ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে; এপিসে নিম্নপত্র তদ্রূপ হইয়া থাকে, যে স্থলে ফস্ফরাসের রোগীর চক্ষের চতুর্দ্দিক ফুলিয়া যায় এবং মুখমণ্ডলও ফুলা ফুলা দেখায়।

রক্ত সম্বন্ধে আরও একটী কথা এইস্থানে বলিয়া রাখি। ফস্ফরাসের রোগীর শরীরস্থ রক্ত এত খারাপ হইয়া যায় যে, শরীর হইতে নির্গত হইলে জমাট বাঁধে না।

টাইফয়েডাদি জ্বরের শেষাবস্থায় নিউমোনিয়া হইবার ভয় হইলে অথবা নিউমোনিয়া হইলে, তখন ফস্ফরাস অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। ল্যাকেসিসের ন্যায় ফস্ফরাসে অজ্ঞানতা ও বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের উভয়ের পার্থক্য এই, ল্যাকেসিসের বিকার নিদ্রার পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যে স্থলে ফস্ফরাসে নিদ্রার পর উপশম হয়।

মানসিক পীড়ার কতকগুলি লক্ষণ নিম্নে দেওয়া হইল। রোগীর পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চাভিলাষ, উৎসাহ কিছুই নাই। মানসিক অথবা শারীরিক পরিশ্রমে একেবারেই অনিচ্ছুক। সকল বিষয়েই তাচ্ছিল্যতা, পূর্ব্বের ন্যায় কোন বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারে না, পাঠে কিম্বা কোন প্রকার মানসিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারে না, চেষ্টা করিলেও হয় না। কোন একটী বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে অতি ধীর ভাব আইসে অথবা একেবারেই আইসে না। খুব ধীরে ধীরে কথা কয় অথবা তাচ্ছীল্যভাবে কথা কয় কিম্বা একেবারেই কথা কয় না।

বৃদ্ধদিগের শিরোঘূর্ণন রোগে ফস্ফরাস অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। মস্তকের মধ্যে মস্তিষ্কে জ্বালা, রোগী মনে করে যেন মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া গরম উত্তাপ আসিয়া মস্তিষ্কে জ্বালা উৎপাদন করিতেছে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া গরম উত্তাপ মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হওয়া ফস্ফরাসের চরিত্রগত লক্ষণ।

ঠাণ্ডা জল পান করিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা, কিন্তু জল পান করিলে কিছুক্ষণ পরে বমন হইয়া উঠিয়া যায় অর্থাৎ উদর মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া গরম হইলেই উঠিয়া যায়—পাকস্থলি সম্বন্ধে ফস্ফরাসের অনেক লক্ষণ আছে। ফস্ফরাসে নানা প্রকারের বমনও হইয়া থাকে কিন্তু উপরোল্লিখিত লক্ষণটীর ন্যায় ফস্ফরাসের এমন প্রিয় লক্ষণ আর আছে কিনা সন্দেহ। কোন প্রকার খাদ্য ভোজন করিলে মনে হয় যেন পাকস্থলিতে খাদ্য না পৌঁছিয়া তৎক্ষণাৎ উপর দিকে উঠিয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত ক্ষুধা—রাক্ষুসে ক্ষুধা, রোগী মনে করে তাহার উদরটী একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। রোগী না খাইয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না, এমন কি খাইতে না পাইলে :ফেণ্ট হইয়া পড়ে। এই খাইল আবার ক্ষুধা, ক্ষুধার বিরাম নাই। রাত্রে ক্ষুধা পাইয়াছে তখনই খাবার চাই।

ইগ্নেসিয়া, হাইড্রাসটিস, সিপিয়া এবং অন্যান্য ঔষধে পাকস্থলিতে খালি খালি বোধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ফস্ফরাসে সমস্ত উদরটীতে খালি খালি বোধ হয়। আবার বলি, এই লক্ষণটী ফস্ফরাসের চরিত্রগত লক্ষণ।

জননেন্দ্রিয়ের উপরও ফস্ফরাসের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। কামেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল, এত প্রবল যে, রোগীকে উন্মাদ করিয়া দেয়। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, জননেন্দ্রিয়ে আচ্ছাদন রাখে না। কিছুদিন এই প্রকার উত্তেজনার পর ধ্বজভঙ্গ। মনের সাধ মিটে নাই অথচ ক্ষমতাও নাই। মনে স্ত্রী সহবাস করিবার ইচ্ছা অতিশয় প্রবল কিন্তু ক্ষমতা নাই, ইহাই নরক যন্ত্রণা, পাপের পরিণাম।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া নাসিকা অথবা ফুস্ ফুস্ হইতে রক্তস্রাব। স্তনের অথবা জরায়ুর ক্যানসার হইতে রক্তস্রাব।

জ্বালা সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ লক্ষণ ফস্ফরাসে দেখিতে পাওয়া যায়। সালফারে চরণে জ্বালাই প্রধান, কিন্তু ফস্ফরাসে হস্তে জ্বালা। এস্থলে সালফারের ন্যায় ফস্ফরাসের রোগীও জ্বালার জন্য হস্ত বস্ত্রের মধ্যে রাখিতে পারে না। জ্বালা হস্তে আরম্ভ হইয়া, এমন কি মুখমণ্ডলেও প্রসারিত হয়।

উদরাময়—মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা মল গড়াইতে থাকে। উক্ত প্রকার মলদ্বার হইতে বিশেষতঃ সবুজ এবং রক্তাক্ত মল নির্গত হয়। সবুজ বর্ণ। জলবৎ তরল। মাংস ধোয়া জলের ন্যায়।

কোন প্রকার পানীয় পান করিলে, উহা পাকস্থলি মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিয়া গরম হইলে, বমন হইয়া যায়। বমন ইত্যাদি পাকস্থলীর লক্ষণ সমূহ বরফ অথবা অন্য কোন প্রকারের শীতল খাদ্য কিম্বা পানীয় গ্রহণে উপশম। উদর মধ্যে খালি খালি বোধ এবং পশ্চাৎদিকে উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্বালা। গুহ্যদ্বার সর্ব্বদা ফাঁক হইয়া থাকে।

মলে চর্ব্বির ন্যায় অথবা সাগুদানার ন্যায় কুঁচা কুঁচা পদার্থ ভাসমান, মলের এই লক্ষণটী ফস্ফরাসের চরিত্রগত লক্ষণ ইহা ব্যতিরেকে উপরোল্লিখিত যে সকল আনুসঙ্গিক লক্ষণগুলি দেওয়া হইল উহারা সকলেই ফস্ফরাসের অতিব প্রিয় লক্ষণ। উহারা ফস্ফরাসের এত প্রিয় লক্ষণ যে কেবল মাত্র ইহার চরিত্রগত পিপাসা এবং পানীয় উদরে প্রবেশ করিয়া গরম হইলে বমন হইয়া যাওয়া, এই লক্ষণ মাত্র অবলম্বন করিয়া, আমি বহু কলেরা রোগীতে বিশেষ সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ রোগীর শরীরে দৃষ্ট হইলে, ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল পাইলে অতি বিলম্বে ঔষধ প্রয়োগ অথবা প্রয়োজন হইলে একেবারে ঔষধ বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য

ফস্ফরাসের লক্ষণ প্রায়ই পুরাতন রোগে দৃষ্ট হয়। ফস্ফরাস প্রয়োগ করিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে (বিশেষতঃ যে সকল রোগী পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক অথবা অন্য কোন প্রকারে চিকিৎসিত হইয়াছিল) উচ্চ শক্তির নক্সভমিকা দুই এক মাত্রা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

সিপিয়া।

(Sepia.)

রোগিণী মনে করে যেন তাহার নিম্নোদরস্থ পদার্থগুলি যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া অসিবে—এই লক্ষণটী সিপিয়ার অতিশয় প্রিয়। স্ত্রীলোকদিগের নিম্নোদরে ইহার কার্য্য অতি অদ্ভুত। তলপেটের মধ্যে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা। উদর মধ্যস্থ পদার্থগুলি যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিবার ভয়ে রোগিণী জানুদ্বয় চাপিয়া বসিয়া থাকে। রোগিণী মনে করে যেন আগুণের ভাপের ন্যায় গরম তাহার তলপেট হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত গাত্রে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তৎসহিত ঘর্ম্ম হয় ও ভাপি যাওয়ার ন্যায় হইয়া থাকে। হস্ত এবং পদ পর্য্যায়ক্রমে ঠাণ্ডা ও গরম, অর্থাৎ যখন হাত গরম তখন পা ঠাণ্ডা ও পা গরম হইলে হাত ঠাণ্ডা।

রক্তাধিক্য বশতঃ নিম্নোদরস্থ পদার্থগুলি নিচের দিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়াবৎ বেদনা নিম্নোদরে হইয়া থাকে। কেবল মাত্র উক্ত বেদনা হইয়া ক্ষান্ত থাকে না, বাস্তবিকই যোনিপথটী বাহির হইয়া পড়ে। বহু-দিবস যাবৎ রক্তাধিক্য বর্ত্তমান থাকিলে জরায়ুমধ্যে প্রদাহ হইয়া নানাবিধ কঠিন রোগ হইতে পারে। এমন কি প্রদরস্রাব, সামান্য ক্ষত ইত্যাদি হইতে, টিউমার, ক্যান্সার পর্য্যন্ত হইতে পারে।

কেবলমাত্র জরায়ুতে উক্ত রোগ আবদ্ধ থাকে না। উক্ত প্রকার জরায়ুর লক্ষণের সহিত গুহ্য পথটীও বাহির হইয়া পড়ে। গুহ্যদেশে ভার বোধ, রোগী মনে করে যেন গুহ্যপথে একটী গোলাকার পদার্থ (বলের ন্যায়) রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে গুহ্যদ্বারের লক্ষণগুলিও জরায়ুর লক্ষণের ন্যায় উগ্র এবং যন্ত্রণাদায়ক।

কেবলমাত্র জরায়ু এবং গুহ্যদ্বার সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলিই যে সিপিয়ার শেষ তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নিম্নোদরে ইহার কার্য্য অদ্ভুত। সিপিয়া মূত্রযন্ত্রের উপরও ক্ষমতা বিকাশ করে। মূত্রস্থলিতে চাপবৎ বোধ ও পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। মূত্র রক্তাভ অথবা রক্তাক্ত। মূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এত দুর্গন্ধ যে উহা গৃহমধ্যে রাখিতে পারা যায় না। মূত্রে পোড়ামাটির ন্যায় তলানি পড়ে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগের ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু অথবা বালক প্রথম ঘুমে বিছানায় প্রস্রাব করে, আমি এই লক্ষণ অবলম্বনে অনেক সময় শিশুর "বিছানায় মোতা" রোগ আরাম করিয়াছি।

পুংজননেন্দ্রিয়ের উপরও সিপিয়ার সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। গণোরিয়া (মেহ) রোগে বিশেষতঃ যখন তরুণ লক্ষণগুলি অপসারিত হইয়া পুরাতনে দাঁড়াইয়াছে। পূঁজ অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়াছে এবং প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে লিঙ্গের মুখভাগে দুই এক ফোটা পূঁজ আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে, অথবা লিঙ্গের অগ্রভাগটী টীপিলে দুই এক ফোটা পূঁজ নির্গত হয়; এরূপ স্থলে দুই এক মাত্রা সিপিয়া রোগীকে আরোগ্য করে। যদ্যাপি সিপিয়ায় সম্যক ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্যালিআইয়ড বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। এই স্থলে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি, যদ্যপি অপেক্ষাকৃত ঘনস্রাব বহুদিন নির্গত হইতে থাকে এবং তৎসহিত প্রস্রাবকালে মূত্রনলিতে জ্বালা যন্ত্রণা থাকে, তাহা হইলে ক্যাপ্সিকম প্রযোজ্য।

সিপিয়ার মানসিক লক্ষণ অনেকটা পালসেটিলার ন্যায়। রোগিণী ক্রন্দন করিতেছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, সে কেন কাঁদিতেছে বলিতে পারে না। সেই কারণ উক্ত প্রকার মানসিক লক্ষণের সহিত জরায়ুর কোন রোগে পালসেটিলা দ্বারা উপকার না পাইলে, সিপিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সিপিয়ার আর একটী মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পালসেটিলায় নাই এবং অন্য কোন ঔষধে সিপিয়ার ন্যায় উগ্র নহে। গ্রাহ্যশূন্যতা, গৃহকার্য্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য এমন কি নিজের অতি প্রিয়কার্য্যেও গ্রাহ্য নাই। সংসার উৎসন্নে যাইলেও ভ্রূক্ষেপ নাই। সন্তানাদির উপর আর পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন নাই।

আধকপালে মাথাধরা—জরায়ুর গোলযোগের সহিত অথবা সিপিয়ার মানসিক লক্ষণের সহিত আধকপালে মাথাধরা। আর এক প্রকারের মাথাধরা সিপিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, মাথাটী যেন ঝাঁকি দিয়া বেদনা আরম্ভ হইল।

নাসিকার পুরাতন সর্দ্দিতেও সিপিয়া ব্যবহৃত হয়। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন একটী রোগিণীর নাসিকা হইতে বহুপরিমাণে গাঢ় সর্দ্দি নির্গত হইত, তিনি তাঁহাকে প্রথমে পালসেটিলা দেওয়াতে সর্দ্দি আরোগ্য হইল বটে কিন্তু বহুপরিমাণে ঋতুস্রাব হইতে লাগিল, অবশেষে সিপিয়া দেওয়াতে রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল। পুরাতন সর্দ্দি রোগের চিকিৎসায় সিপিয়া প্রয়োগ করিতে হইলে, ক্যালি বাইক্রমের সহিত তুলনা করা কর্ত্তব্য।

কষ্টীকম, জেলসিমিয়ম এবং সিপিয়া এই তিনটী ঔষধেই চক্ষের পাতা ঝুলিয়া পড়া দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কোন রোগীতে উক্ত লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে, অন্যান্য লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

হরিদ্রাবর্ণ—সমস্ত শরীর নেবার ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ। তলপেটটী অপেক্ষা-

কৃত অধিক হরিদ্রাবর্ণ। মুখমণ্ডলে হলুদ বর্ণের দাগ। উভয় গণ্ডের উপরিভাগে দুই খানি হলুদ বর্ণের দাগ নাসিকার উপর দিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া একখানি ঘোটকের জিনের ন্যায় দেখায়। এই লক্ষণটী সিপিয়ার অতিশয় প্রিয় লক্ষণ। উপরোল্লিখিত লক্ষণের সহিত ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ অথবা জরায়ুর কোন বিশেষ পীড়া থাকিলে সিপিয়া সুন্দর কার্য্য করে।

ইগ্নেসিয়া এবং হাইড্রাসটিস ক্যানাডেনসিসের ন্যায় সিপিয়াতেও উদর মধ্যে খালি খালি বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। ফস্ফরাস ইত্যাদি ঔষধেও উপরোল্লিখিত লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু জরায়ুর গোলযোগের সহিত উহা দৃষ্ট হইলে সিপিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সিপিয়া এবং মিউরেক্স পারপিউরা এই উভয় ঔষধে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণগুলি বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের বমন রোগের সহিত যদ্যপি উদরে খালি খালি বোধ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সিপিয়ায় উপকার হইয়া থাকে। খাদ্যাদির কথা চিন্তা করিলে অথবা উহার গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিলে গা বমি বমি করে।

কোষ্ঠ বদ্ধ ইত্যাদি রোগে রোগী মনে করে যেন তাহার গুহ্যপথে একটী বলের ন্যায় গোলাকার পদার্থ পোরা রহিয়াছে, মলত্যাগ করিলেও উক্ত প্রকার ভাব যায় না। অত্যন্ত কোঁথ দিলেও মল নির্গত হয় না, বিশেষতঃ বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধে গুহ্যদ্বার হইতে মল অঙ্গুলি দ্বারা ভাঙ্গিয়া বাহির করিতে হয়।

সিপিয়ার রোগিণী বড়ই দুর্ব্বল হয়। সামান্য পরিশ্রমে বড়ই কাতর হয়। সামান্য হাঁটিলে অথবা গাড়ি কিম্বা কোন প্রকার যানে বেড়াইলে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সামান্য পরিশ্রমে রোগিণী অত্যন্ত ক্লান্তি



বোধ করে। এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই গর্ভবতী স্ত্রীলোক, আঁতুড়ে স্ত্রীলোক অথবা দুগ্ধবতী স্ত্রীলোকদিগের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। কাপড় চোপড় কাচিয়া এ প্রকার রোগ হইলে, সিপিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এই কারণ রজক রমণীদিগের পক্ষে সিপিয়া উত্তম। স্মরণ রাখিবেন ফস্ফরাস রজক রমণীদিগের দন্তশূলে ব্যবহৃত হয়।

উদরাময়—মল সবুজবর্ণ। অনবরত গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইতে থাকে। শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালীন উদরাময়। "বলক তোলা" দুগ্ধ পান করিলে উদরাময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উদরে খালি খালি বোধ, ভোজন করিলেও উপশম হয় না। মূত্র রক্ত বর্ণ, ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত এবং মূত্রে পোড়া মাটির ন্যায় তলানি পড়িয়া উহা মূত্র পাত্রের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে। রোগী ত্বরিত দুর্ব্বল এবং রুগ্ন হইয়া পড়ে।

শিশুদিগের কলেরা অথবা উদরাময়ে সিপিয়া একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। "বলক তোলা" দুগ্ধ পানে রোগের বৃদ্ধি এবং অতি শীঘ্র দুর্ব্বল এবং রুগ্ন হওয়া সিপিয়ার বিশেষ প্রিয় লক্ষণ, অতএব ইহাদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টী রাখিবেন। ইহা পুরাতন উদরাময়েও ব্যবহৃত হয়।

৩০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

লিলিয়াম টিগ্রিনম।

(Lilium Tigrinum.)

সিপিয়া এবং লিলিয়ম, স্ত্রীলোকদিগের নিম্নোদর সম্বন্ধীয় লক্ষণসমূহে উভয়ে যমজ ভ্রাতার ন্যায়। **নিম্নোদর ভার বোধ, রোগিণী মনে করে যেন নিম্নোদরস্থ পদার্থগুলি যোনিদ্বার দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।** রোগিণী হাত দিয়া চাপিয়া অথবা

চাপিয়া উপবেশন করত :উহাদিগের পথরোধ করিবার চেষ্টা করে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর এবম্বিধ লক্ষণে লিলিয়ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বিশেষ। অনবরত উপরোল্লিখিত প্রকারের বেদনা হইলে, রোগিণী মনে করে যেন উদর মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ এমন কি বক্ষ এবং স্কন্ধ মধ্যস্থ পদার্থগুলিও নিচের দিকে নামিবার জন্য ঠেল মারিতেছে।

সিপিয়া এবং লিলিয়মে পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। সিপিয়ার যন্ত্রণা একটু মৃদুভাবাপন্ন, অনেকটা পুরাতনের ন্যায়, যে স্থলে লিলিয়মে অতি তীব্র যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়। সিপিয়ার চরিত্রগত রক্তক্ষীণতা এবং হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট চর্ম্মের রং বর্ত্তমান থাকিলে সিপিয়াকে চিনিতে বিলম্ব হইবে না। পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগের ইচ্ছাও লিলিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক সময় এই লক্ষণটী এত যন্ত্রণাদায়ক হয় যে ক্যান্থারিস স্মৃতিপথে আসিয়া উদয় হয়। উক্ত প্রকার মূত্র সম্বন্ধীয় লক্ষণের সহিত কখন কখন মার্কুরিয়স ক্যাপ্সিকম এবং নক্সভমিকার ন্যায় কতকগুলি গুহ্যদ্বারের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডটী যেন লৌহবেড়দ্বারা চাপিয়া অথবা আঁকড়াইয়া ধরা হইয়াছে—

উপরোল্লিখিত লক্ষণ ক্যাকটাস গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাস নামক ঔষধের অতীব প্রিয় লক্ষণ। লিলিয়মেও ঐ লক্ষণটী আছে। জরায়ু ঘটিত গোলযোগের সহিত হৃৎপিণ্ডে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা অথবা উপরোল্লিখিত লক্ষণটী বর্ত্তমান থাকিলে তখন লিলিয়ম উত্তম। অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা এত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে যে, রোগিণী তাহার জরায়ুর লক্ষণগুলি চিকিৎসককে বলিতে ভুলিয়া যায় অথবা চিকিৎসক হৃৎপিণ্ডের লক্ষণগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করেন, এবং জরায়ুর লক্ষণগুলিতে ততটা মন সংযোগ করেন না। এই প্রকারে অনেক সময় লিলিয়ম স্থলে ক্যাকটাস এবং ক্যাকটাস স্থলে

লিলিয়ম ব্যবহৃত হয়। লিলিয়মের প্রিয় স্থান জরায়ু, জরায়ুগত লক্ষণ-গুলিই লিলিয়মের প্রিয়। মূত্র, গুহ্যপথ, এবং হৃৎপিণ্ডের লক্ষণগুলি উহারই আনুসঙ্গিক অতএব সর্ব্বদা জরায়ূর লক্ষণের উপর দৃষ্টী রাখিয়া লিলিয়ম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

লিলিয়মের রোগীর মানসিক অবস্থা, পালসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনশীল। রোগী ভিরেট্রম সালফর এবং লাইকোপোডিয়মের ন্যায় নিজের মুক্তি সম্বন্ধে সান্দিগ্ধ এবং যেন তাহার বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি করিয়া উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া তাড়াতাড়ি এবং ব্যস্ত হওয়া স্বভাব।

উদরাময়—জরায়ূ স্থানচ্যুতি, ডিম্বাধারের উত্তেজিতাবস্থা ইত্যাদি রোগের সহিত প্রাতঃকালীয় উদরাময়ে লিলিয়ম উত্তম। ৬ষ্ঠ, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

সিকেল করনিউটম।

(Secale Cornutum,)

সিকেল অশক্তিকৃত অবস্থায় সেবন করিলে জরায়ুর সঙ্কোচন হয় বলিয়া জরায়ুর রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য অথবা শীঘ্র প্রসব কার্য্য সমাধা করাইবার জন্য ইহাকে স্থুল মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া অনেক হোমিও-প্যাথিক নামধারী চিকিৎসকও বিষম বিপদ ঘটাইয়া বসেন। হোমিও-প্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে অনেক ঔষধ আছে যাহারা প্রত্যেকে লক্ষণানুযায়ী প্রয়োজিত হইলে সিকেলের ন্যায় কার্য্য করিতে সক্ষম। অতএব বিষ মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানত কাহারও ক্ষতি করা নিতান্ত অন্যায়। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, আমি পঁয়ত্রিশ

বৎসর কাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেছি কিন্তু কখনও আমাকে স্থূল মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় নাই।

রোগিণীর অবয়ব, বয়স এবং স্বভাবের উপর লক্ষ রাখিয়া সিকেল প্রয়োগ করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। সিকেলের রোগিণীর অবয়ব অতিশয় রুগ্ন যেন "হাড়কয়খানি সার," শরীরস্থ মাংসপেশিগুলি শিথিল এবং প্যাসিভ রক্তস্রাব হইবার প্রবণতা।

প্যাসিভ রক্তস্রাব কাহাকে বলে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কেমন না? শরীর মধ্যে দুই প্রকারের রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম উজ্জ্বল লাল অর্থাৎ বিশুদ্ধ রক্ত এবং কাল্‌চে আভাযুক্ত অর্থাৎ দূষিত রক্ত। উভয় রক্ত একই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত হইয়া কখন উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং কখন কাল হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড দ্বারা চালিত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পোষণ কার্য্য করে, পোষণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে উক্ত রক্ত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং পুনরায় হৃৎপিণ্ডে পুনরাগমন করিতে থাকে। এই দূষিত রক্ত শরীরস্থ কোন দ্বার দিয়া নির্গত হইলে তাহাকে প্যাসিভ রক্তস্রাব বলা হয়। ইহার বিশেষ একটী লক্ষণ এই, রোগী নড়া চড়া করিলে রক্তস্রাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নড়া চড়া করিলে কেন রক্তস্রাব বৃদ্ধি হয় ইহারও বিশেষ কারণ আছে, পুস্তকে স্থানাভাব বশতঃ এখন এ বিষয় আলোচনা করিতে পারিলাম না।

উক্ত প্রকার অবয়বযুক্ত স্ত্রীলোকদিগের প্রসবকালে যদ্যপি বেদনা ভাল প্রকাশ না পায়, অথবা মৃদু মৃদু হইতে থাকে, তাহা হইলে ২০০ শক্তির দুই এক মাত্রা সিকেল সুশিক্ষিতা ধাত্রীর ন্যায় সুপ্রসব করাইয়া রোগিণীকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করে।

অতিশয় শীতলতা—শরীর স্পর্শ করিলে অত্যন্ত শীতল বোধ

হয় কিন্তু রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না। এই লক্ষণটী সিকেলের অতীব প্রিয় লক্ষণ। কলেরা রোগে কোল্যাপ্স অবস্থায় এই লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া সিকেল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বৃদ্ধদিগের গ্যাংগ্রীন রোগে যদ্যপি উপরোল্লিখিত লক্ষণটী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিকেল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর চরণ ও পায়ের আঙ্গুল পাথরের ন্যায় ঠাণ্ডা কিন্তু কাপড় ঢাকা একেবারেই সহ্য হয় না।

কলেরায় ক্যাম্ফোরা নামক ঔষধটিতেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। রোগী অতি শীঘ্র কোলাপ্স হইয়া যাইলে এবং মল দুর্গন্ধ এবং কাল হইবার পূর্ব্বে ক্যাম্ফোরা উত্তম কার্য্য করে। সিকেলে চরণে জ্বালা এবং পায়ের গুলোগুলিতে খিলধরা দেখিতে পাওয়া যায়। সালফারেও চরণে জ্বালা এবং পায়ের গুলোয় খিলধরা আছে কিন্তু সিকেলের ন্যায় কোল্যাপ্স এবং অঙ্গে পাথরের ন্যায় শীতলতার সহিত জ্বালা সালফারে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শরীরের সকল স্থানেই সিকেলের জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী মনে করে যেন তাহার গাত্রে "আগুনের ফিনকি" ছড়াইয়া পড়িতেছে। গাত্রচর্ম্ম শীতল ও দেখিতে শুষ্ক এবং চিম্‌ড়ে। বৃদ্ধদিগের গ্যাংগ্রীনে এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। শাখাগুলিতে ঝিঁ ঝিঁ ধরা এবং রোগীর মনে হয় যেন তাহার হাত পায়ের উপর দিয়া কি চলিয়া যাইতেছে ; পক্ষাঘাৎ।

উদরাময়—কলেরাতে সিকেল পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। রোগী গাত্রে গরম কিম্বা কাপড় একেবারেই সহ্য করিতে পারে না কিন্তু শরীর শীতল।

খিলধরা, এই লক্ষণটী অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। আক্ষেপ জনিত যদ্যপি হস্ত পদের অঙ্গুলিগুলি ফাঁক ফাঁক হইয়া যায় অথবা সম্মুখদিকে না মুড়িয়া পশ্চাৎদিকে বাঁকিতে থাকে তাহা হইলে সিকেল উত্তম। উদর মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা, কোন দ্রব্য ভোজন করিবা-

মাত্র বমন। জলবৎ, সবুজ রং বিশিষ্ট, গন্ধযুক্ত বমন। অত্যন্ত পিপাসা। স্মরণ রাখিবেন, শরীর শীতল তথাচ রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না।

৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০, ইত্যাদি।

কলোফাইলম।

(Coulophyllum.)

এই ঔষধটীর ক্রিয়া স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুতে বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, সেই কারণ কেহ কেহ ইহাকে "স্ত্রীলোকের ঔষধ" বলেন, মাননীয় ডাক্তার ন্যাস একটী রোগীতত্ত্ব দ্বারা এই ঔষধটী বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমিও সেই রোগীতত্ত্বটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

একটী চল্লিশ বর্ষ বয়স্কা গর্ভিণী স্ত্রীলোকের হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির গাঁটগুলি ফুলিয়াছিল এবং উহাতে বাতের ন্যায় অতিশয় বেদনা হইত। ঐ যে বেদনা, উহা কেবল একমাত্র মাষ্টার্ড (রাই সরিষা গুঁড়া বিশেষ) দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে কিঞ্চিৎ উপশম হইত, ডাক্তার ন্যাস তাহাকে ৩য় শক্তির কলোফাইলম দিলেন, তাহাতে রোগিণীর অঙ্গুলির যন্ত্রণা কম পড়িয়া প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল, কাযে কাযেই ডাক্তার মহাশয় বাধ্য হইয়া ঔষধ বন্ধ করিলেন। অতঃপর প্রসব বেদনা স্থগিত থাকিয়া পুনরায় তাঁহার অঙ্গুলিগুলি ফুলিয়া উঠিল এবং যতদিন পর্য্যন্ত না তিনি সন্তান প্রসব করিলেন, অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রসবের পর দুই কিম্বা তিন দিবসের জন্য অঙ্গুলির বেদনা পুনরায় অদৃশ্য হইল। প্রসবের পর যোনিদ্বার দিয়া এক প্রকার "লালানি লালানি" তরল পদার্থ (Lochia)

নির্গত হয়, উহা দিন দিন কমিয়া যায় ; এই রোগিণীতে উহা না কমিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিল। উক্ত তরল পদার্থ অনেকটা প্যাসিভ রক্তস্রাবের (সিকেলি দেখুন) ন্যায়:কাল্‌চে। ঐ প্রকার স্রাবের সহিত রোগিণীর শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিল এবং রোগিণী বলিত যেন তাঁহার শরীরের ভিতর "গুর গুর" করিয়া কাঁপিতেছে, এই সকল উপসর্গের সহিত আবার সেই অঙ্গুলির যন্ত্রণা পুনরাগমন করিয়া রোগিণীকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তুলিল। যদিচ সর্ব্বতোভাবে কলো-ফাইলম নির্দ্দেশিত হইতেছে, তথাপি সেই প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনার ভয়ে কলোসিন্থ না দিয়া, ডাক্তার মহাশয় ক্রমান্বয়ে আর্নিকা, স্যাবিনা, সিকেল এবং সাল্ফর প্রয়োগ করিলেন কিন্তু কোন ফলই হইল না। অবশেষে ২০০ শত শক্তির কলোফাইলম প্রয়োগ করাতে রোগিণী অতি সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন "যদ্যপি আমি প্রথমে এই ঔষধটী বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই রোগিণী বৃথা এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেন না।"

বহুদিনের প্যাসিভ রক্তস্রাবে (সিকেল দেখুন) যদ্যপি কলো ফাইলমের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা এবং শরীর মধ্যে গুর গুর করিয়া কাঁপা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলোফাইলমে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহা অসহ্য আক্ষেপযুক্ত প্রসব বেদনায় ব্যবহৃত হয়, ঋতুর গোলযোগেও উক্ত প্রকারের বেদনা দৃষ্ট হইলে কলোফাইলম উত্তম।

য়্যাকটিয়া রেসিমোসা।

(Actia Racemosa,)

ইহার আর একটী নাম সিমিসিফিউগা। স্ত্রীলোকদিগের শরীরে ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্নায়ুবিধানের উপর ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া, বহু লক্ষণ উৎপন্ন করে; তন্মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ রোগীর ন্যায় হয়, সেই কারণ য়্যাকটিয়া হিষ্টিরিয়ার একটী মহোষধ। ইহাতে স্পন্দন, খেঁচুনি, আক্ষেপ, ফিট্, নানাপ্রকার মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগিণী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে কিন্তু শীত নাই। অজ্ঞান হইয়া পড়া, অনবরত কথা কহা, পুনঃ পুনঃ বক্তব্য বিষয় বদলান ইত্যাদি। রোগিণী যেন অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিরক্ত ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, অথবা চুপ করিয়া বসিয়া কিম্বা শুইয়া থাকে কিন্তু নিদ্রা হয় না। রোগিণী মনে করে যেন সে পাগল হইয়া যাইতেছে।

শিরঃপীড়া—মস্তকের ভিতর হইতে চারিদিকে এরূপ চাপনবৎ বেদনা, যেন ব্রহ্মতালুটা ফাটিয়া যাইবে কিম্বা বেদনা কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে, অথবা মাথার পশ্চাদ্দিকে বেদনাটা আটকাইয়া গ্রীবাদেশে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে।

জরায়ুতে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে ধাবিত হয়। ঋতুস্রাব অনিয়মিত, ঋতুস্রাব অত্যন্ত হইয়া থাকে, কখন কখন অতি অল্পও হয়। ঋতুসম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগের সহিত যদ্যপি বহু পরিমাণ মানসিক এবং স্নায়বিয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে য়্যাকটিয়া প্রয়োগ করা যায়। উপযুক্ত পরিমাণে ঋতুস্রাব না হইয়া যদ্যপি কোমর হইতে নিম্নে উরু পর্য্যন্ত ভারি এবং নিম্নদিকে চাপনবৎ

বেদনার সহিত বেদনা স্যাকটিয়া দূর করিতে সক্ষম। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগের সহিত বামদিকের স্তনের নিম্নভাগে বেদনা, য়্যাকটিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। জরায়ুর ব্যাধি জনিত কোমরে বেদনা এবং মেরু মজ্জার উত্তেজিতাবস্থা। জরায়ু সম্বন্ধীয় গোলযোগের সহিত শরীরে নানাস্থানে স্নায়বীয় অথবা মাংসপেশির কর্ত্তনবৎ বেদনা হইলে স্যাকটিয়া উপকারী। বাতব্যাধিতে প্রায়ই উদরে মাংসপেশিতে বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রকার স্নায়বীয় কষ্টে সিমিসিফিউগা উপকারী।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

স্যাবিনা।

(Sabina.)

স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় হইতে বহু পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে স্যাবিনা উপকারী। ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে, প্রসবের পর অথবা গর্ভস্রাব হইলে কিম্বা গর্ভস্রাবের উপক্রমে বহু পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। স্যাবিনায় রক্তস্রাব থামিয়া থামিয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ এই খানিকটা রক্তস্রাব হইয়া থামিয়া গেল, আবার কিছুক্ষণ পরে কতকটা রক্তস্রাব হইল নড়া চড়া করিলে, রক্তস্রাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্রাবিত রক্ত কাল, চাপ চাপ কিম্বা তরল এবং চাপ মিশ্রিত, চাপগুলিও কাল দেখায়। উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব প্রায়ই জরায়ুর স্বাভাবিক শক্তি কমিয়া গিয়া হইয়া থাকে, আরও কয়েকটা কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কটিদেশ হইতে নিম্নোদরের উভয় পার্শস্থ অস্থি পর্য্যন্ত বেদনা—এই লক্ষণটী স্যাবাইনার চরিত্রগত লক্ষণ। কেবল মাত্র রক্ত-স্রাবের সহিত বেদনা দৃষ্ট হয়, এমৎ নহে, যদি ঋতু সম্বন্ধীয় গোল-যোগ অথবা গর্ব্ভস্রাব হইবার উপক্রমের সহিত উক্ত কটিবেদনা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে স্যাবাইনা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। পলসেটিলার ন্যায় গরমে এবং গরম গৃহে রোগের বৃদ্ধি ও খোলা বাতাসে এবং ঠাণ্ডায় রোগের উপশম স্যাবিনায় দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের মধ্যে বিশেষত্ব এই পালসেটিলা রক্তস্রাব বৃদ্ধি করে, যে স্থলে স্যাবিনা রক্তস্রাব কমাইয়া দেয়। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় তৃতীয় মাসে স্যাবিনার চরিত্রগত কটি বেদনা হইয়া গর্ব্ভস্রাব হইবার উপক্রম হইলে, স্যাবিনা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভাইবারনম্ ওপিউলাস নামক ঔষধেও গর্ভস্রাবের উপক্রমের সহিত কটি বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্যাবিনা এবং ভাইবারনামে পার্থক্য এই, ভাইবার-নামের কটি বেদনা কটিদেশ বেষ্টন করিয়া কটি হইতে জরায়ুর মধ্যে আক্ষেপবৎ বেদনা হইয়া শেষ হইয়া থাকে, যে স্থলে স্যাবাইনার কটি বেদনা কটিদেশ হইতে নিম্নোদরের উভয় পর্শস্থ অস্থির সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত হইতে থাকে।

বাত জনিত হাতের কব্‌জি ফুলা এবং পদাঙ্গুলির গাঁইট ফুলা। উক্ত প্রকারের বাত জনিত বেদনার সহিত যদ্যপি যোনিদ্বার দিয়া বহু পরিমাণ রক্তস্রাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে স্যাবাইনা উত্তম। এ স্থলে কলোফাইলমের সহিত তুলনা করিয়া দেখা উচিত।

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ইরিজিরোন।

(Erigeron,)

মস্তকে রক্তাধিক্যের সহিত অর্থাৎ চক্ষু মুখ রক্তবর্ণতার সহিত নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। অতিরিক্ত উদ্গার এবং পাকস্থলীতে জ্বালার সহিত রক্তবমন। অর্শে জ্বালার সহিত রক্তস্রাব। মূত্রস্থলিতে পাথরির সহিত মূত্রে রক্তস্রাব। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। বিশেষতঃ নিম্নোদর হইতে রক্তস্রাবে ইরিজিরোনে আর একটী বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, "গুহ্য পথ এবং মূত্রস্থলির ভয়ানক উত্তেজিতাবস্থা" এই লক্ষণটীর দ্বারায় ইরিজি-রোনকে অন্যান্য ঔষধ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে।

৩য়, ৬ষ্ঠ ইত্যাদি ব্যবহার্য্য।

ট্রিলিয়ম

(Trillium,)

ইহাও একটী রক্তস্রাবের মহৌষধ বিশেষ। রক্তস্রাব উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে যদ্যপি ঋতুস্রাব মাসে দুইবার করিয়া হয় এবং প্রত্যেক বারে বহু পরিমাণ ঋতুস্রাব এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ট্রিলিয়ম প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। এস্থলে ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম এবং নক্সভমিকা নামক ঔষধের সহিত বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ট্রিলিয়মে চায়নার ন্যায় রক্তস্রাব জনিত ফেণ্ট হইয়া পড়া, চক্ষে ধোঁয়া দেখা, কর্ণে ভোঁ ভোঁ করা ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু

রক্তস্রাবের পর উপরোল্লিখিত দুর্ব্বলতার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, চায়না উত্তম। উক্ত প্রকার রক্তস্রাবের সহিত উরুদেশে এবং কটিদেশে শিথিল হওয়াবৎ বেদনা, রোগী উক্ত স্থানগুলি বাঁধিয়া রাখিতে চাহে।

২য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি।

মিলিফোলিয়ম ।

(Millefolium,)

মহাত্মা হানিমান বলেন, ইহাকে সেবন করিলে, মুত্রের সহিত রক্তস্রাব হয়, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়।

একোনাইটের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্ত শরীরের নানা যন্ত্র হইতে স্রাব হয় কিন্তু একোনাইটের সহিত ইহার পার্থক্য এই, মানসিক উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যু ভয় দৃষ্ট হয় না। মুত্রের সহিত রক্তস্রাব হইয়া, উহা পাত্রের তলায় একটী পিঠার ন্যায় জমিয়া থাকে।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস, মিলিফোলিয়ম সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর গল্প বলিয়াছেন, প্রয়োজনিয় বিবেচনায় আমি উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যুবা বয়সে ডাক্তার ন্যাসের নাসিকা হইতে রক্তপাত হইত, ডাক্তার টি, এল্, ব্রাউন, কয়েকবার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং ডাক্তার ন্যাসও রক্তক্ষয় জনিত দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা তাঁহাকে উক্ত বৃক্ষের মূল চর্ব্বন করিতে উপদেশ দেন, তিনিও উহা চর্ব্বন করায় শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। একদা ডাক্তার ন্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়া তথায় একটী যক্ষাক্রান্ত রোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রোগীটীর কাসির সহিত প্রত্যহ বহু পরিমাণ রক্ত উঠিত। বেড়াইতে

বেড়াইতে রোগী ডাক্তার ন্যাসকে কহিলেন, "মহাশয় কোন প্রকারে কেবল মাত্র এই রক্ত উঠা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন কি ?" ডাক্তার ন্যাস তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে হইতে উক্ত বৃক্ষের একটী শিকড় তুলিয়া তাঁহাকে চর্ব্বন করিতে দিলেন। রোগী যদিচ নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন কিন্তু উক্ত মূল চর্ব্বন করাতে তাঁহার রক্ত উঠা বন্ধ হইয়াছিল। কেবল মাত্র রক্ত উঠা বন্ধ নহে, এমন কি কাসিরও অনেক উপশম হইয়াছিল। পরে রোগী কয়েক চুবড়ি উক্ত মূল লইয়া তাঁহার দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন এবং উহাদিগকে চর্ব্বন করায় রক্ত উঠা একেবারেই বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু রোগী অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই।

মূল অরিষ্ট, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ইত্যাদি।

ডিজিটেলিস পারপিউরিয়া।

(Digitalis Perpurea,)

নাড়ী অতি ধীর গতি বিশিষ্ট—ডিজিটেলিস হৃৎপিণ্ডের উপর অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা ইহাকে হৃৎপিণ্ডের টনিক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ("টনিক" অর্থাৎ যে দ্রব্য ব্যবহারে শরীরের কোন একটী যন্ত্রের শক্তি, স্বভাব এবং ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে টনিক বলে। আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক মতে পুষ্টিকর খাদ্যই টনিক, কারণ ঔষধ বিষমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া শরীরস্থ কোন যন্ত্রকে উত্তেজিত করা অনিষ্টকর)। নাড়ী অতি ধীরে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে দ্রুত গতি বিশিষ্ট হয়, আবার ধীরে চলিতে থাকে। নাড়ী দপ্ দপ্ করিয়া চলিতেছে এবং মাঝে মাঝে দুই একটী আঘাৎ ফাঁক যাইতেছে।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন—আমি একদিবস দেখিলাম একটী লোক মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আমার আফিসের দিকে আসিতেছে। আমি প্রথমে তাহাকে মাতাল বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিতে দেখিলাম, তাহার মুখখানি বেগুনি এবং ঠোঁট্ দুটি নিল হইয়া গিয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে আনয়ন করিলাম। সে একটী চৌকিতে উপবেশন করিল কিন্তু কয়েক মিনিট কাল একেবারে কথা কহিতে পারিল না; কেবল নিশ্বাস গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। যখন সে কথা কহিতে পারিল, সে বলিল কয়েক সপ্তাহ হইতে মাঝে মাঝে তাহার এই প্রকার হইতেছে। তখন অমি তাহার বক্ষস্থলে আকর্ণন যন্ত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়া দেখিলাম, তাহার হৃৎপিণ্ডের প্রথম আঘাতের সহিত হুস্ হুস্ করিয়া জাঁতা তাওয়ার ন্যায় শব্দ হইতেছে। আরও অনুসন্ধানে জানা গেল, বাল্যাবস্থায় একবার তাহার বাত হইয়াছিল। সে বাধ্য হইয়া সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং গৃহ হইতে বাহির হইত না। আমি তাহাকে জলের সহিত কয়েক মাত্রা ২য় শক্তির ডিজিটেলিস প্রয়োগ করিলাম। কয়েক দিবস পরে হঠাৎ দেখিলাম, সেই লোকটী সাবল দিয়া তাহার বাটির সম্মুখস্থ বরফ খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিতেছে, জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, উক্ত ঔষধেই সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

একটী যুবকের "গা বমি বমি" এবং বমন হইতে আরম্ভ হইয়া তৎসহিত তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল! উক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে তাহার শরীর নেবার ন্যায় হলুদবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। সমস্ত গাত্রের চর্ম্ম এমন কি, নখগুলি পর্য্যন্ত গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিল, মল স্বাভাবিক ও সাদা কিন্তু মূত্র গাঢ় পাটকিলা রং বিশিষ্ট। নাড়ী প্রতি মিনিটে ৩০ বার করিয়া আঘাত করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে দুই অথবা একটী

আঘাত নিস্তব্ধ। এই রোগীটী পরিষ্কার ডিজিটেলিসের রোগী, ইহাকে ডিজিটেলিস দেওয়া হইয়াছিল। ঔষধটী আরম্ভ করিবার পর হইতেই তাহার মল মূত্র ইত্যাদি ক্রমে বদলাইয়া কয়েক দিবস মধ্যে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। ডিজিটেলিসের চরিত্রগত ধীর গতি বিশিষ্ট নাড়ী দেখিয়া, ডাক্তার ন্যাস তাহাকে ডিজিটেলিস দিয়াছিলেন।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইতে শোথ হইলে, ডিজিটেলিস উপকারী। বৃদ্ধদিগের হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাবশতঃ মস্তক ঘূর্ণন দেখিতে পাইলে,ডিজিটেলিস দেওয়া যাইতে পারে। ডিজিটেলিসের শোথ রোগীর গাত্রচর্ম্ম নিলাভাযুক্ত। এক কথায় বলিয়া রাখি, নাড়ী ধীর গতিবিশিষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ডিজিটেলিসকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

নাড়ী ধীর গতি বিশিষ্ট। ইহা ব্যতিরেকে নিম্নে আরও কয়েকটী ডিজিটেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ দেওয়া গেল। গাত্রচর্ম্ম বিশেষতঃ চক্ষের পাতা, ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং নখগুলি নীল। রোগী মনে করে যেন তাহার পাকস্থলিটী ভিতর দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং সে মরিয়া যাইবে। জেলসিমিয়ম নামক ঔষধে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাস অসম এবং অতীব কষ্টদায়ক এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। শরীরের সাধারণ ক্ষমতার হঠাৎ হ্রাস এবং অতীব দুর্ব্বলতা। নিদ্রার সময় মনে হয় যেন ক্রমশঃ দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং নিশ্বাস লইবার জন্য রোগী জাগ্রত হইয়া উঠে। এ কারণ রোগী ঘুমাইতে পারে না।

উদরাময়—দুর্ব্বল এবং ধীর গতি বিশিষ্ট নাড়ী, ডিজিটেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ, ইহাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। নেবার (Jaundice.) সহিত সাদা অথবা ধূসরবর্ণের মল, ডিজিটেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ।

৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি।

ক্যাক্‌টাস গ্রাণ্ডিফ্লোরাস।

(Cactus Grandiflorus.)

হৃৎপিণ্ড যেন একটী লোহার বেড়ি দ্বারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে—এই প্রকার বোধ ক্যাক্‌টাসের চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী বলে, "তাহার হৃৎপিণ্ডটী একটী কঠিন পদার্থ দ্বারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে।" এই প্রকার চাপনবৎ বোধ কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডে আবদ্ধ নহে। ইহা ক্যাক্‌টাসের চরিত্রের একটী স্বভাব বিশেষ। বক্ষস্থল, মূত্রস্থলি, গুহ্যপথ, যোনি, জরায়ু যে কোন স্থানে কঠিন দ্রব্য দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় যন্ত্রণা বোধ হইলে, তৎক্ষণাৎ ক্যাক্‌টাসকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

ক্যাক্‌টাসের চরিত্রগত উক্ত স্বভাবটীকে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য কয়েকটী ঔষধের সহিত পার্থক্য নির্ণয় করা হইল।

আইওডিন—হৃৎপিণ্ডটী যেন কেহ চটকাইতেছে। লিলিয়ম-টিগ্রিনম—পর্য্যায়ক্রমে হৃৎপিণ্ডটী একবার চাপিয়া ধরিতেছে আবার ছাড়িয়া দিতেছে। ল্যাকেসিস—নিদ্রা ত্যাগ হইলেই রোগী মনে করে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডটী সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। উপশম পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বক্ষের বস্ত্র উন্মোচন করে। আর্সেনিক—চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার সময় হৃৎপিণ্ডটী সঙ্কুচিত বোধ হয়।

অন্য কোন পীড়ার সহিত বিশেষতঃ বাতব্যাধির সহিত যদ্যপি ক্যাক্‌টাসের চরিত্রগত হৃৎপিণ্ডের এই লক্ষণটী বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যাক্‌টাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মতালুতে ভারিবোধ। যাহাদিগের হৃৎপিণ্ডের পীড়া আছে, প্রায়ই এবম্প্রকার মস্তক বেদনা, তাহাদিগের হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, নাসিকা হইতে বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব, গুহ্যদ্বার

হইতে রক্তপাত, মূত্রের সহিত রক্ত নির্গত হওয়া ও রক্তবমন ইত্যাদিতে ক্যাক্‌টাস উৎকৃষ্ট ঔষধ। এক কথায় **কোন প্রকার রক্তস্রাবের সহিত যদ্যপি হৃৎপিণ্ডের পীড়া** দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্যাক্‌টাসকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে বক্ষ সম্বন্ধে ক্যাক্‌টাসের আরও কয়েকটী মুল্যবান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষে চাপবোধ এবং নিশ্বাসে কষ্ট। রোগী মনে করে যেন নিশ্বাস গ্রহণকালে তাহার বক্ষস্থলটী প্রসারিত হইতেছে না।

সময় সময় রোগী যেন দমবন্ধ হইয়া ফেণ্ট হইয়া পড়ে এবং মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম হয় ও নাড়ীর গতি হ্রাস হইয়া যায়। চলিয়া বেড়াইবার সময় "বুক ধড়্ ধড়্" (Palpitation) করে। **বামপার্শ্বে শয়নে বুক "ধড়্ ধড়্ করা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বামহস্তে এবং বামপদে শোথযুক্ত ফুলা।**

বাত—উর্দ্ধ শাখা হইতে আরম্ভ হইয়া শরীরের সমস্ত গাঁটগুলিতে বাতের বেদনা। বাম হস্তে ঝিঁ ঝিঁ ধরা।

৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০, ইত্যাদি।

স্পাইজিলিয়া য়্যান্‌থেল্‌মিণ্টিকা।

(Spigelia Anthelmintica,)

ইহাও একটী অতি উৎকৃষ্ট হৃৎপিণ্ডের ঔষধ। বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের পুরাতন পীড়াতে ইহা অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের ভাল্বের পীড়া ; আকর্ণন যন্ত্র দ্বারা শ্রবণ করিলে হৃৎপিণ্ডের "ধুক্‌ধুকুনির" সহিত "হুস্ হুস্" করিয়া জাঁতা তাওয়ার ন্যায় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়,

এবং তৎসহিত হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত "ধড়ধড়ানি" (Palpitation)। হৃৎপিণ্ডটী এত সজোরে "ধড়্ ধড়্" করে যে, বক্ষস্থলের কম্পন চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় ও আকর্ণন যন্ত্র দ্বারা শ্রবণ না করিয়াও বক্ষের নিকটে কর্ণ লইয়া যাইলে, হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডের ধড়ধড়ানী অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে এবম্প্রকার লক্ষণযুক্ত পীড়ায় স্পাইজিলিয়া প্রয়োগে, হৃৎপিণ্ডের ধড়ধড়ানি এমন কি, ভাল্বের পীড়াও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

শরীরের বাম দিক স্পাইজিলিয়ার প্রিয় স্থান। মস্তকের বাম পার্শ্বে আধ কপালে মাথা ব্যথা। (দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে স্যাঙ্গুইনেরিয়া ও সাইলিসিয়া) মাথা ব্যথা মস্তকের পশ্চাতে, গ্রীবাদেশের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া চক্ষের ভ্রুর নিকট আসিয়া আটকাইয়া থাকে। মাথাধরা সূর্য্যোদয়ের সহিত আরম্ভ হয় এবং সূর্য্যের বৃদ্ধির সহিত মস্তক বেদনারও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া, আবার সূর্য্যাস্তের সহিত ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। সামান্য মাত্র নড়া চড়ায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা আটকাইয়া যন্ত্রণা হয়, বেদনার সহিত উক্ত নয়ন হইতে স্বচ্ছ জল নির্গত হইতে থাকে। (দক্ষিণদিক হইতে উক্ত প্রকারের জল পড়িলে চেলিডোনিয়ম ব্যবহৃত হয়) চক্ষের এক প্রকার স্নাববিয় বেদনা স্পাইজিলিয়া আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহারও স্বভাব অনেকটা স্পাইজিলিয়ার মাথাব্যথার ন্যায়। রোগী মনে করে যেন তাহার চক্ষুটী অক্ষি কোটর অপেক্ষা অনেক বড়। চক্ষে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা, উক্ত বেদনা গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। স্পাইজিলিয়ার যন্ত্রণা, গোলমালে, নড়াচড়ায়, নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হওয়াও স্পাইজিলিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। নড়াচড়ায় বৃদ্ধি; ব্রাইওনিয়া, ক্যালমিয়া, নেট্রাম মুর

এবং স্যাকটিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, গোলমালে বৃদ্ধি বেলেডোনার লক্ষণ, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি চায়না। পৃথক পৃথক লক্ষণগুলি বিচার করিলে অনেকগুলি ঔষধ স্মৃতীপথে আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু একাধারে সকল-গুলি দৃষ্ট হয় না, ইহাই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচনের উপায়।

আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া।

(Kalmia Latifolia,)

ডাক্তার হেরিং বলেন হৃৎপিণ্ডের ব্যাধিতে স্পাইজিলিয়ার পর ক্যালমিয়া সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। এই উভয় ঔষধ মুখমণ্ডলস্থ স্নায়বিয় বেদনায় বিশেষ উপকারী। অধিকাংশ সময় ক্যালমিয়া দক্ষিণদিকের এবং স্পাইজিলিয়া বামদিকের স্নায়বিয় যন্ত্রণায় ব্যবহৃত হয়। উভয় ঔষধে, চক্ষু ফিরাইলে চক্ষের বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, ক্যালমিয়ায় চক্ষে আড়ষ্টতা দেখিতে পায়া যায়, কিন্তু স্পাইজিলিয়ার রোগী মনে করে, তাহার চক্ষু এত বড় হইয়াছে যে অক্ষি কোটরে স্থান পাইতেছে না। উভয় ঔষধই বাতব্যাধি জনিত হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়! উভয় ঔষধেরই হৃৎপিণ্ডের দপ্‌দপানি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যালমিয়ায় কখন কখন ডিজিটেলিসের ন্যায় ন্যাড়ী ধীর গতি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ক্যালমিয়ার বাত ব্যাধি ক্যাক্টাসের ন্যায়, উপর অঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ নিম্নদিকে প্রসারিত হয়; (লিডাম নামক ঔষধে নিম্ন হইতে উচ্চে) আরও, ক্যাল-মিয়ার বেদনা হঠাৎ একস্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবিত হয়। কোন

প্রকার বাতব্যাধিতে যদ্যপি বেদনা একস্থান হইতে অপর স্থানে সরিয়া বেড়ায় এবং তৎসহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়া বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পলসেটিলার পরিবর্ত্তে ক্যালমিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ক্যালমিয়ার বেদনা প্রায়ই, বামহস্তের উপর হইতে নিম্নদিকে প্রসারিত হয়।

কেবল মাত্র মুখমণ্ডলের স্নায়বিয় বেদনায়, ইহার সহিত স্পাইজিলিয়ার নিকট সম্বন্ধ কিন্তু ক্যালমিয়ার হ্রাস বৃদ্ধি ও শরীর মধ্যস্থ ইহার প্রিয় স্থানের সহিত স্পাইজিলিয়াকে তুলনা করিয়া দেখিলে, ক্যালমিয়া এবং স্পাইজিলিয়ার অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্পাইজিলিয়ার ন্যায় ক্যালমিয়ায় মস্তক বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় না। স্নায়বিয় বেদনার সহিত পীড়িত স্থানে দুর্ব্বলতা ক্যালমিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। একোনাইট, ক্যামোমিলা, ন্যাফাইলম এবং প্ল্যাটিনার ন্যায় বেদনাযুক্ত স্থানে ঝিঁ ঝিঁ ধরা দেখিতে পাইলে ক্যালমিয়াকে স্মরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। শরীরের কোন্ স্থান, কোন্ ঔষধের প্রিয় এবং প্রত্যেক ঔষধের বিশেষত্ব গুলি উত্তমরূপে বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিলে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচনে বিশেষ কষ্ট হয় না।

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ইপিকাকুয়ানা।

(Ipecacuanah,)

"অনবরত গা বমি বমি করা"—এই লক্ষণটী ইপিকাকের স্বভাব। বমন হইয়া যাইলেও ইহার নিবৃত্তি হয় না। বমন হইবার পূর্ব্বে এবং পরে সমানভাবে "গা বমি বমি" করে; ভোজনের অনিয়ম জনিত খাদ্যদ্রব্য উত্তম পরিপাক না হওয়ায়, অনেক সময় এই প্রকার হইয়া

থাকে। এরূপ স্থলে পলসেটিলার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যাদি ভোজন করিয়া অজীর্ণ হইলে, উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়। এই স্থলে পলসেটিলা এবং ইপিকাক সম্বন্ধে একটু পার্থক্য দেখাইয়া দেওয়া যাউক। ইপিকাকে অনবরত বিবমিষা আছে কিন্তু পালসেটিলায় নাই। উদর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য গুলি বর্ত্তমান থাকিলে পলসেটিলা উপকারী এবং উক্ত পদার্থগুলি বহির্গত হইয়া যাইবার পর পীড়া হইলে, ইপিকাক উত্তম। পলসেটিলায় এন্টিমোনিয়ম ক্রুডমের জিহ্বার ন্যায়, রোগীর জিহ্বায় গাঢ় ময়লা পড়িয়া থাকে কিন্তু ইপিকাকের জিহ্বায় অতি পাতলা ময়লা পড়ে অথবা জিহ্বা একেবারে পরিষ্কার থাকে, বমনের সহিত পরিষ্কার জিহ্বা এবং ক্রমির লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, ইপিকাকের পরিবর্ত্তে সিনা বিশেষ উপকারী। উক্ত প্রকার অবস্থার সহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়া থাকিলে ডিজিটেলিস। আর একটী ইপিকাকের চরিত্রগত লক্ষণ এই, ইপিকাক উদরস্থ সমস্ত অন্ত্রগুলি আক্রান্ত করে ও রোগী মনে করে যেন তাহার পাকস্থলী ও অন্ত্রগুলি ঢিলা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

শিরঃপীড়া—বিবমিষার সহিত মাথাধরা। অগ্রে বিবমিষা হইয়া পরে মাথা ধরে এবং মাথাধরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিবৃত্তি হয় "গা বমি বমি" করে। রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার হাড়গুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। উক্ত প্রকারের বেদনা রোগীর জিহ্বার মূলদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় ও "গা বমি বমি" করে। এই প্রকারের শিরঃপীড়া বাত-ব্যাধির সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পাকস্থলির গোলযোগের সহিত শিরঃপীড়া। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইয়া তৎসহিত বিবমিষা।

শ্বাস যন্ত্রের কোন পীড়ার সহিত "গা বমি বমি" করা, কোন প্রকার রক্তস্রাবের সহিত বিবমিষা, জ্বর রোগের সহিত "গা বমি বমি করা" ইত্যাদিতে ইপিকাক উপকারী। বিবমিষা ইপিকাকের স্বভাব। কোন

প্রকার রোগের সহিত অনবরত কষ্টকর বিবমিষা। কিছুতেই বিবমিষার নিবৃত্তি হয় না, এমন কি বমন হইলেও বিবমিষার নিবৃত্তি হয় না। শূন্য উদ্গার, মুখ দিয়া জলউঠা, মুখে বহু পরিমাণ লালা জমা, এই লক্ষণগুলির সহিত অনবরত বিবমিষা থাকিলে ইপিকাক উৎকৃষ্ট ঔষধ। "গা বমি বমি" করার সহিত মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু বসা এবং চক্ষের চারিদিকে কালিমা পড়া, বমনের পর রোগীর তন্দ্রাবেশ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলিও ইপিকাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বাস যন্ত্রের উপরও ইপিকাকের সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফুস্‌ফুসের মধ্যে বহু পরিমাণে শ্লেষ্মা জমিয়া রোগীর দম বন্ধের ন্যায় হয়। বক্ষে অত্যন্ত ভার বোধ, গলা "সাঁই সাঁই" করে এবং রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়। (এন্টিম টার্টে গলা ঘড়্ ঘড়্ করে)। বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা জমিয়া অত্যন্ত কাসি অথবা হাঁপানির ন্যায় টান হইতে থাকে। হাঁপানি ও ঘুংড়িকাসির প্রথম অবস্থায় ইপিকাক সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

এক প্রকার দম আটকান কাসিতে ইপিকাক বিশেষ উপকারী। বালক কাসিতে কাসিতে শক্ত হইয়া যায়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করে। ঘুংড়ি কাসিতে বালক অত্যন্ত কাসে, এমন কি কাসির চোটে রোগীর নাক অথবা মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়ে, বমন হয়, দম আটকায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত এবং বিবর্ণ হইয়া যায়।

বালকদিগের নিউমোনিয়ায় ফুস্‌ফুস্ শ্লেষ্মায় পূর্ণ, দ্রুত এবং "সাঁই সুই" শব্দকারী নিশ্বাস প্রশ্বাস, মুখমণ্ডল মলিন, শরীর নীলবর্ণ, এই লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, ইপিকাক প্রযোজ্য। বৃদ্ধদিগের পুরাতন হাঁপানি, ইপিকাক প্রয়োগে উপশম হয়।

ইপিকাক রক্তস্রাবেরও একটী মহৌষধ বিশেষ। শরীরে কোন ছিদ্র যথা, নাসিকা, মুখ, গুহ্যদ্বার, জরায়ু, ফুস্‌ফুস্ ইত্যাদি কোন একটী স্থান হইতে রক্তস্রাবে ইপিকাক ব্যবহার হইতে পারে। ক্রোটেলাস

নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইপিকাকের রক্তস্রাব **উজ্জ্বল রক্তবর্ণ** এবং পচা পচা নহে। সালফিউরিক এসিডেও শরীরের প্রায় সকল ছিদ্র হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্ব্বাচিত হইবে। প্রভূত পরিমাণ উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তস্রাব দেখিলে, তখনই ইপিকাককে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস, রক্তস্রাবের কতকগুলি উৎকৃষ্ট ঔষধ একাধারে দেখাইয়াছেন। আমিও প্রয়োজনীয় বিবেচনায় উহাদিগকে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ইপিকাকুয়ানা—প্রভূত পরিমাণে উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তস্রাবের সহিত নিশ্বাস প্রশ্বাস ভারি ও বিবমিষা।

একোনাইট—উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তস্রাবের সহিত মৃত্যু ভয় ও মানসিক উৎকণ্ঠা।

আর্নিকা—শারীরিক ক্লান্তি অথবা আঘাতাদি জনিত রক্তস্রাব।

বেলেডোনা—রগের উভয় পার্শ্বের শিরা দুইটীর উল্লম্ফন ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং উত্তপ্ত রক্তস্রাব।

কার্ব্বো ভেজিটেবলিস—সমস্ত শরীর হিমাঙ্গ ও অবসন্ন, রোগী অনবরত মাথায় বাতাস চাহে মুখমণ্ডল মলিন, মৃতের ন্যায় ও রক্তস্রাব।

চায়না—অত্যন্ত রক্তস্রাব এবং রক্তস্রাব জনিত দুর্ব্বলতা, কর্ণের ভিতর "ভোঁ ভোঁ" করা এবং ফেণ্ট হইয়া যাওয়া।

ক্রোকাস—কাল কাল সুতার ন্যায় জমাট রক্তস্রাব।

ফেরাম—রক্তস্রাব কতকটা জমা, কতকটা পাতলা। রক্তস্রাবের সহিত রোগীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত রক্তবর্ণ অথবা পর্য্যায়ক্রমে রক্তবর্ণ ও মলিন।

হাইওসাএমাস—রক্তস্রাবের সহিত বিকার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাংসপেশী-গুলির নৃত্য।

ল্যাকেসিস—রক্তস্রাব পচা ও তাহাতে খড় পোড়া কয়লার ন্যায় তলানি পড়া।

ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স এবং সালফিউরিক এসিড—শরীরের সকল ছিদ্র হইতে কালবর্ণের তরল রক্তস্রাব।

নাইট্রিক এসিড—উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তস্রাব।

ফস্ফরাস—এমন কি সামান্য ক্ষত অথবা টিউমার হইতেও অনবরত রক্তস্রাব। রক্তস্রাব হইবার প্রবণতা।

প্ল্যাটিনা—কতকটা তরল এবং কতকটা কাল, শক্ত ও জমাট রক্তস্রাব।

পালসেটিলা—থামিয়া থামিয়া রক্তস্রাব হওয়া।

সিকেল—দুর্ব্বল রুগ্ন "কণ্ঠাসার" স্ত্রীলোকদিগের কালবর্ণের রক্তস্রাব।

সালফার—শরীরে সোরা ধাতু বর্ত্তমান থাকিলে অথবা উপযুক্ত ঔষধে ফল না হইলে, ইহাকে প্রয়োগ করা যায়।

আরও অনেক রক্তস্রাবের ঔষধ আছে। রক্তস্রাব একটী লক্ষণ মাত্র, অন্যান্য আনুসঙ্গিক লক্ষণগুলির সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উপরোল্লিখিত ঔষধগুলির মধ্যে অন্যান্য আনুসঙ্গিক লক্ষণ দ্বারায় যদ্যপি ইপিকাক নির্দ্দেশিত হয়, তাহা হইলে রক্তস্রাব বন্ধ করিতে ইপিকাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ইপিকাক সবিরাম জ্বরের একটী মহৌষধ বিশেষ। মাননীয় ডাক্তার জার তাঁহার ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা যে পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিতেছেন যে সবিরাম জ্বরে অন্য কোন ঔষধ উপযুক্তরূপে নির্দ্দেশিত না হইলে, প্রায় প্রত্যেক রোগীকে আমি প্রথমে ইপিকাক প্রয়োগ করিয়া থাকি ইহাতে বৃথা সময় নষ্ট না হইয়া, রোগী সম্পুর্ণ আরোগ্য লাভ করে অথবা অন্য ঔষধ নির্দ্দেশিত হয়। হোমিওপ্যাথিক মতানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, কখনই হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোন

ফল হইতে পারে না। অতএব আলস্যতা বশতঃ উত্তমরূপে "লক্ষণ না মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করাকে" বৃথা সময় নষ্ট করিয়া অযথা রোগীকে কষ্ট দেওয়া বলিতে পারা যায় না কি? আমার বোধ হয়, যে দেশে মাননীয় ডাক্তার জার চিকিৎসা করিতেন, তথায়ঃঅধিকাংশ সবিরাম জ্বর রোগী ইপিকাকে নির্দ্দেশিত হইত, সেই কারণে তিনি উক্ত মত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রায়ই প্রত্যেক রোগীতে একটী হইতে তিনটী চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য লক্ষণগুলি আনুসঙ্গিক। কেবলমাত্র চরিত্রগত লক্ষণ গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, চিকিৎসা করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। নিম্নে কয়েকটী ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ দেওয়া হইল।

ইপিকাক—জ্বরের সকল অবস্থাতেই অত্যন্ত বিবমিষা।

আর্সেনিকম—জ্বরের প্রত্যেক অবস্থা সামঞ্জস্য বিহিন অর্থাৎ শীত, তাপ ও ঘর্ম্মের কোন ঠিক নাই। অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু অল্প অল্প জল পান করে।

ইউপেটোরিয়ম পারফ—জ্বরের সময় শরীরের সমস্ত অস্থিগুলিতে অত্যন্ত বেদনা। শীতাবস্থার শেষে পিত্তবমন। জ্বর প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকার মধ্যে আরম্ভ অথবা বৃদ্ধি হয়।

ইগ্নেসিয়া—শীতাবস্থার সহিত মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। রোগীকে আগুনের উত্তাপ বড়ই ভাল লাগে। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে।

ক্যাপ্সিকম—পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বের দুইখানি অস্থি, যাহার সহিত হস্ত দুইটী সংযোজিত হইয়াছে এবং সচরাচর যাহাকে স্ত্রীলোকেরা "ডানা" বলিয়া থাকে, উক্ত স্থান হইতে শীত আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

নক্সভমিকা—এমন কি, অত্যন্ত জ্বরের উত্তাপের সহিতও শীত বোধ হয়। রোগী গাত্রচর্ম্ম একেবারেই উন্মোচন করিতে পারে না।

নেট্রাম মিউর—কুইনাইনের অপব্যবহারের পর জ্বর। প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকার মধ্যে শীত হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়। জ্বরের উত্তাপের সহিত অত্যন্ত শীড়পীড়া, ঘর্ম্ম-হইলে শীরঃপীড়ার লাঘব হইতে থাকে।

হ্রাসটক্স—শীতাবস্থায় কাসি, জ্বরের সময় অস্থিরতা ও জীহ্বা শুষ্ক। অস্থিরতায় রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে ও উহাতে রোগী উপশম বোধ করে।

পডোফাইলম—শীত এবং তাপাবস্থায় রোগী অত্যন্ত বকাবকি করে। রোগীর গাত্রচর্ম্ম হলুদবর্ণ (নেবা, Jaundice)।

এন্টিমনিয়ম টার্ট—তাপ এবং ঘর্ম্মাবস্থায় রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে অথবা তাহার ঘুম পায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রত্যেক ঔষধের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ। যদি এই লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে আরও অনেক লক্ষণ আছে তথাচ এই লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বপ্রকার জ্বরে উপরোল্লিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

উদরাময়—মল সবুজ বর্ণ ঘাস ছেঁচা অথবা শাক ছেঁচার ন্যায়। মল ফেনাযুক্ত, পাতলা গুড়ের ন্যায়।

অনবরত বিবমিষা দ্বারা ইপিকাককে চিনিতে পারা যায়, অতএব যে স্থলে অনবরত বিবমিষা দেখিতে পাওয়া যায় সেই স্থলেই ইপিকাককে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। বহুদিবসের পুরাতন উদরাময়ে ইপিকাক অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বালকদিগের কলেরায় ইপিকাকের পর প্রায়ই আর্সেনিক প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে।

এণ্টিমনিয়ম টার্টারিকম।

(Antimonium Tartaricum.)

ইপিকাকের ন্যায় এণ্টিমনিয়মেও বিবমিষা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইপিকাকের ন্যায় বমনেচ্ছা নিরবচ্ছিন্ন নহে। বমনের পর উপশম এণ্টিম টার্টের চরিত্রগত লক্ষণ। বমনের পর কিছুক্ষণের জন্য বিবমিষা ইত্যাদির নিবৃত্তি হয় এবং রোগী যেন ঘুমাইয়া পড়ে। এণ্টিম টার্ট কলেরার একটী মহৌষধ বিশেষ ; যে স্থলে বিবমিষা, বমন, শীতল ঘর্ম্ম, অবসন্নতা, তন্দ্রাবেশ বা অজ্ঞানতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক বার বমনের পর রোগী অল্প সময়ের জন্য একটু সুস্থ বোধ করে ও তন্দ্রাচ্ছন্নবৎ হয়, সেই স্থলে প্রত্যেক বার বমনের পর একবার করিয়া ৩০ শক্তির এণ্টিম টার্ট প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

ফুসফুসের উপর এণ্টিম টার্টের অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ফুস্‌ফুসের রোগে এণ্টিম টার্ট বিখ্যাত ঔষধ। ফুসফুসের যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন—ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, ঘুংড়ি কাসি, হাঁপানি ইত্যাদিতে যদ্যপি ফুসফুস মধ্যে প্রভূত পরিমাণে শ্লেষ্মা জন্মে এবং বক্ষ মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয় ও কাসিলে কিছু না উঠে, তাহা হইলে এণ্টিম টার্ট অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত বক্ষমধ্যে এত ঘড় ঘড় শব্দ হয় যে, মনে হয় যেন কাসিবামাত্র বহু পরিমাণ শ্লেষ্মা উঠিবে কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই উঠে না। তন্দ্রাবস্থা, নিদ্রাচ্ছন্ন ভাব, এই লক্ষণটীও এণ্টিম টার্টের চরিত্রগত লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণের সহিত এণ্টিম টার্টের চরিত্রগত তন্দ্রাচ্ছন্নভাব দৃষ্ট না হইলে, এণ্টিম টার্টে প্রায়ই ফলোদয় না। উক্ত তন্দ্রাচ্ছন্নভাব ক্রমশঃ অজ্ঞানতায় পরিণত হয়। ইহা ফুসফুসের ব্যাধি, শিশু-কলেরা, কলেরা, সবিরাম জ্বর ইত্যাদি অনেক

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস।

(Sanguinaria Canadensis.)

সাঙ্গুইনেরিয়া শিরঃপীড়ার মহৌষধ। ইহার যন্ত্রণা স্পাইজিলিয়ার ন্যায় মস্তকের পশ্চাৎভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ চক্ষের উপরিভাগে আসিয়া যন্ত্রণা দিতে থাকে। ইহাদিগের বিশেষত্ব এই, উক্ত প্রকারের বেদনা যদ্যপি বাম পার্শ্বে হয়, তাহা হইলে স্পাইজিলিয়া এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে সাঙ্গুইনেরিয়া ব্যবহার্য্য। উপরোল্লিখিত বিশেষত্ব ব্যতিরেকে আরও কতকগুলি লক্ষণ স্যাঙ্গুইনেরিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্পাইজিলিয়ায় নাই। স্যাঙ্গুইনেরিয়ার রোগীর শিরঃপীড়ার সহিত "গা বমি বমি" করে, বমন হয়, এবং রোগী নিস্তব্ধ ভাবে, অন্ধকারে ও একক থাকিতে ভালবাসে।

কঠিন নিউমোনিয়া অথবা ব্রঙ্কাইটিসের পর কিছুতেই কাশি আরোগ্য হইতেছে না, প্রতিদিন উভয় গণ্ড রক্তবর্ণ হয় ও "ঘুস ঘুসে" জ্বর হয়। **কাসি তরল, কাসিবার সময় অত্যন্ত শ্লেষ্মা উঠিয়া থাকে, শ্লেষ্মা অতীব দুর্গন্ধযুক্ত, রোগী নিজে তাহার শ্লেষ্মার দুর্গন্ধের জন্য বিরক্ত হয়**: সকলেই মনে করে রোগীর ক্ষয় কাস জন্মিল। রোগী কখন কখন বক্ষ মধ্যস্থিত অস্থি খানির পশ্চাতে বেদনা অনুভব করে। এ প্রকার বহু রোগী স্যাঙ্গুইনেরিয়া সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ দিকের ফুস ফুস স্যাঙ্গুইনেরিয়ার প্রিয় স্থান। ইহা কি পুরাতন, কি নূতন ব্যাধিতে দৃষ্ট হইলে, স্যাঙ্গুইনেরিয়াকে স্মরণ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। টাইফয়েড জ্বরের সহিত নিউমোনিয়া, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট দৃষ্ট হইলে, স্যাঙ্গুইনেরিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দক্ষিণস্কন্ধে এবং হস্তে বাত জনিত বেদনা, রোগী হস্ত তুলিতে পারে না, রাত্রে যন্ত্রনার বৃদ্ধি। এই লক্ষণটীও স্যাঙ্গুই-নেরিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। দুই চারি মাত্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়া সেবনে এ প্রকার বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর সময় রোগিণীর শরীরে যেন "আগুনের হলকা" বহিয়া যায়, হস্ত ও পদের পাতা গরম। সালফর এবং ল্যাকেসিসে কৃতকার্য্য না হইলে, অনেক সময় স্যাঙ্গুইনেরিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ফস্ফরিক এসিড।

(Phosphoric Acid.)

ফস্ফরিক এসিডের রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত পাতলা এবং লম্বা হইয়া উঠে এবং তজ্জনিত রোগী একটু কুব্জ হইয়া যায়। যে সকল বালকদিগের শরীরে এই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম (পাঠ ইত্যাদি) করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। উক্ত প্রকার স্কুলের ছাত্রদিগের শিরঃপীড়ায় ফস্ফরিক এসিড অতীব উপকারী।

অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, অবৈধ ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া মানসিক পীড়া। সামান্য কারণে জীবনে হতাশ, কিছুই ভাল লাগে না। রোগী যেন সর্ব্বদাই দুঃখিত, যেন তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সমস্ত শরীরে দুর্ব্বলতা। রোগী দুঃখে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি এবং অবসন্নতা মাখান। চক্ষে এবং মুখমণ্ডলে নিরাশা চিহ্ন স্পষ্টরূপে

অভিব্যক্ত হয়। মস্তকের চুলগুলি শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া যায়। এ প্রকার বহুরোগী ফস্ফরিক এসিড সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ফস্ফরিক এসিড স্নায়ুমণ্ডলির অবসন্নতা উৎপাদন করে। টাইফয়েড ইত্যাদি পীড়ায়, রোগী যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার চতুর্দ্দিকে যাহা ঘটিতেছে কিছুই বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাহাকে সজাগ করিলে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত কথা কহে। এই স্থলে কয়েকটী ঔষধের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আর্ণিকা এবং ব্যাপ্টিসিয়া নামক ঔষধেও অজ্ঞানতা দৃষ্ট হয়। আর্ণিকা এবং ব্যাপ্টিসিয়ার রোগীকে জাগরিত করিলে, কথা কহিতে কহিতে কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আর্ণিকা এবং ব্যাপ্টিসিয়ার রোগীর অজ্ঞানাবস্থা অনেকটা এক বটে, কিন্তু ব্যাপ্টিসিয়ার ন্যায় আর্ণিকার রোগীর শরীরস্থ জলীয় পদার্থ পচনশীল নহে, অর্থাৎ মল, মূত্র, কিম্বা শরীরের ঘর্ম্ম অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ যুক্ত নহে; কিন্তু ফস্ফরিক এসিডে উপরোল্লিখিত উভয় লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। অজ্ঞানতার অধিকারে উপরোল্লিখিত ঔষধগুলির মধ্যে কেহই ওপিয়মের সমকক্ষ নহে, ওপিয়মের চরিত্রগত নিশ্বাস প্রশ্বাস, মুখমণ্ডল, ফস্ফরিক এসিড হইতে অনেক পৃথক। হ্রাসটক্স, হাইওসায়েমাস, নক্স মস্কাটা ইত্যাদি ঔষধেও অজ্ঞানতা দৃষ্ট হয়, উপযুক্ত স্থানে উহাদিগকে পাঠ করিয়া, পার্থক্য নির্ণয় করুন।

কথা কহিলে বক্ষে দুর্ব্বলতা বোধ করে, এই লক্ষণটী ষ্টানাম নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়। এক মাত্র এই লক্ষণটী অবলম্বন করিয়া, চিকিৎসা করিলে ভ্রম হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। লম্বা, পাতলা, কুব্জ লোকের অথবা ফস্ফরিক এসিডের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণের সহিত উপরোল্লিখিত দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হইলে, তখন ফস্ফরিক এসিড প্রযোজ্য। এবম্প্রকার বক্ষের দুর্ব্বলতার সহিত কাসি এবং শ্লেষ্মা উঠিতে থাকিলে

ফস্ফরিক এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফস্ফরিক এসিডের শ্লেষ্মা পুঁযের ন্যায় বহু পরিমাণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত, ষ্ট্যানামের শ্লেষ্মা গাঢ় ভারি এবং মিষ্ট আস্বাদযুক্ত। ফস্ফরিক এসিডে প্রস্রাব বহু পরিমাণ এবং পরিষ্কার জলবৎ অথবা দুগ্ধের ন্যায় সাদা হইয়া থাকে। স্নায়ু মণ্ডলীর অবসন্নতা জনিত বহু পরিমাণে পরিষ্কার জলের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে। প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে ফসফেট্ নামক পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলে, প্রস্রাবের বর্ণ সাদা হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় শরীর মধ্যস্থ স্নায়ু ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। জেলসিমিয়মের ন্যায় ফস্ফরিক এসিডেও অধিক পরিমাণ প্রস্রাব হইলে, শিরঃপীড়ার লাঘব হইয়া থাকে। ইগ্নেসিয়া এবং ফস্ফরিক এসিড উভয় ঔষধেই বহু পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া থাকে। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ইগ্নেসিয়া হিষ্টিরিয়া ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তি দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কিন্তু ফস্ফরিক এসিডের শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম স্বতন্ত্র।

উদরাময়—সাদা অথবা হলুদবর্ণ, জলবৎ তরল মলযুক্ত উদরাময়ে ফস্ফরিক এসিড একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা তরুণ এবং পুরাতন উভয় প্রকার উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ফস্ফরিক এসিডের উদরাময়ে একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়। রোগী উদরাময় সত্ত্বেও কোন প্রকার শারীরিক দুর্ব্বলতা অথবা উদরে বেদনা বোধ করে না, পরন্তু মোটা হইতে থাকে।

সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

মিউরিয়েটিক এসিড।

(Muriatic Acid)

ইহা টাইফয়েড জ্বরের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাকে মৃতসঞ্জিবণী আখ্যা প্রদান করিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফস্ফরিক এসিড অপেক্ষা অধিক সঙ্কটাপন্ন রোগীতে ইহা সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। কার্ব্বো ভেজিটে-বলিসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

টাইফয়েডাদি ব্যাধির যে অবস্থায়, যে যে লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, মিউরিয়েটিক এসিড সুন্দর কার্য্য করে. নিম্নে মহাত্মা হেরিং, ন্যাস ইত্যাদি চিকিৎসক লিখিত সেই লক্ষণগুলি দেওয়া হইল। শরীর মধ্যস্থ তরল পদার্থের পচনাবস্থা, অসাড়ে মলত্যাগ, রোগী প্রস্রাব করিবার সময় বাহে করিয়া ফেলে, মল কাল এবং পাতলা অথবা গুহ্য দ্বার দিয়া তরল এবং কাল রক্তস্রাব হয়। মুখমধ্যে কালচে নীল বর্ণের ক্ষত। রোগী জ্ঞান শূন্য। রোগী গোঙাইতে থাকে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ বিছানার নিম্ন দিকে নামিয়া পড়ে। নিম্ন মাড়ি ঝুলিয়া পড়ে, জিহ্বা অসাড় ও একখণ্ড শুষ্ক চর্ম্মবৎ এবং স্বাভাবিক জিহ্বা অপেক্ষা প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছোট, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং চলিতে চলিতে থামিয়া যায়।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, টাইফয়েড জ্বরে এইরূপ অবস্থা বড়ই ভীতিপ্রদ। এপ্রকার রোগীর জীবন রক্ষার্থে ব্র্যাণ্ডি, কুইনাইন ইত্যাদি লোক দেখান উত্তেজক ঔষধ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র মাংসের যুষ (Broth), দুগ্ধ, ওটমিল (Oat-meal), গ্রুয়েল

(Gruel) এবং মিউরিয়েটিক এসিড যথেষ্ট। উপরোল্লিখিত চিকিৎসায় রোগ পুনরাক্রমনের কোন ভয় না থাকিয়া, রোগী অতি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাসের এই ঔষধটীর উপর এত বিশ্বাস যে, তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছেন উপরোল্লিখিত অবস্থায় মিউরিয়েটিক এসিড প্রয়োগ করিবার পর রোগীর আত্মীয় স্বজন যদ্যপি উৎকণ্ঠিত হয়, তাহা হইলে যে কোন প্রকারে তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিবেন। তিনি আরও বলিতে-ছেন, এরূপ স্থলে চিকিৎসকের উপস্থিত বুদ্ধি না থাকিলে, অনেক সময় অধিকতর বিপদ হইবার সম্ভাবনা। চিকিৎসক বিচলিত হইলে এ প্রকার রোগীর জীবন রক্ষা নিতান্ত কঠিন।

অর্শ রোগেও মিউরিয়েটিক এসিড ব্যবহৃত হয়। অর্শ ফুলা এবং নীল রং বিশিষ্ঠ উহাতে এত স্পর্শাসহিষ্ণুতা যে, এমন কি বস্ত্রের স্পর্শও সহ্য করিতে পারে না।

অতি সহজে গুহ্যপথটী বাহির হইয়া পড়ে। এমন কি প্রস্রাব করিবার সময় অথবা বায়ুত্যাগ করিবার সময় গুহ্যপথটী বাহির হইয়া পড়ে।

মূত্রস্থলির দুর্ব্বলতা, প্রস্রাব নির্গত করিবার চেষ্টা করিলেই, গুহ্যপথটী বাহির হইয়া পড়ে।

জননেন্দ্রিয়ে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, বস্ত্র অথবা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা স্পর্শিত হইলে সহ্য না।

উদরাময়—মিউরিয়েটিক এসিডের উপরোল্লিখিত টাইফয়েড লক্ষণ-গুলিই প্রধান। উদরাময় উহারই একটী আনুসঙ্গিক লক্ষণ বিশেষ। অর্শরোগের সহিত উদরাময়, মলত্যাগ কালে অর্শের বলিগুলি বাহির হইয়া পড়ে. অর্শের বলিগুলি নীল অথবা কাল এবং বেগুনি রং বিশিষ্ট। প্রধানতঃ রুগ্ন বালকদিগের উপরোল্লিখিত প্রকারের অর্শরোগে মিউরি-

য়েটিক এসিড বিশেষ ফলপ্রদ। হ্রাস এবং ব্রাইওর পর মিউরিয়েটিক এসিড সুন্দর কার্য্য করে।

৩০ ও ২০০ শত শক্তি সচরাচর ব্যবহার্য্য।

নাইট্রিক এসিড।

(Nitric Acid.)

সিফিলিস রোগে, এলোপ্যাথিক, হাকিমি অথবা অন্য কোন চিকিৎসা দ্বারা যদ্যপি পারদ ব্যবহার করিয়া কুফল হয়, তাহা হইলে নাইট্রিক এসিড একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অন্য কোন কারণে পারদের অপব্যবহারে হিপার সালফর, ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মিউকাস মেম্ব্রেনের উপর নাইট্রিক এসিডের সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। (শরীরস্থ প্রত্যেক ছিদ্রের যথা, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মুখ, গলনলি, গুহ্যপথ, যোনি লিঙ্গ ইত্যাদির অভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকস্থ দেওয়ালের গাত্র ঈষৎ রক্তাভ একখানি পর্দ্দার দ্বারা আবৃত; সেই কারণ মুখ এবং অন্যান্য শরীরস্থ ছিদ্রের অভ্যন্তর রক্তাভ, উক্ত আবরণ হইতে একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ "যথা—চক্ষের পিঁচুটি ইত্যাদি" ক্ষবিত হয়, ইহাকে ডাক্তারি ভাষায় মিউকাস কহে এবং উপরোল্লিখিত আবরণ হইতে মিউকাস ক্ষরিত হয় বলিয়া, উহাদিগের নাম মিউকাস মেম্ব্রেন [mucus membrane])। যে স্থলে মিউকাস ঝিল্লি এবং গাত্রচর্ম্ম উভয়ে মিলিত হইয়াছে, উক্ত স্থানে নাইট্রিক এসিডের কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মুখের কোণ, ওষ্ঠ ইত্যাদি ফাটা ফাটা কিম্বা ক্ষত। মুখ মধ্যে ক্ষত, মুখ হইতে অত্যন্ত লালা নিঃসরণ, দাঁতের মাড়িগুলি ফুলা,, মুখে দুর্গন্ধ। উক্ত প্রকার মুখ-ক্ষতে,মার্কুরিয়স দ্বারা কোন উপকার না হইলে,নাইট্রিক এসিড উত্তম।

সিফিলিস রোগে পারদাদি ব্যবহার দ্বারা মুখক্ষত হইলে, অথবা দাঁতের

গোড়াগুলি ফুলিয়া উঠিলে এবং উক্ত রোগ গলা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে আরম্ভ হইলে, নাইট্রিক এসিড প্রথমে ব্যবহার্য্য।

প্রস্রাবে অতিশয় দুর্গন্ধ। নাইট্রিক এসিড, বেনজয়িক এসিড এবং সিপিয়া এই তিনটী ঔষধেই, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বেনজয়িক এসিডের মূত্রের রং গাঢ় এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মুত্র-গন্ধ বিশিষ্ট। সিপিয়ার মুত্রে টক গন্ধ। নাইট্রিক এসিডের মুত্রের রং গাঢ় এবং উহা ঘোড়ার মুতের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট।

গুহ্যদ্বার ফাটা ফাটা, ক্ষতবৎ বোধ, অর্শের বলি বাহির হইয়া পড়ে এবং উহা হইতে রক্তপাত হয়। নাইট্রিক এসিডের আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, এমন কি অতি নরম মলও নির্গত হইবার সময় গুহ্যদ্বারে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। রোগী মলত্যাগ করিবার পর বহুক্ষণ যাবৎ অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। এই লক্ষণটী দ্বারায় নক্সভমিকা হইতে ইহাকে পৃথক করা যাইতে পারে, কারণ নক্সভমিকায় মলত্যাগের পর যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। মার্কুরিয়স নামক ঔষধে, মলত্যাগের সময়, পূর্ব্বে এবং পরে সমান ভাবে কোঁথ দেওয়া বর্ত্তমান থাকে। আমাশয় রোগে প্রায়ই উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত ঔষধ তিনটী আমাশয় রোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় বলিয়া, উহাদিগের তুলনা করা হইল।

পেটের পীড়ায় সবুজ বর্ণের আম পড়া নাইট্রিক এসিডের চরিত্রগত লক্ষণ। কোন প্রকারে পারদাদির অপব্যবহার অথবা পিতা মাতার সিফিলিস কিম্বা পারদ ঘটিত কোন রোগ থাকা জনিত শিশুর উদরাময় হইলে, নাইট্রিক এসিড ব্যবহার্য্য।

নাইট্রিক এসিডে শরীরের সকল দ্বার হইতে রক্তস্রাব দেখিতে পাওয়া যায়। নাইট্রিক এসিডের স্রাবিত রক্ত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

সালফিউরিক এসিড।

(Sulphuric Acid.)

টকগন্ধ—টকগন্ধ, সালফিউরিক এসিডের একটী চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী বোধ করে যেন, তাহার পাকস্থলিটী টক্ হইয়া গিয়াছে। আইরিস ভার্সিকোলার এবং রোবিনিয়া নামক ঔষধে টক উদ্গার এবং টক বমন দেখিতে পাওয়া যায়। সালফিউরিক এসিডের বালক-রোগীর গাত্রে অত্যন্ত টকগন্ধ, এত টক গন্ধ যে, রোগীর গাত্র পুনঃপুনঃ পরিষ্কার করিলেও টকগন্ধ যায় না। পাকস্থলিতে টক্ বোধের সহিত মুখে ক্ষত হইলে, সালরিউরিক এসিড উত্তম।

রোগী মনে করে যেন তাহার শরীরের মধ্যে গুর্‌গুর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে—এই লক্ষণটী সালফিউরিক এসিডের অতীব প্রিয় লক্ষণ। যদিচ চিকিৎসক রোগীর বাহ্যিক অবয়বে কম্পনের কোন লক্ষণই দেখিতে পান না, তথাচ রোগী তাহার নিজ শরীরাভ্যন্তরে রীতিমত কম্পন অনুভব করে। যে সকল মনুষ্য পাপাশক্তি জনিত বৃদ্ধ বয়সে নিতান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন, তাহাদিগের শরীরে এই লক্ষণটী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ স্থলে সালফিউরিক এসিড উত্তম। অন্য কোন কারণেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া উপরোল্লিখিত লক্ষণটী প্রকাশ পাইলে, সালফিউরিক এসিড ব্যবহার হইয়া থাকে।

সালফিউরিক এসিড রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রোটেলাসের ন্যায় শরীরস্থ সকল ছিদ্র হইতে রক্তস্রাবে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃৎ হয়। চর্ম্মাভ্যন্তরে রক্তস্রাব হইয়া রক্ত জমিয়া থাকিলে, সালফিউরিক এসিড ব্যবহার্য্য। কোন স্থানে আঘাতাদি লাগার পর চর্ম্মাভ্যন্তরে রক্তস্রাব

হইয়া, উক্ত স্থানটীতে "কালসিটা" পড়িলে, আর্ণিকার পর সাল্‌ফিউরিক এসিড উত্তম। চক্ষে আঘাতাদি লাগিয়া কালসিটা পড়িলে লিডাম উত্তম।

উদরাময়—বালকদিগের দন্তোদ্গম কালীন উদরাময়ে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। জাফ্রানের ন্যায় হলুদবর্ণ এবং ছেঁচা ছেঁচা আম অথবা সবুজ বর্ণের জলবৎ মল। বালকের মানসিক অবস্থা এবং মল সালফিউরিক এসিডের চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণ্য। শিশু "ছিঁচ্‌ কাঁদুনে" মত। কিছুতেই শান্ত হয় না। বালকের গাত্র হইতে টক গন্ধ নির্গত হয়, এমন কি, উত্তমরূপে ধৌত করিলেও গন্ধ যায় না।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

পিক্রিক এসিড।

(Picric Acid)

যদিচ এই ঔষধটীর ব্যবহার, অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা আধুনিক, তথাচ এই অল্প দিবস মধ্যেই, ইহা কতকগুলি মূল্যবান লক্ষণ জগৎকে প্রদান করিয়াছে। ইহার ক্রিয়া প্রথমেই একেবারে মনুষ্যের জীবনীশক্তির উপর প্রকাশ পায়। **ক্লান্তিবোধ**, সমস্ত শরীরে ক্লান্তিবোধ, সমস্ত শরীরে ক্লান্তিবোধের সহিত মানসিক দুর্ব্বলতা, অর্থাৎ মনেরও অবস্থা শরীরের অনুরূপ। রোগী মনে করে পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আর মনে জোর নাই, সর্ব্বদা শুইয়া থাকিবার চেষ্টা; পা দুখানি ভারি, মৃত্তিকা হইতে তুলিতে কষ্ট বোধ হয়, কোমর ব্যথা করে ও কামড়ায়, উহার সহিত সামান্য জ্বালাও দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্কে দুর্ব্বলতা, উক্ত দুর্ব্বলতা জনিত সামান্য মাত্র মানসিক পরিশ্রমে মাথা ধরে। এই প্রকার মাথাধরা প্রায়ই স্কুলের ছাত্র, যে সকল মনুষ্য অত্যন্ত বিষয় কর্ম্ম করেন এবং যাঁহারা শোক

সন্তাপ ভোগ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের হইয়া থাকে। পিক্রিক এসিডের শিরঃপীড়া প্রায়ই মস্তকের পশ্চাৎভাগে, গ্রীবাদেশের উপরে দেখিতে পাওয়া যায় (নেট্রাম মুর, সাইলিসিয়া)।

একটী বৃদ্ধের মস্তিষ্কের ক্ষমতা অত্যন্ত হীন হইয়া গিয়াছিল, তিনি পূর্ব্বে একজন শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া আরম্ভ হইবার প্রায় এক বৎসর পর, তিনি ডাক্তার ন্যাসের চিকিৎসাধিনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকের পশ্চাতে গ্রীবাদেশের উপরিভাগে ভারি বোধ ছিল এবং কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে অথবা বেশী কথা কহিতে পারিতেন না, সর্ব্বাঙ্গে ক্লান্তি বোধও ছিল। ডাক্তার ন্যাস তাঁহাকে ষষ্ঠ শক্তির পিক্রিক এসিড সেবন করিতে দিয়াছিলেন, তিনি উক্ত ঔষধে অতি সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার, ফস্ফরিক এসিড এবং ফস্ফরাসের ন্যায় লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই ঔষধে প্রথমে অতিরিক্ত কামেচ্ছা এবং তৎসহিত লিঙ্গের অত্যন্ত উত্তেজনা হইতে থাকে, পরে সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ হইয়া যায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে, জননেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অপব্যবহার জনিত, মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার রোগে, ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। যে সকল ঔষধের ক্রিয়া মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার উপর বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়, তাহাদিগের সহিত ইহাকে তুলনা করিয়া দেখুন। নিম্নে কয়েকটী ঔষধের নাম লিখিয়া দেওয়া হইল। জেলসিমিয়ম, ফস্ফরিক এসিড, ফস্ফরাস, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম, সালফর, এলুমিনা, সাইলিসিয়া ইত্যাদি।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০. ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

কার্ব্বো এনিমেলিস।

(Carbo Animalis)

কার্ব্বো এনিমেলিসের রোগীর শরীরের গ্ল্যাণ্ড বিশেষতঃ বগল, কুচকী, স্তন ইত্যাদি স্থানে প্রায়ই ফুলিয়া উঠে, পাকে, পুঁজ হয়। পুরাতন বাগি হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ ক্ষরণ, ক্ষতের বর্ণ নীলাভ। এই প্রকার বাগিতে কার্ব্বো এনিমেলিস সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—উক্ত প্রকার পুনঃ পুনঃ বগল কুঁচকি ফুলন, পুঁয হওয়ার সহিত সর্ব্বাঙ্গিন দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হইলে, ইতস্ততঃ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে কার্ব্বো এনিমেলিস দেওয়া কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল রুগ্না স্ত্রীর জরায়ুতে টিউমার অথবা কোন প্রকার পুরাতন স্ফীতির সহিত ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ।

আর একটী কার্ব্বো এনিমেলিসের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ এই, ঋতু-স্রাব হইলে **অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ; রোগী এত দুর্ব্বলতা বোধ করে, এমন কি কথা পর্য্যন্ত কহিতে তাহার কষ্ট হয়।**

স্তনে শক্ত এবং ফুলা।

গাত্র চর্ম্মে তাম্র বর্ণের চর্ম্মোদ্ভেদ।

বালকদিগের হাঁটুতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

জেলসিমিয়ম নিটিডাম।

(Gelsemium Nitidum)

কম্পন—এই ঔষধটীর ক্রিয়া স্নায়ুমণ্ডলির উপর প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা চালনকারী স্নায়ু সূত্রের উপর পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, সেই কারণ শরীরস্থ সমস্ত মাংসপেশি গুলি অসাড় মত হইয়া যায়।

রোগী ইচ্ছামত হস্ত পদাদি সঞ্চালিত করিতে পারে না, ইহার বিশেষ কারণ এই, বোধ শক্তি বহনকারী স্নায়ু সূত্রগুলি পূর্ব্বের ন্যায়, কার্য্যক্ষম থাকে না; এ প্রকার অবস্থা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে রোগী সর্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি বোধ করে, রোগী সর্ব্বদা চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে চেষ্টা করে, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে এবং তন্দ্রাচ্ছন্নবৎ চক্ষু মুদিত করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। নাড়ী অতিশয় দুর্ব্বল এবং ধীরে ধীরে চলে কিন্তু রোগী নড়া চড়া করিলেই নাড়ী দ্রুতগামি হয়। রোগী চলিতে চেষ্টা করিলে পা কাঁপে, হস্ত তুলিবার চেষ্টা করিলে হস্ত কাঁপিতে থাকে, জিহ্বা বহির্গত করিবার চেষ্টা করিলে উহা কাঁপিতে থাকে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি দুর্ব্বলতা পরিচায়ক। জেলসিমিয়মে কম্পন এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কথায় ইহাকে কম্পন রোগের ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক একটী রোগীতে কম্পন এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনে হয় যেন রোগী শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে কিন্তু বাস্তবিক রোগীর শরীরে কিঞ্চিৎ মাত্রও শীত বোধ নাই। এই প্রকার দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। উপরকার চক্ষের পাতাটী ক্রমে ঝুলিয়া পড়িয়া একেবারে চক্ষু বন্ধ হইয়া যায়। নিজের অঙ্গুলিগুলির উপর প্রভুত্ব নাই, পিয়ানো কিম্বা হারমোনিয়ম বাজাইবার সময় যথা স্থানে টিপ পড়ে না। চলিবার সময় ইচ্ছানুসারে চরণ পতিত হয় না। রোগীর জ্ঞান পরিষ্কার থাকে, সে বুঝিতে পারে তাহার কি করা কর্ত্তব্য কিন্তু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে না।

জেলসিমিয়মে স্নায়বীয় বেদনাও দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গে মৃদু মৃদু বেদনা অথবা হঠাৎ এরূপ ভাবে বেদনা আইসে যে, রোগীকে চমকাইয়া দেয়। কনভালসন এবং আক্ষেপের সহিত ইহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ও কম্পন দৃষ্ট হইলে, জেলসিমিয়ম দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

এক্ষণে জেলসিমিয়মের কতকগুলি মানসিক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। জেলসিমিয়মের রোগী ঘুমাইতে বড়ই ভালবাসে, সর্ব্বদাই চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে নড়াচড়া করিতে চাহে না, হাত দিয়া নাড়িলে বড়ই বিরক্ত হয়।

কলিকাতা নিলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ একটী বাটীতে একটী বালিকার জ্বর হইয়াছিল, স্থানীয় একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কয়েক দিন তাহার চিকিৎসা করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই। আমি যাইয়া দেখিলাম রোগিণীর শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রোগিণীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিলাম, দেখিলাম সে এক ভাবেই পড়িয়া রহিল। আমি রোগিণীকে ধীরে ধীরে হস্ত দ্বারা নাড়াইয়া ডাকিলাম, সে তৎক্ষণাৎ বিরক্তির সহিত কাঁদিয়া উঠিল। নাড়ী শরীরের তাপানুযায়ী দ্রুতগামী নহে। দুর্ব্বলতা জনিত জিহ্বা বহির্গত করিবার সময় কাঁপিতে লাগিল। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি জেলসিমিয়মের প্রিয় বিধায় ৩য় শক্তির উক্ত ঔষধ প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলাম, সেই রাত্রেই রোগিণীর জ্বরত্যাগ হইল, আর জ্বর আইসে নাই।

কোন বিষয় মনোনিবেশ করিয়া চিন্তা করিতে পারে না। সর্ব্বদাই চুপ করিয়া থাকিতে বাসনা। একক থাকিতে ইচ্ছা, কাহাকেও নিকটে থাকিতে দেয় না, এমন কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার অসহ্য হয়। এই প্রকার মানসিক লক্ষণ প্রায়ই উপরোল্লিখিত স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন ঠিক ইহার বিপরীত লক্ষণ অর্থাৎ উত্তেজিতাবস্থা দৃষ্ট হয়। ইহা প্রতিক্রিয়া হইতে হইয়া থাকে। ইহা জেলসিমিয়মের নিজের লক্ষণ নহে।

মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু মণ্ডলির উপর ইহার মুখ্য কার্য্য। দৃষ্টি শক্তি হীন, চক্ষের তারকা প্রসারিত, দ্বিতীয় দর্শন এবং রোগী মনে করে যেন সে নেশা করিয়াছে। আর একটী চরিত্রগতলক্ষণ জেলসিমিয়মে

দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু বিনা কারণে, পড়িয়া যাইবার ভয়ে মাতাকে জড়াইয়া ধরে। বোর‍্যাক্স নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই যে, বোর‍্যাক্সে শিশুকে নিচের দিকে নামাইবার সময় সে পড়িয়া যাইবার ভয়ে মাতাকে জড়াইয়া ধরে।

শিরঃপীড়া—জেলসিমিয়মের মাথা ব্যাথার একটু বিশেষত্ব আছে। রোগী মনে করে যেন তাহার মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে ক্লান্তিবোধের সহিত মন্দ মন্দ বেদনা হইতেছে। রোগী সর্ব্বদা একটী উচ্চ বালিসের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। সূর্য্যোত্তাপে, মস্তক নিচু করিয়া শয়ন করিলে, তাম্রকুট সেবন করিলে এবং মানসিক পরিশ্রমে শিরঃপীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে (গ্লোনোইন, ল্যাকেসিস, লাইসিন, নেট্রামকার্ব্ব)। চাপনে এবং উত্তেজক পদার্থ সেবনে কিছু উপশম বোধ হয়। কখন কখন মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তকের পশ্চাতে গ্রিবাদেশের উপরে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া, সমস্ত মস্তকে ছড়াইয়া পড়ে। এ প্রকার শিরঃপীড়া বৃদ্ধিও উপরোল্লিখিত স্নায়বীয় শিরঃপীড়ার ন্যায় হইয়া থাকে। এই ঔষধের আর একটী অতীব প্রিয় লক্ষণ এই, প্রভূত পরিমাণ প্রস্রাব হইলে, শিরঃপীড়ার উপশম হইয়া থাকে। (ল্যাক্‌ডিফ্লোরেটাম নামক ঔষধেও প্রভূত পরিমাণ প্রস্রাবে শিরঃপীড়ার উপশম হয় বটে, কিন্তু জেলসিমিয়মের ন্যায় একেবারে নহে)। জেলসিমিয়মে আর এক প্রকারের শিরঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রোগী চক্ষে দেখিতে পায় না এবং শিরঃপীড়া আরম্ভ হইলে, রোগী তাহার দৃষ্টি পুনঃ প্রাপ্ত হয়। সাঙ্গুইনেরিয়া, ল্যাক-ডিফ্লোরেটম, আইরিস ভার্সিকোলারের ন্যায় শিরঃপীড়ার সহিত বিবমিষা ও বমন দেখিতে পাওয়া যায় না। জেলসিমিয়মে, শিরঃপীড়ার সহিত ইহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ও কম্পন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জেলসিমিয়ম জ্বরেরও একটী অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। বালকদিগের স্বল্পবিরাম জ্বরে ইহা অতীব উপকারী। জেলসিমিয়মের জ্বর একোনাইট, বেলেডোনার ন্যায় উগ্র নহে। বালক চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, কিঞ্চিৎ মাত্রও নড়াচড়া করিতে চাহে না। নড়াচড়া না করিবার কারণ দুর্ব্বলতা। কেহ বলেন জেলসিমিয়ম, একোনাইট ও ভিরেট্রমের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, জেল-সিমিয়ম, ব্যাপ্‌টিসিয়া ও বেলেডোনার মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। ব্যাপ্‌টিসিয়ার ন্যায় জেলসিমিয়মেও অবসন্নতা দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু ব্যাপ্‌টি-সিয়ার চরিত্রগত টাইফয়েড জিহ্বা ও অন্যান্য লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যাপ্‌টিসিয়ার ক্ষমতা বোধশক্তির উপর বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই কারণ রোগীকে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু জেলসিমিয়মে উক্ত প্রকারে হয় না এবং জেলসিমিয়মে ব্যাপ্‌টিসিয়ার চরিত্রগত মল, মূত্র ও ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না জেলসিমিয়মে মস্তকে রক্তাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় অধিক নহে এবং উগ্র বিকারও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও জেলসিমিয়ম সবিরাম জ্বরের একটী ঔষধ নহে, তথাচ ইহা স্নায়বীয় শৈত্যের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জেলসিমিয়মের চরিত্রগত শীতবোধ, গ্রীবাদেশ হইতে পাছার নিম্নের অস্থি পর্য্যন্ত সমস্ত মেরুদণ্ডে পুনঃ পুনঃ শীত তরঙ্গে তরঙ্গে উপরদিকে উঠে ও নিম্নে নামিয়া আইসে। জেলসিমিয়মের শীত পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে দুইখানি অস্থি, যাহার সহিত বাহু দুইটী সংলগ্ন, উহাদিগের মধ্যস্থলে আরম্ভ হয়. (ক্যাপ্সিকম, সিপিয়া)। কোমরের নিকট শীত আরম্ভ হইলে, ইউ-পেটোরিয়ম পারপিউরিয়ম ও নেট্রাম মূর ব্যবহার হয়। পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে শীত আরম্ভ হইলে, ইউপেটোরিয়ম পার্‌ফ্‌, ল্যাকেসিস্‌ ব্যবহার্য্য। যে স্থলে রোগী থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে কিন্তু শীতবোধ

একেবারেই থাকে না এবং রোগী তাহাকে চাপিয়া ধরিতে অনুরোধ করে, এরূপ স্থলে জেলসিমিয়ম উত্তম। এই প্রকার কম্পন প্রায়ই হিষ্টিরিয়া গ্রস্থা স্ত্রীলোক অথবা হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ার সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। জেলসিমিয়মের রোগীর নাড়ী ধীরে ধীরে চলে কিন্তু কিঞ্চিৎ মাত্র নড়া চড়া করিলে দ্রুতগামী হয় বৃদ্ধ-দিগের দুর্ব্বল এবং ধীর গতি বিশিষ্ট নাড়ীতে জেলসিমিয়ম বিশেষ উপকারী। টাইফয়েড জ্বরের পূর্ব্বে জেলসিমিয়মের চরিত্রগত স্নায়বীয় দুর্ব্বলতায় ইহা অতীব উপকারী।

উদরাময়—হঠাৎ কোন প্রকার দুঃসংবাদ, দুঃখ বা ভয় প্রাপ্ত হইয়া উদরাময় হইলে জেলসিমিয়ম উৎকৃষ্ট ঔষধ। মনে মনে কোন স্থানে অথবা কোন কার্য্যে যাইবার চিন্তা করিলেই, পাইখানায় যাইতে হয়। কাপড় চোপড় পরিয়া কোন স্থানে যাইবার জন্য বাহির হইলেই বা উপক্রম করিলেই বাহ্যে পাওয়া, জেলসিমিয়মের উৎকৃষ্ট লক্ষণ। স্নায়ুবিধানের উপর ইহার যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, উহারাও কখন কখন উদরাময়ের সহিত হইয়া থাকে, উহাদিগের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জেলসিমিয়মের ক্রিয়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য প্রায়ই ইহার পর এন্টিসোরিক ঔষধ প্রয়োজন হয়।

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে।

ব্যাপ্টিসিয়া টিংটোরিয়া

(Baptisia Tinctoria)

এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা বলেন, রোগের ভোগকাল পূর্ণ না হইলে ব্যাধি আরোগ্য হয় না। আমরা বলি কোন রোগে নিয়মিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইলে, রোগের ভোগকাল খণ্ডণ হইয়া, রোগ আরোগ্য হয়। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, তিনি সাত বৎসর মধ্যে যতগুলি টাইফয়েড রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী রোগীতে রোগ পূর্ণ ভাবে ভোগ হইয়াছিল। এই রোগিটীর শরীরে রোগ পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পাইবার পর, ডাক্তার ন্যাসের চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিল।

টাইফয়েড জ্বরে জেলসিমিয়মের অবস্থা অতীত হইবার পর, ব্যাপ্‌-টিসিয়া ব্যবহৃত হয়।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ব্যাপ্‌টিসিয়ার রোগের প্রথম অবস্থা বলিতে পারা যায়। শীতবোধ, সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্তক, কটিদেশ এবং শাখায় কামড়ান মত বেদনা, রোগী মনে করে যেন তাহার সমস্ত শরীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই প্রথম অবস্থা, ইহার পরই রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বদাই যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রোগীর মুখের ভাব যেন হতাশ, রোগীর চৈতন্য শক্তি এত কমিয়া যায়, যে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে অথবা দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে। জিহ্বার শেষভাগে সাদা সাদা ময়লা পড়ে, ক্রমে উহা পাটকিলা রং বিশিষ্ট হয়। ব্যাধি আরও গভীর-ভাবে আক্রমণ করিলে, রোগীর কথা এড়াইয়া পড়িতে থাকে, এই সময় রোগী বিছানার চতুর্দ্দিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে, এবং এ প্রকার ভাব ভঙ্গি করে, যেন সে কি কুড়াইয়া জড় করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, তাহার শরীর বিছানার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া

রহিয়াছে, সেইজন্য সে উহাদিগকে একত্রিত করিতেছে। এই সময় উদর মধ্যে "গোঁ গোঁ, গড় গড়" শব্দ হইতে থাকে এবং কুঁচকির উপরিভাগে তলপেটের পার্শ্বে বেদনা অনুভব হয় ও টিপিলে ভিতরে "বজ্ বজ্" করে। ইহার পরই উদরাময় আসিয়া দেখা দেয়। মল, মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। ইহাই ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েড রোগের অবিকল চিত্র, এই প্রকার লক্ষণযুক্ত টাইফয়েড রোগ, প্রথম হইতে ব্যাপ্টিসিয়া দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, নিশ্চয়ই রোগের ভোগকাল খণ্ডিত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ফেরাম ফস্ফরিকম।

(Ferrum Phosphoricum,)

ফেরাম ফস্, ডাক্তার সুশলার কৃত একটী ঔষধ। ইহা কতকগুলি প্রদাহযুক্ত ব্যাধির একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফেরাম শব্দে লৌহ, ইহাতে স্থানীয় রক্তাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং ফস্ফরাসের ক্রিয়া ফুস্ফুস্ এবং পাকস্থলীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে, ইহা রক্তস্রাবের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধে পরিণত হয়। শরীরের সকল দ্বার হইতে রক্তস্রাবে ফেরাম ফস্ ব্যবহৃত হয়। একোনাইটের ন্যায় শরীরে অধিক পরিমাণ সুস্থ রক্ত সঞ্চিত হওয়া জনিত রক্তস্রাবে ফেরাম ফস্ উপকারী নহে। ফেরাম ফসের রোগীর শরীর মলিন, রক্তহীন এবং দুর্ব্বল, হঠাৎ নিউমোনিয়ার ন্যায় স্থানীয় প্রদাহ এবং রক্তাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের কোন স্থানে যথা মস্তক, অন্ত্র ইত্যাদিতে হঠাৎ রক্তাধিক্য। বাতের ন্যায় প্রদাহযুক্ত

ব্যাধি। উপরোল্লিখিত ব্যাধির প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস্ বিশেষ উপকারী। উক্ত প্রকার দুর্ব্বলতা এবং রক্তক্ষীণতার সহিত টক্ উদ্গার। এ প্রকার অবস্থা পাকস্থলীর গোলযোগ জনিত হইয়া থাকে, রক্তামাশয় রোগে মলত্যাগ কালে অধিক পরিমাণ রক্ত নির্গত হইলে, ফেরাম ফস্ অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দুর্ব্বল এবং রক্তহীন ব্যক্তির নিশাঘর্ম্ম। এই ঔষধটী মহাত্মা হানিমানের মতানুযায়ী উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইলে, মানবের বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম

(Veratrum Album)

ললাটে শীতল ঘর্ম্ম—এই লক্ষণটী ভিরেট্রমের অতীব প্রিয় লক্ষণ। যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন, যথা কলেরা, শিশু কলেরা, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, টাইফয়েড জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদির সহিত যদ্যপি কপালে শীতল ঘর্ম্ম এবং তৎসহিত কোল্যাপ্স, অবসন্ন অথবা ফেণ্ট হইবার ন্যায় হয়, তাহা হইলে ভিরেট্রাম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কলিকাতা আম্‌স্ হাউসের কর্ত্তৃপক্ষেরা একটী অতি বৃদ্ধ ইউরেসিয়েনকে আতুরাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার প্রস্রাবের পীড়া ছিল। এক দিবস আমি কোন কার্য্য বশতঃ বাহিরে গিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধটী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং অন্যান্য সকলে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছে। আমি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম, বৃদ্ধের প্রস্রাবের পীড়াই তাহার অজ্ঞানাবস্থার

কারণ, আরও দেখিলাম বৃদ্ধের কপালে শীতল ঘর্ম্ম হইতেছে, তখন আর ইতস্ততঃ না করিয়া এক মাত্রা ৩০ শক্তির ভিরেট্রম প্রয়োগ করিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রোগীর চৈতন্য সঞ্চার হইল এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য চাহিল। কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সেবন করিবার পর আরও সুস্থ হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

মহাত্মা হানিমান যে তিনটী ঔষধকে কলেরার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভিরেট্রম এল্বম একটী ও অপর দুইটী ক্যাম্ফর এবং কুপ্রম মেটালিকম। তিনি বহুকাল পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন আজও তাহাই পূর্ণ সত্যরূপে জগতে বিরাজিত, কারণ তিনি কল্পিত বা রচিত গল্প বলেন নাই, তিনি যাহা দেখাইয়াছেন উহা স্বাভাবিক সত্য, ইহা পূর্ব্বে যাহা ছিল, আজও তাহাই রহিয়াছে এবং পরে তাহাই থাকিবে।

ভিরেট্রম এল্বমে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা উন্মাদরোগ। রোগী অনবরত কাপড় ছিড়ে এবং জিনিষ পত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে ও কাটারি কিম্বা ছুরি দিয়া কাটে, নানা প্রকার অশ্লীল, কিম্বা ধর্ম্ম বিষয় অথবা প্রেম পূর্ণ কথা কয়। এই স্থলে ষ্ট্র্যামোনিয়ম নামক ঔষধের সহিত তুলনা করা যাউক, কারণ উভয় ঔষধেই রোগী অত্যন্ত বকে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা কয়। উভয় ঔষধের রোগীই এক এক সময় অত্যন্ত উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করে, ইহাদিগের বিশেষত্ব এই, ষ্ট্যামোনিয়ামের রোগীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং বিস্ফারিত কিন্তু ভিরেট্রমের রোগীর মুখমণ্ডল মলিন এবং দীন ভাবাপন্ন। ভিরেট্রমের রোগীর শরীর ষ্ট্র্যামোনিয়ম অপেক্ষা দুর্ব্বল। কখন কখন রোগী উগ্র পাগলামির পর চুপ করিয়া থাকে কিন্তু উত্তেজিত করিলে, অত্যন্ত রাগিয়া উঠে এবং গালি দেয়, বকে ও অনবরত অন্যের দোষ দেখায়। এই প্রকার মানসিক অবস্থা প্রায়ই ঋতু বন্ধ হইয়া

অথবা প্রসবের পর হইয়া থাকে। এবম্প্রকার পুরাতন কিম্বা তরুণ অবস্থা উভয়ই ভিরেট্রম উত্তম।

অবসন্ন—কোল্যাপ্স অবস্থা, শরীরের শক্তি দ্রুত গতীতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। সম্পূর্ণ অবসন্নাবস্থা, ঘর্ম্ম ও নিশ্বাস বায়ু শীতল, হস্ত পদ এবং শরীরের চর্ম্ম নীলবর্ণ, শীতল এবং কুঞ্চিত, হস্ত অথবা শরীরের কোন স্থানে চিম্‌টি কাটিলে চর্ম্ম কিছুক্ষণ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, মুখ মণ্ডল মৃত মনুষ্যের ন্যায়, নাসিকাটী যেন উঁচু হইয়া উঠিয়াছে; সমস্ত শরীর শীতল, হস্ত, পদ, মুখমণ্ডল শীতল; হস্ত এবং পদের মাংসপেশিতে খিল ধরা ইত্যাদি। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির দ্বারা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইহা অত্যন্ত অবসন্নাবস্থার অর্থাৎ কোলাপ্স অবস্থার একটী মহৌষধ বিশেষ। যে সকল ব্যাধি দ্রুত অবসন্নতার চরম সীমায় উপনীত হয়,—যথা কলেরা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, সবিরাম জ্বর ইত্যাদিতে উপরোল্লিখিত ভিরেট্রমের চরিত্রগত লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন, উপরোল্লিখিত অবসন্নাবস্থার সহিত ভিরেট্রমের চরিত্রগত **ললাটে শীতল ঘর্ম্ম দৃষ্ট হইলে,** ইহাকে প্রয়োগ করিতে অনুমাত্রও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। কলেরা রোগে ক্যাম্ফরের লক্ষণ গুলি প্রায় ভিরেট্রমের অনুরূপ কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ভিরেট্রমে বহু পরিমাণ চাউল ধোয়া জলের ন্যায় মল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ক্যাম্ফারের মল অতি অল্প পরিমাণ অথবা একেবারেই থাকে না। ভিরেট্রমের ব্যথা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, এত যন্ত্রণাদায়ক, যে রোগীকে বিকারগ্রস্ত করিয়া তুলে।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

হেলিবোরাস নাইজার

(Helleborus Niger,)

মেনিঞ্জাইটিসের ন্যায় কঠিন মস্তিষ্কের পীড়ায়, মস্তকে জল সঞ্চয় হইবার উপক্রম বা জলসঞ্চয় হইলে, হেলিবোরাস অতি উত্তম। বালক-বালিকাদিগের জ্বর অথবা উদরাময়ের চরমাবস্থায় ক্রমে মস্তিষ্কের লক্ষণ সমূহ উদয় হইয়া, মস্তকে জল সঞ্চয় হয়, এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইলে, হেলিবোরাস উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী।

বালক মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া উঠে এবং মস্তকটী বালিসের উপর এপাস ওপাস করিয়া নাড়ায়। রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, অত্যন্ত পিপাসা, এত পিপাসা যে, বালকের মুখের নিকট ঝিনুক আনয়ন করিলে, সে হাঁ করিয়া উহাকে মুখের মধ্যে লইবার চেষ্টা করে। সর্ব্বদা সম্মুখ কপালের চর্ম্ম কুঞ্চিত এবং ললাটে শীতল ঘর্ম্ম। মুখের এক প্রকার ভঙ্গি করে, যেন কিছু চর্ব্বন করিতেছে। চক্ষের তারকা প্রসারিত। রোগী কিছুই দেখিতে অথবা শুনিতে পায় না। রোগী তাহার একটী হস্ত এবং একটী পদ অনবরত নাড়িতে থাকে কিন্তু অপর দুইটী স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে। মূত্র অতি অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে বা একেবারেই মূত্র বন্ধ এবং কখন কখন মূত্রে কফি চূর্ণবৎ তলানি দেখিতে পাওয়া যায় এই অবস্থা অতীব সঙ্কটাপন্ন, ইহার পরই রোগী ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়ে অথবা ফিট হইতে হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হেলিবোরাস দ্বারা এই প্রকার বহু রোগীর জীবন রক্ষা হইয়াছে। হেলিবোরাস প্রয়োগ করিবার পর, প্রথমে রোগীর বহুল পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া, রোগী আরোগ্য হইতে থাকে।

শোথ রোগের সহিত মূত্রে কফিচূর্ণবৎ তলানি দৃষ্ট হইলে, হেলিবোরাস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, তিনি ১০০০ সহস্র এবং ৩৩ এম, শক্তি ব্যবহার করিয়া অতি সুন্দর ফল পাইয়া থাকেন। আমি সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার করি।

কুপ্রাম মেটালিকাম

(Cuprum Metallicum)

আক্ষেপ—খিল ধরা বা আক্ষেপ কুপ্রামের চরিত্রগত লক্ষণ। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় অথবা মস্তিষ্কের যে কোন পীড়ায় আক্ষেপ দৃষ্ট হইলে, কুপ্রাম ব্যবহার করা যায়।

মহাত্মা ডানহাম বলিতেছেন, কলেরায় যে স্থলে কোল্যাপ্স অবস্থা অত্যন্ত অধিক সে স্থলে ক্যাম্ফর, যে স্থলে মল এবং বমন অত্যন্ত অধিক সে স্থলে ভিরেট্রম এবং আক্ষেপ অধিক হইলে কুপ্রাম কার্য্যকারী।

ঘুংড়ি কাসিতে বালক কাসিতে কাসতে শক্ত হইয়া যায় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া, আক্ষেপ হইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হয় এবং বমন হইলে ক্রমে উপশম বোধ করে। সকল প্রকার আক্ষেপে কুপ্রাম ব্যবহৃত হইতে পারে

প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের বাধক রোগের সহিত আক্ষেপ। ইহা ব্যতিরেকে মৃগি তাণ্ডব (chorea) ইত্যাদি সর্ব্বাঙ্গিক এবং স্নায়বীয় আক্ষেপে কুপ্রাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কুপ্রামের একটী বিশেষত্ব এই, খিল ধরা, হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ হইয়া, সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হয়।

মহাত্মা ফেরিংটন বলিতেছেন, অত্যন্ত অধিক মানসিক পরিশ্রম অথবা অনিদ্রাজনিত মানসিক এবং শারিরীক ক্লান্তি কুপ্রামের

একটী লক্ষণ, কাকউলাস এবং নক্সভামিকায় এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

সচরাচর ৩০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহার্য্য।

সিকিউটা ভাইরোসা

(Cicuta Virosa)

অত্যন্ত অধিক ফিট—রোগী নিজেকে নানা ভাবে নিক্ষিপ্ত করিতে থাকে। সিকিউটার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী **পশ্চাৎ দিকে** ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া যায়। মস্তিষ্কে জল **সঞ্চয়** হইয়া, এই প্রকার ফিট হইতে থাকিলে, সিকিউটা উত্তম। নিউ ইয়র্কের দুই জন ডাক্তার উক্ত রোগের এপিডেমিকে এই ঔষধটীর দ্বারায় ৬০ জন রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটীও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই।

দাঁত উঠিবার সময় বালকদিগের উক্ত প্রকারের ফিট হইতে থাকিলে, সিকিউটা উত্তম। কৃমিদোষ জনিত ফিটে সিনা দ্বারা উপকার না হইলে, সিকিউটা ব্যবহার করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক পৃষ্ঠের শির-দাঁড়া ইত্যাদি স্থানে আঘাতাদি জনিত ফিট হইতে থাকিলে এবং আর্নিকা দ্বারা উপকার না হইলে, সিকিউটা ব্যবহার করা যায়।

যে কোন প্রকারের ফিটই হউক না কেন, যদ্যপি উহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইতে থাকে এবং রোগী নানা ভাবে নিজ দেহকে বিক্ষিপ্ত করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিকিউটাকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

এক প্রকার চর্ম্মরোগে সিকিউটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুখে কিম্বা শরীরের কোন স্থানে, চর্ম্মোদ্ভেদগুলি একত্রিত হইয়া, উহার উপর হলুদবর্ণের একখানি মোটা চটা পড়িয়া যায়। ডাক্তার ন্যাস

বলিতেছেন, একটী স্ত্রীলোকের এই প্রকার চর্ম্মরোগ হইয়া, সমস্ত মস্তকে একখানি মোটা চটা পড়িয়া গিয়াছিল, দেখিলে মনে হইত রোগিণী একটী টুপি পরিয়াছেন, তাঁহাকে ২০০ শত শক্তির সিকিউটা দেওয়াতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিছুতেই কোন ফল হয় নাই।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

অরম মেটালিকম।

(Aurum Metallicum.)

আত্মহত্যা করিবার নিতান্ত ইচ্ছা, সর্ব্বদা প্রত্যেক পদার্থের মন্দ ভাগটাই দেখিতে পায়। ক্রন্দন করে, প্রার্থনা করে, মনে করে যেন সে এ পৃথিবীর উপযুক্ত নহে। সর্ব্বদাই বিমর্ষ সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। জীবন ভারবোধ, আত্মহত্যার ইচ্ছা যেন হৃদয়ে বাসা করিয়া রহিয়াছে। এ প্রকার মানসিক অবস্থাগ্রস্থ রোগীতে, পুরুষ হইলে যকৃতের দোষ এবং স্ত্রীলোক হইলে জরায়ুর দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃত অথবা জরায়ু বড় এবং ফুলা। জরায়ু বাহির হইয়া পড়া, ইত্যাদির সহিত উপরোল্লিখিত মানসিক লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ অরম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যকৃত ইত্যাদিতে পুনঃ পুনঃ রক্তাধিক্য বশতঃ ফুলিয়া থাকে। এ প্রকার রক্তাধিক্য শরীরের যে কোন স্থানেই হউক না কেন, যদ্যপি অরমের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, ইহা অতীব ফলপ্রদ। ন্যাজা, নক্সভমিকা ইত্যাদি ঔষধেও আত্মহত্যার ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা অরমের বিশেষ চরিত্র-গত বলিয়া জানিবেন।

গর্ম্মি ইত্যাদি ব্যাধিতে পারদাদির অপব্যবহারের পর নাসিকা অথবা মুখ মধ্যস্থ তালুতে ক্ষত হইলে এবং তৎসহিত অরমের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, ইহা অতীব উপকারী। নাসিকা অথবা মুখ মধ্যস্থ তালুতে ক্ষত হইয়া, ক্রমে উক্ত স্থানের অস্থি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ছিদ্র হইয়া যায়। নাসিকা মধ্যে ক্ষত, নাসিকার মধ্যে মামড়ি পড়িয়া নাসিকাটী বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হইতে থাকে এবং রোগী আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

অর্দ্ধদৃষ্টি, ইহা এক প্রকার চক্ষুরোগ, রোগী প্রত্যেক পদার্থের অর্দ্ধেক দেখিতে পায়, অপরার্দ্ধ মোটেই দেখিতে পায় না অথবা আব্ছা আব্ছা দেখে। লাইকো এবং লিথিয়ম কার্ব্ব নামক ঔষধ অর্দ্ধ দৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, উপরোল্লিখিত ঔষধ দুইটীতে প্রত্যেক পদার্থের বামার্দ্ধ দেখিতে পায়, দক্ষিণার্দ্ধ দেখিতে পায় না, যে স্থলে অরমে নিম্নার্দ্ধ দেখে, উপরার্দ্ধ দেখিতে পায় না।

স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর স্ফীতি অথবা পুরুষদিগের অণ্ডকোষের স্ফীতির সহিত যদ্যপি অরমের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ অথবা সিফিলিস রোগে পারদাদির অপব্যবহারের ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইলে অরম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃদ্ধদিগের হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত মানসিক উৎকণ্ঠা, বক্ষে রক্তাধিক্য, উভয় রগের শিরা দুইটী "দপ্ দপ্" করিয়া নৃত্য করে এবং হৃৎপিণ্ডের "ধড়ধড়ানি" (Palpitation) দৃষ্ট হইলে, প্রথমে বেলেডোনা প্রয়োগে তরুণ যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হয়। কিন্তু অরম গভীর ভাবে কার্য্য করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে।

পারদাদির অপব্যবহার জনিত শরীরস্থ অস্থির যন্ত্রণাতেও অরম উপকারী। এস্থলে ক্যালি অইয়ড ইত্যাদি ঔষধও স্মরণ রাখিবেন।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম।

(Argetum Nitricum.)

রোগী রাস্তা চলিতে চলিতে উচ্চ অট্টালিকার দিকে দৃষ্টি করিলে টলিয়া পড়িয়া যাইবার ন্যায় হয়। সে মনে করে রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাটীগুলি পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এখনি তাহাকে পিসিয়া ফেলিবে। রাস্তার মোড় ফিরিবার সময় সে মনে করে, মোড়ের বাড়ি খানির কোন্‌টী বাহির হইয়া রহিয়াছে, এখনি তাহাকে ধাক্কা লাগিবে। এই প্রকার মানসিক অবস্থা আর্জেণ্টমের চরিত্রগত লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত। রোগী অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলে সর্ব্বদাই ব্যাস্ত (লিলিয়ম টীগ্রিন)। গির্জ্জা অথবা অপেরায় যাইবার সময় অর্থাৎ কোন স্থানে যাইবার জন্য উৎসুক হইলে, মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়।

আদকপালে মথাধরা, মাথাধরায় আর্জেণ্টামের একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় রোগী মনে করে যেন, তাহার মস্তকটী ক্রমশ বড় হইতেছে কিন্তু আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিলে নিতান্ত উপশম বোধ করে। এই প্রকার বোধ কেবল মস্তকে আবদ্ধ নহে। সমস্ত শরীর অথবা শরীরের কোন একটী স্থানে এই প্রকার হইতে পারে। অন্য ঔষধেও এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা আর্জেণ্টামের অতীব প্রিয় লক্ষণ। আর্জেণ্টামে মাথা ঘোরাও দেখিতে পাওয়া যায়, মাথাঘোরার সহিত কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ কিম্বা গুন গুন করা, সর্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা এবং কম্পন হইয়া থাকা। রোগী চক্ষু মুদিত করিয়া চলিতে পারে না। রোগী উচ্চ অট্টালিকার দিকে নিরীক্ষণ করিলে, তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়। জেলসিমিয়ম এবং আর্জেণ্টাম উভয় ঔষধেই মাথা ঘোরা, সর্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতার সহিত কম্পন ইত্যাদি দৃষ্ট হয় এবং উভয় ঔষধই

লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া নামক ব্যধিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য আনুসঙ্গিক লক্ষণ দ্বারায় ইহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম চক্ষুরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও ইহাকে চক্ষুরোগে অত্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, উহাদিগের হস্তে ইহার নিতান্ত অপব্যবহার হইয়া থাকে। আমরা পারদ, কেউটিয়া সর্পের বিষ ইত্যাদি প্রাণনাশক পদার্থ সমূহ সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু এই সকল বীর্য্যশালী পদার্থ সমূহ আমাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া, কখন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না, কারণ উহাদিগের দোষভাগ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে হয়, মহাত্মা হানিমান তাহা শিখাইয়া দিয়াছেন। পুঁযযুক্ত চক্ষু প্রদাহে আর্জেণ্টাম অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু প্রদাহে চক্ষু হইতে পুঁজ পড়িতে থাকে এবং চক্ষের কাল ভাগটী সাদা হইতে আরম্ভ হয় এবং সুচিকিৎসা না হইলে উহারও মধ্যে পুঁজ সঞ্চয় হইয়া চক্ষুটী একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। চক্ষের পাতাগুলি ফুলা আর্জেণ্টামের চরিত্রগত লক্ষণ। শিশুদিগের এবম্প্রকার চক্ষু রোগে যদ্যপি চক্ষু হইতে প্রভূত পরিমাণ পুঁজ নির্গত হয়, তাহা হইলে ২০০ শত শক্তির মার্কুরিয়স সেবনে অতি সত্বর রোগ আরোগ্য হয়। উপরোল্লিখিত পুঁজযুক্ত চক্ষু প্রদাহেও ২০০ শত শক্তির আর্জেণ্টাম সেবনীয়।

পাকস্থলী মধ্যেও ইহার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্গার আর্জেণ্টামের একটী চরিত্রগত লক্ষণ, উদ্গারের সহিত উদরের যন্ত্রণার বৃদ্ধি। প্রত্যেকবার আহারের পর উদ্গার, রোগী মনে করে, তাহার উদরে এত বায়ু জন্মিয়াছে যে, এখনি ফাটিয়া যাইবে, উদ্গার তুলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে কিন্তু অতীব কষ্ট হয়, অবশেষে শব্দের সহিত বায়ু নির্গত হইয়া যায়। অজীর্ণ, পাকাশয়ের প্রদাহ এমন কি পাকস্থলিতে ক্ষত হইলেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ অবলম্বনে আর্জেণ্টাম ব্যবহৃত হইলে, রোগী আরোগ্য লাভ করে। ইহার আর একটী চরিত্রগত

লক্ষণ এই, মিষ্ট পদার্থ ভোজন করিবার জন্য রোগীর নিতান্ত স্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায়।

গলমধ্যেও আর্জেণ্টামের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গাঢ় এবং আটা আটা শ্লেষ্মা গলার মধ্যে লাগিয়া থাকে, সেই জন্য রোগী উহাকে উঠাইয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বদা কাসে। গলমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা অনুভব হয়। রোগী মনে করে যেন, তাহার গলার মধ্যে কি খোঁচা মত রহিয়াছে। গলার মধ্যে আঁচিলের ন্যায় স্ফীতি। রোগী কোন পদার্থ গলাধঃকরণ করিবার সময় বেশ বুঝিতে পারে, আঁচিলের এক পার্শ্ব গলনলিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই প্রকার গলরোগ ক্রমে স্বরযন্ত্র পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, বিশেষতঃ যে সকল মনুষ্যকে বহুক্ষণ যাবৎ চীৎকার করিয়া কথা কহিতে হয় (গায়ক, বক্তৃতাকারী ইত্যাদি) তাহাদিগের পক্ষে ইহা উত্তম।

আর্জেণ্টামে কটিবেদনাও দেখিতে পাওয়া যায়। দণ্ডায়মান হইলে অথবা চলিয়া বেড়াইলে কটিবেদনার উপশম হয়। কিন্তু উপবেশনাবস্থা হইতে উঠিবার সময় যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। সালফর এবং কষ্টিকম প্রয়োগেও এ প্রকার বেদনার উপশম হয় কিন্তু আর্জেণ্টামও ইহার একটী ঔষধ বিশেষ। কটিবেদনার সহিত বিশেষতঃ হস্তের অগ্রভাগ, চরণ এবং হাত পায়ের গুলো গুলিতে বেদনা, কম্পন ও দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হইলে, আর্জেণ্টাম অপেক্ষাকৃত উপকারী। মৃগী কিম্বা মূর্চ্ছার ব্যাধিতেও আর্জেণ্টাম ব্যবহৃত হয়। ইহার আনুসঙ্গিক লক্ষণ এই, উক্ত ব্যাধি হইবার কয়েক ঘণ্টা এমন কি কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে চক্ষের তারকা প্রসারিত হইয়া থাকে এবং কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রোগী নিতান্ত অস্থির হয়।

উদরাময়—আর্জেণ্টাম উদরাময়েরও একটী মহৌষধ। নানাপ্রকারের উদরাময় এবং অত্যন্ত কঠিন উদরাময়ও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। সবুজাভাযুক্ত মল আর্জেণ্টামের চরিত্রগত লক্ষণ, মল বহুক্ষণ

পড়িয়া থাকিলে গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করে। মলত্যাগ করিবার সময় "পট্ পট্" করিয়া শব্দ হয়। অধিক পরিমাণে চিনি কিম্বা কোন প্রকার মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া উদরাময়। মলত্যাগ করিবার সময় শব্দের সহিত বায়ু নিঃসরণ হয়। ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা নামক ঔষধেও মলত্যাগ কালে শব্দের সহিত বায়ু নিঃসরণ এবং "পট্ পট্" করিয়া শব্দ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদিগের উদরাময়ের সহিত মস্তকে জল সঞ্চয় হইলে, উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই যে, যদ্যপি বালকের শরীরস্থ অস্থিগুলির পোষণ ক্রিয়ার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় ও মস্তকে ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ক্যালকেরিয়া ফস্ উত্তম। ক্যালকেরিয়ার রোগী মাংস খাইতে চাহে, আর্জেণ্টামের রোগী মিষ্ট খাইবার জন্য লালায়িত হয়।

যে সকল বালক মিষ্ট খাইতে অধিক ভালবাসে, চিনি কিম্বা উক্ত প্রকারের মিষ্ট অধিক পরিমাণে আহার করিয়া হঠাৎ উহাদিগর কলেরার মত হইলে, আর্জেণ্টাম অতীব উপকারী। পুরাতন রক্তামাশয় রোগে উদর মধ্যে ক্ষত হইলেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ফেরাম মেটালিকম।

(Ferrum Metallicum)

মুখমণ্ডল মলিন, পাঁশুটে অথবা সবুজাভাযুক্ত। অতি সামান্য মানসিক উত্তেজনায় মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। মস্তকে রক্তাধিক্য, ও তজ্জনিত মাথার শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে এবং মস্তকে "দপ দপানি মাথা

ব্যথা" হইতে থাকে (বেল, চায়না, নেট্রাম-মিউর, গ্লোনোইন)। মুখের ভিতরের বর্ণ মলিন, পূর্ব্বের ন্যায় রক্তাভ নহে। চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে রোগ কিঞ্চিৎ উপশম হয় বটে, কিন্তু রোগী দুর্ব্বলতা বশতঃ শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে এবং বহু পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় ও বহুদিবস স্থায়ী হয়। স্রাবিত রক্ত মলিন এবং জলবৎ। উক্ত প্রকার স্রাবের সহিত মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ ইত্যাদি লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ফেরামের চরিত্রগত লক্ষণ। ফেরাম রক্ত-ক্ষীণতার একটী মহৌষধ বিশেষ। রক্তক্ষীণতার সহিত ফেরামের চরিত্র-গত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, ফেরাম অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্ত-ক্ষীণতার সহিত মস্তকে, মুখমণ্ডলে, বক্ষে রক্তাধিক্য হইলে, ফেরাম আশাতীত ফলপ্রদ। এই প্রকার রোগীকে এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা ফেরাম বৃহৎমাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া, তাহাকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলেন, এরূপ অবস্থায় শক্তিকৃত ফেরাম অমৃততুল্য।

রক্তস্রাব—শরীরের স্থানে স্থানে রক্তাধিক্য হওয়া, ফেরামের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। রক্তাধিক্য জনিত নাসিকা, ফুসফুস, জরায়ু, মূত্রযন্ত্র ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব হয়, সেই কারণ রক্তহীনতা এবং দুর্ব্বলতার সহিত শরীরের নানাস্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে, ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেবলমাত্র রক্তের উপর ফেরামের ক্রিয়া সীমাবদ্ধ নহে। পাকস্থলি এবং অন্ত্রের উপর ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাক্ষুসে ক্ষুধা, রোগী কেবল "খাই খাই" করে; আবার হয়ত একেবারেই ক্ষুধা নাই। ভোজনের পর উদ্গারের সহিত ভক্ষিত দ্রব্য মুখে উঠিয়া আইসে। রুটী এবং মাখন খাইবার জন্য অত্যন্ত স্পৃহা; মাংস, চা, বিয়ার নামক মদ্য ইত্যাদিতে অরুচি। রোগী দিবাভাগে যে দ্রব্য ভোজন করে, উহা সমস্ত দিবস উদরে থাকিয়া রাত্রে বমন হইয়া যায়। উদর মধ্যে ক্ষতবৎ বোধ,

রোগী মনে করে যেন তাহার নাড়ী ভুঁড়িগুলি কে থেঁৎলাইয়া দিয়াছে। কোন দ্রব্য ভোজন এবং পান করিবার সময় মলত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ফেরাম অজীর্ণ রোগেও বিশেষ উপকারী। চায়না নামক ঔষধেও ফেরামের ন্যায় লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়. সেই কারণ অনেক সময় চায়নার সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। উভয় ঔষধেই রাত্রিকালীন বেদনাশূন্য উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের পার্থক্য এই, ফেরাম অপেক্ষা চায়নায় উদরে অধিক পরিমাণে বায়ু জন্মায়। চায়না এবং ফেরাম পরস্পরে নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, চায়নার পর ফেরাম এবং ফেরামের পর চায়না অতীব উপকারী।

মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হওয়া—অর্থাৎ মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য ফেরামের চরিত্রগত লক্ষণ, আর একটী ফেরামের অতীব প্রিয় লক্ষণ এই, রোগী **ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে রোগের উপশম বোধ করে।** পলসেটিলা নামক ঔষধেও এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহা ফেরামের ন্যায় নহে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল (ইহাও ফেরামের একটী প্রিয় লক্ষণ) তথাচ ধীরে ধীরে চলিয়া না বেড়াইয়া থাকিতে পারে না। দুর্ব্বলতা জনিত চলিতে পারিতেছে না, তথাচ চলিয়া বেড়াইতে হয়। রোগী একবার বসিল আবার চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল, আবার বসিল, আবার চলিতে লাগিল, ফেরামের রোগী অনবরত এইরূপ করিতে থাকে।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, একটী স্ত্রীলোক তাহার হাতের বেদনার জন্য ডাক্তার ন্যাসের চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিলেন। রোগিণীর মুখমণ্ডল ফেঁকাসে অর্থাৎ রক্তহীন, প্রায় এক সপ্তাহ তাঁহাকে নানাপ্রকার ঔষধ দিয়া কোন ফল হইল না। অবশেষে একদিবস রোগিণী হঠাৎ বলিল, প্রতিদিন রাত্রে তাঁহার যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

একমাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া গৃহের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়াইলে উপশম হয়। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার ন্যাস তাঁহাকে সহস্র শক্তির ফেরাম দিলেন, রোগিণী অতি সত্বর রোগ মুক্ত হইলেন, আর তাঁহার উক্ত রোগ হয় নাই। হৃৎপিণ্ডের "ধড়ধড়ানি", রক্তবমন, হাঁপানি ইত্যাদি রোগেও যত্তপি ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয়, তাহা হইলে ফেরাম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ম্যালেরিয়া জ্বর, সবিরাম জ্বর, ইত্যাদিতেও ফেরাম সুন্দর কার্য্য করে। ম্যালেরিয়ায় অধিক কুইনাইনাদি সেবন করিয়া, রোগ জটিল হইলেও ফেরাম ব্যবহৃত হয়, এ প্রকার রোগীতে প্রায়ই প্লীহার বৃদ্ধি এবং উহাতে ক্ষতবৎ বেদনা দৃষ্ট হয়। সবিরাম জ্বরে ফেরামের একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, শীতাবস্থায় রোগীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০, ২০০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

অনেকে বলেন, ধাতু উচ্চতম শক্তিকৃত অবস্থায় কোনই ফল দান করে না। বাস্তবিক তাহা নহে, শক্তিকৃত অবস্থায় সকল ঔষধই সুন্দর কার্য্য করে।

প্লাম্বাম মেটালিকম।

(Plumbum Metallicum,)

তলপেটটী এত ভিতর দিকে ঢুকিয়া যায়, মনে হয় যেন উহা মেরুদণ্ডের অস্থির সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই লক্ষণ প্রত্যক্ষ অথবা অনুবোধ্য উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা, উদরের যন্ত্রণা শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই প্রকার

যন্ত্রণা প্রায়ই উদরশূল (Colic) রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ অথবা জয়ায়ুর রোগের সহিতও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। নেবাতেও (Jaundice) ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীর মল, মূত্র, চক্ষের সাদা ভাগ, গাত্র চর্ম্ম ইত্যাদি গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ, এ প্রকার রোগীতেও প্লাম্বাম অতি সুন্দর কার্য্য করে।

পক্ষাঘাত রোগেও প্লাম্বাম ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন একটী বৃদ্ধের নিম্নশাখায় পক্ষাঘাত হইয়াছিল, পক্ষাঘাতের সহিত গাত্র চর্ম্মে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা ছিল। তিনি বলিতেছেন রোগীর শরীরে এত স্পর্শাসহিষ্ণুতা ছিল যে, কেহ অতি সন্তর্পণে তাহাকে স্পর্শ করিলেও রোগী মনে করিত, কে যেন তাহাকে আঘাত করিল। ডাক্তার ন্যাস স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এ প্রকার রোগী আর কখনও দেখেন নাই এবং বহু অনুসন্ধানের পর ডাক্তার এলেনের এনসাইক্লোপিডিয়া নামক পুস্তকের মধ্যে প্লাম্বামে উক্ত লক্ষণ দৃষ্টে ফিঙ্কের ৪০ এম শক্তির এক মাত্রা প্লাম্বাম তাঁহাকে দিয়াছিলেন; ইহাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

শীঘ্র শীঘ্র শরীর শুকাইয়া যাওয়া, সর্ব্বাঙ্গিক অথবা শরীরের কোন একটী স্থানের পক্ষাঘাত, দাঁতের মাড়ির উপর দিয়া পরিষ্কার নীল বর্ণের দাগ পড়া, প্লাম্বামের প্রিয় লক্ষণ মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে।

৩০ হইতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

চেলিডোনিয়ম মেজাস।

(Chelidonium Majus.)

পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থি যাহার সহিত দক্ষিণ হস্তটী সংলগ্ন উহার মধ্যে স্থায়ীভাবে তীব্র ও মৃদু মৃদু বেদনা চেলিডোনিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ। এই প্রকার বেদনা যকৃতের পীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃতের পীড়ায় চেলিডোনিয়ম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। নেবা, কাসি, নিউমোনিয়া ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ ইত্যাদি যে কোন পীড়ার সহিত উপরোল্লিখিত চরিত্রগত লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে, চেলিডোনিয়ম প্রয়োগে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

লাইকোপোডিয়মের ন্যায় চেলিডোনিয়ম মনুষ্য শরীরের দক্ষিণদিকে ইহার কার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। দক্ষিণ চক্ষে স্নায়বীয় বেদনা, বক্ষের দক্ষিণদিকে নিউমোনিয়া, দক্ষিণদিকের স্কন্ধে বেদনা, দক্ষিণদিকের উরু হইতে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা তলপেট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, দক্ষিণপদ বরফের ন্যায় শীতল, বামপদ স্বাভাবিক ইত্যাদি, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে কোন পীড়া হইলে একবার চেলিডোনিয়মের অন্যান্য লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র দক্ষিণদিকের পীড়াতে চেলিডোনিয়ম লাইকোর সমকক্ষ তাহা নহে, চেলিডোনিয়মে, লাইকোর ন্যায় অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়, সেই কারণ চেলিডোর পর লাইকো এবং লাইকোর পর চেলিডো বিশেষ উপকারী।

যদিচ পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থি, যাহার সহিত দক্ষিণ হস্তটী সংলগ্ন উহার মধ্যে বেদনা চেলিডোর অতীব প্রিয় লক্ষণ, তথাচ ফুসফুস অথবা যকৃতের পীড়ার সহিত কখন কখন উক্ত লক্ষণটী দৃষ্ট না হইলেও

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির দ্বারা চেলিডোনিয়মকে চিনিয়া লওয়া যায়। যকৃতের বৃদ্ধি, যকৃত স্থানে চাপনবৎ বেদনা; মুখের আস্বাদ তিক্ত; জিহ্বা গাঢ় হলুদবর্ণের ময়লার দ্বারা আবৃত, স্থানে স্থানে রক্তবর্ণতা, এবং জিহ্বার পার্শ্ব দন্তের ছাপ যুক্ত, চক্ষের সাদা ভাগ, মুখ মণ্ডল, গাত্র চর্ম্ম হরিদ্রা বর্ণ; মল ধূসর বর্ণ, কর্দ্দমের ন্যায় অথবা স্বর্ণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট; মূত্রও গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট, মূত্র, পাত্র হইতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেও পাত্রে হরিদ্রাবর্ণের দাগ লাগিয়া থাকে। ক্ষুধাহীনতা, বিবমিষা, পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন। ইহা ব্যতিরেকে আরও, যদ্যপি রোগী গরম পানীয় ব্যতিরেকে অন্য কিছুই উদরে রাখিতে না পারে, তাহা হইলে চেলিডোনিয়ম প্রয়োগ করিতে অনুমাত্রও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। এই প্রকার লক্ষণ সমূহ পুরাতন এবং তরুণ উভয়বিধ ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন রোগে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য কখন কখন লাইকোর ন্যায় একটী এণ্টি-সোরিক ঔষধ লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিতে হয়।

চেলিডোনিয়ম নিউমোনিয়ার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ যে সকল নিউমোনিয়া রোগের সহিত যকৃতের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, উহাদিগের পক্ষে চেলিডো অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক কাসি রোগে কাসির সহিত বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এরূপ স্থলে চেলিডোনিয়ম প্রয়োগ করিলে, রোগীর কাসি, এবং বেদনা আরোগ্য হইয়া, রোগীকে ভবিষ্যৎ ক্ষয়কাস হইতে রক্ষা করে।

উদরাময়—উদরাময় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিবার পূর্ব্বেই উহাদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে। মাননীয় ডাক্তার বেল বলিতেছেন, গরম পানীয় পান করিবার জন্য রোগীর অতীব ইচ্ছা থাকিলে, চেলিডো কার্য্যকারী।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

বার্বেরিস ভাল্গেরিস।

(Berberis Vulgaris)

কটিদেশে যেন আঘাত লাগিয়াছে, কটিদেশে আড়ষ্টভাব। উপবেশনাবস্থা হইতে উঠিবার সময় বড়ই কষ্ট হয়। রোগী যখন বসিয়া কিম্বা শয়ন করিয়া থাকে, সেই সময় কটিবেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রাতঃকালে বিছানায় শয়নাবস্থায় কটিবেদনার বৃদ্ধি। রোগী মনে করে যেন তাহার কটিদেশ আড়ষ্ট, অসাড়, এবং উহাতে চাপনবৎ বেদনা। এই প্রকার বেদনা কখন কখন উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এই সকল লক্ষণদৃষ্টে অনেকে হ্রাসটাক্স প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এস্থলে এ প্রকার ভুল হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। বার্বেরিস এবং হ্রাসটক্সে পার্থক্য এই, বার্বেরিসের কটিবেদনার সহিত প্রায়ই মূত্র যন্ত্রের পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রসটক্সে উহা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বার্বেরিসের আরও বিশেষত্ব এই যে, উহার কটিবেদনা মূত্রযন্ত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, বার্বেরিসের মূত্রে নানা প্রকারের তলানি পড়ে, কিন্তু অনবরত কটিবেদনা দ্বারা বার্বেরিসকে চিনিয়া লইতে হইবে। কোন প্রকার বাত ব্যাধির সহিত অনবরত কটিবেদনা এবং মূত্র সম্বন্ধীয় লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, বার্বেরিস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িলে, অথবা অন্য কোন উপায়ে শরীরে ঝাঁকি লাগিলে মূত্রযন্ত্র স্থানে ক্ষতবৎ বেদনা; আর একটী বার্বেরিসের চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী তাহার মুত্রযন্ত্র (কিডনি) স্থানে "বুজ্ বুজ্" করা মত বোধ করে।

কটিবেদনা বার্বেরিসের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। অনবরত কটিবেদনার সহিত কটিদেশে দুর্ব্বলতা, মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু, মুখ

বসা, চক্ষের চারিদিকে কালিমা পড়া, ইত্যাদি লক্ষণও বার্বেরিসে দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে অনবতর কটিবেদনা দৃষ্ট হইবে, সে স্থলে বার্বেরিসকে স্মরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সচরাচর ১ম, ৩য়, ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

টেরিবিন্থিনা।

(Terebinthina.)

বার্বেরিসের ন্যায় টেরিবিন্থিনাতেও মূত্র যন্ত্রের ব্যাধির সহিত কটিদেশে বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। বার্বেরিস অপেক্ষা টেরিবিন্থিনায় মূত্রযন্ত্রের লক্ষণগুলি অধিক উগ্র ভাবাপন্ন হইয়া থাকে এবং মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্র পাটকিলা রং বিশিষ্ট কিম্বা কাল অথবা ধূম্রবর্ণ ও উহার সহিত অল্পাধিক পরিমাণ রক্ত মিশ্রিত থাকে। মূত্রত্যাগ করিবার সময় জ্বালা যন্ত্রণায় ইহা ক্যান্থ্যারিস এবং ক্যানাবিস স্যাটিভার প্রায় সমকক্ষ কিন্তু বার্বেরিসে এ প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরোল্লিখিত চারিটী ঔষধই প্রস্রাবের পীড়ায় (Albuminuria) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহাদিগের মধ্যে টেরিবিন্থিনা উক্ত রোগে প্রথম স্থান অধিকার করে।

টেরিবিন্থিনা সেবনে অতি সঙ্কটাপন্ন টাইফয়েড রোগীও আরোগ্য লাভ করে। পরিষ্কার রক্তবর্ণ জিহ্বা এবং উদরটী ফাঁপা টেরিবিন্থিনার চরিত্রগত লক্ষণ; এই লক্ষণ দুইটী টাইফয়েডাদি পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, টেরিবিন্থিনা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শোথ রোগে ধূম্রবর্ণের মূত্র দৃষ্ট হইলে, ল্যাকেসিস, এপিস, হেলিবোরাস, কলচিকমের ন্যায় টেরিবিন্থিনাও একটী ঔষধ বিশেষ।

কলেরার পর ক্যান্থ্যারিস প্রয়োগে প্রস্রাব না হইয়া, রোগী ক্রমশঃ টাইফয়েড অবস্থাপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে, অনেক সময় টেরিবিন্থিনা দ্বারা বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ক্যানাবিস স্যাটিভা

(Cannabis Sativa.)

মূত্র নলির উপর ইহার সুন্দর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। গণোরিয়ার প্রথম অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী। লিঙ্গে অত্যন্ত বেদনা, লিঙ্গটী স্পর্শ করিলে অথবা চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয়। রোগী পা দুইটী ফাঁক করিয়া চলে, পা সমান করিয়া চলিলে, লিঙ্গে আঘাত লাগে, এরূপ অবস্থায় রোগীকে বাধ্য হইয়া পা ফাঁক করিয়া চলিতে হয়, যদ্যপি উক্ত রোগ ক্রমে মূত্রনলি হইতে মূত্রস্থলি পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় তাহা হইলে, মধ্যে মধ্যে তীব্র কটিবেদনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং মূত্রের সহিত রক্ত নির্গত হইতে থাকে।

একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ ক্যানাবিসে দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে অথবা যে স্থলে হৃৎপিণ্ডটী স্থাপিত উহার মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কি পড়িতেছে। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, আমি এই লক্ষণাক্রান্ত বহু রোগী এক অথবা দুই মাত্রা ক্যানাবিস প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছি।

৬ষ্ঠ ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

বেঞ্জইক এসিড।

(Benzoic Acid.)

কাল্‌চে পাটকিলা রং বিশিষ্ট ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র, বেঞ্জয়িক এসিডের চরিত্রগত লক্ষণ। একমাত্র এই লক্ষণ অবলম্বনে নানা প্রকার রোগ, যথা—বাত, শোথ, উদরাময়. শিরঃপীড়া ইত্যাদি আরোগ্য হইয়া থাকে।

নাইট্রিক এসিড, বার্বেরিস, ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রীয়ম ইত্যাদি ঔষধেও মূত্রে দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের মধ্যে প্রায় সকল ঔষধেই মূত্রে নানা প্রকারের তলানি পড়ে, কিন্তু বেঞ্জয়িক এসিডে একেবারেই মূত্রে তলানি পড়ে না এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধদিগের প্রস্রাবের পীড়ায় মূত্র ফোঁটা ফোঁটা পরিমাণ পড়িতে থাকে, মূত্র পরিষ্কার হয় না, এরূপ অবস্থায় বেঞ্জয়িক এসিড উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগের সহিত ইহার চরিত্রগত মূত্রের লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, বেঞ্জয়িক এসিড দ্বারা সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদিও উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে আরোগ্য হইয়া থাকে। এক কথায় বেঞ্জয়িক এসিডের মূত্রের লক্ষণ অতীব চরিত্রগত বলিয়া জানিবেন, যে কোন পীড়ায় উক্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ বেঞ্জয়িক এসিডকে স্মৃতিপথে আনিতে ভুলিবেন না।

সর্ব্বদা ৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

পডোফাইলম।

(Podophyllum Peltatum)

ইহা উদরাময়ের একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা নানা প্রকার উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বহুপরিমাণ তরল মল, মলে অতিশয় দুর্গন্ধ, প্রাতঃকালীন অথবা গ্রীষ্মকালীন কিম্বা বালকদিগের দন্তোদ্গম কালীন উদরাময়, এই কয়টী লক্ষণ পডোফাইলমের চরিত্রগত বলিয়া জানিবেন। সর্ব্বদা এই কয়টী লক্ষণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অন্যান্য আনুসঙ্গিক লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ইহাকে প্রয়োগ করিলে, অতি কঠিন উদরাময়-গ্রস্ত রোগীও সত্বর আরোগ্য লাভ করিবে।

উপরোল্লিখিত প্রকারের মলের সহিত প্রায়ই নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। গুহ্য পথটী বাহির হইয়া পড়ে। রোগী অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে ঘুমাইতে থাকে এবং সর্ব্বদা মথাটী এপাস ওপাস করিয়া চালনা করে; পুনঃ পুনঃ শূন্য উদ্গার তুলে। এই প্রকার লক্ষণ-সমূহ প্রায়ই শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়ে, মস্তকে জল সঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে এবং শিশু কলেরায় দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পডোফাইলম উত্তমরূপে বিবেচিত হইয়া ব্যবহৃত হইলে, এত সুন্দর ফল দান করে যে চিকিৎসক, মহাত্মা মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়ও হইতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বালকদিগের উদরাময় অথবা কলেরায় পডো-ফাইলম একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। দন্তোদ্গমের সময় শিশু মাড়ি দুইটী অনবরত চাপিয়া ধরে। এই লক্ষণটী ফাইটোলক্কা নামক ঔষধেও

দেখিতে পাওয়া যায়। ইপিকাকের ন্যায় বমন পডোফাইলমে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সিকেলির ন্যায় ইহাতে অনবরত "উকি তোলা" দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদর মধ্যে "গড় গড়, গোঁ গোঁ" শব্দ হয়। গুহ্যপথটী বাহির হইয়া পড়া, পডোর একটী চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরও ইহার বিশেষ ক্ষমতা লক্ষিত হয়। দক্ষিণ ডিম্বাধারে বেদনা, দক্ষিণ ডিম্বাধারে বেদনা আরম্ভ হইয়া, দক্ষিণদিকের উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়; কখন কখন উক্ত প্রকার বেদনার সহিত ঝিঁ ঝিঁ ধরাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণটী পডোফাইলমের এত প্রিয় যে, একমাত্র এই লক্ষণ অবলম্বনে এমন কি ডিম্বাধারের টিউমার পর্য্যন্তও সারিয়া গিয়াছে।

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

এলো সকোট্রিনা।

(Aloe Socotrina)

ইহাও উদরাময়ের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হরিদ্রা বর্ণের "ভস্কা ভস্কা" অথবা চক চকে আমযুক্ত জলের ন্যায় মল, এলোর চরিত্রগত লক্ষণ। রোগীর গুহ্যদ্বার অসাড়, কখন কখন উক্ত প্রকারের খানিকটা মল যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী কিছুই জানিতে পারে না। রোগী প্রস্রাব করিবার সময় অথবা বায়ুত্যাগকালে মলত্যাগ করিয়া ফেলে। রোগী মনে করে, তাহার গুহ্যপথটী তরল ভারি পদার্থে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং এখনি উহা বাহির হইয়া পড়িবে ও বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। এলোর একটী অতীব

চরিত্রগত লক্ষণ এই, মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তলপেটে "গড় গড়, কল কুল" করিয়া অত্যন্ত শব্দ হয়। রোগী তাহার সমস্ত তলপেটটী অত্যন্ত ভারি বোধ করে। রোগীর গুহ্যপথটী আঙ্গুরের থোলোর ন্যায় বাহির হইয়া পড়ে কিন্তু শীতল জল প্রয়োগে উপশম হয়। এই লক্ষণটী প্রায়ই অর্শ রোগের সাহত দেখিতে পাওয়া যায়। মিউরিয়েটিক এসিড নামক ঔষধে গরম প্রয়োগে অর্শের যন্ত্রণার উপশম হয়। উভয় ঔষধেই অর্শের বলির রং নীলবর্ণ, কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মিউরিএটিক এসিডের অর্শের বলিগুলিতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং ক্ষতবৎ বোধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এলোয় অত্যন্ত চুলকায়। এলোর উদরাময়, প্রাতঃকালে, গ্রীষ্মকালে, চলাফেরায় এবং আহার অথবা পানের পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রক্তামাশয় রোগে বাহ্যে করিবার সময় রোগী অত্যন্ত কোঁথ দিতে থাকে, গুহ্যপথটী গরম বোধ করে, যন্ত্রণায় রোগী ফেণ্ট হইবার ন্যায় হয় ও সর্ব্বাঙ্গে আঠা আঠা ঘর্ম্ম হইতে থাকে। কোষ্ঠবদ্ধেও গুহ্যদ্বারের অসাড় অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শক্ত মলও নির্গত হইবার সময় রোগী কিছুই বুঝিতে পারে না।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, তিনি একটী বালকের কোষ্ঠবদ্ধের চিকিৎসা করিতে আহুত হইয়াছিলেন। বালকটী জন্মাবধি কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ভুগিতেছিল, তাহাকে মলত্যাগ করাইবার জন্য উপবেশন করাইলে, অত্যন্ত কান্নাকাটি জুড়িয়া দিত এবং অত্যন্ত চেষ্টা করিয়া এমন কি পিচকারী দিয়াও সামান্য মাত্র মল নির্গত হইত না। তিনি নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে একদিবস তিনি বালকের গুহ্যদ্বারটী পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইবা মাত্র, দেখিতে পাইলেন তাহার বিছানায় একটী বড় মল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে, বালক কখন মল ত্যাগ করে, সে উহা

বুঝিতে পারে না, কাজে কাজেই আমরাও জানিতে পারি না। তিনি তাহাকে দুই শত শক্তির এলো প্রদান করিলেন, ইহাতেই রোগী অতি সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

পডোফাইলমের ন্যায় এলোতেও জরায়ুর স্থানচ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নোদর এবং গুহ্যপথ ইত্যাদিতে গরম, ভারি এবং পূর্ণবোধ দ্বারায় এলোকে চিনিয়া লইতে হইবে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম মিউরিয়েটীকম।

(Natrum Muriaticum)

রক্তক্ষীণতা—নেট্রাম, জ্বর ও রক্তক্ষীণতার একটী মহৌষধ বিশেষ। ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, মানসিক শোক সন্তাপ ইত্যাদি যে কোন কারণে রক্তক্ষীণতা হউক না কেন, নেট্রাম মুর ব্যবহৃত হইতে পারে। নেট্রামের রক্তক্ষীণতার রোগীর সমস্ত শরীর ফেঁকাসে হইয়া যায় এবং রোগী রীতিমত আহার করে, তথাচ তাহার শরীর শুখাইয়া যায়। অত্যন্ত "দপ্‌দপানি" মাথা ব্যাথা, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় অথবা অন্য কোন প্রকার শারিরীক পরিশ্রম করিবার সময় নিতান্ত হাঁফাইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর অল্পতা এবং কোষ্ঠ বদ্ধ। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির সহিত কখন কখন আরও একটী মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী পলসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনশীল হয়। পলসেটিলা এবং নেট্রামে পার্থক্য এই, পলসেটিলার রোগীকে সান্ত্বনা করিলে সে শান্ত হয়, যে স্থলে নেট্রামের রোগীকে যতই শান্তনা করা যায়, তাহার ক্রন্দন ইত্যাদি অত্যন্ত

বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। এবম্প্রকার রক্তক্ষীণতার সহিত কথন কখন হৃৎপিণ্ডের "ধড়্ ধড়ানি" (Palpitation) দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার রোগীর পক্ষে উচ্চ শক্তির নেট্রাম দ্বারায় অতি সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নেট্রাম মুর পুরাতন শিরঃপীড়ার একটী মহৌষধ। শিরঃপীড়া এ প্রকার "দপ্ দপানি" যুক্ত যে, মস্তকের যন্ত্রণার ভাব রোগীর মুখ হইতে ব্যক্ত হইবামাত্র বেলেডোনা স্মৃতিপথে আসিয়া উদয় হয়, কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, নেট্রামের রোগী রক্তক্ষীণ এবং মস্তকে অত্যন্ত বেদনার সহিত মুখমণ্ডল ফেঁকাসে অথবা ঈষৎ রক্তাভ কিন্তু বেলেডোনায় রোগীর মুখমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদি রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল এবং বড়। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর পর উক্ত প্রকারের শিরঃপীড়া। এ প্রকার শিরঃপীড়া রক্তক্ষয়-জনিত হইয়া থাকে। চায়না নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের শিরঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু নেট্রামে ঋতু অল্প কিম্বা অধিক, যে পরিমাণেই হউক না কেন, ঋতুর পর শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। স্কুলের বালিকাদিগের শিরঃপীড়াতেও নেট্রাম একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যালকেরিয়া ফস্ নামক ঔষধও স্কুলের বালিকাদিগের শিরঃপীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবম্প্রকার শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ দুইটীতে পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন, কারণ ক্যালকেরিয়া ফসেও রক্তক্ষীণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহুক্ষণ যাবৎ এক দৃষ্টে তাকাইয়া পাঠ অথবা শিলাইয়ের কার্য্য করিয়া এই প্রকার শিরঃপীড়া হয়।

নেট্রাম, মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত অন্ননলিতেও সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। নাইট্রিক এসিডের ন্যায় ইহাতেও ওষ্ঠ এবং মুখের কোণ শুষ্ক ক্ষতযুক্ত এবং ফাটা ফাটা দেখিতে পাওয়া যায়; গুহ্যদ্বারও ফাটা ফাটা, ক্ষতযুক্ত এবং কথন কথন রক্তপাত হয়। নেট্রামের আর একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ মুখ মধ্যে প্রকাশ পায়, রোগীর মুখ সিক্ত তথাচ

সে তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক বলিয়া বোধ করে। নেট্রামের রোগীর মুখের আস্বাদ পালসেটিলার ন্যায় তিক্ত এবং সাইলিসিয়ার ন্যায় জিহ্বায় চুল পড়ার ন্যায় বোধ করে, অর্থাৎ রোগী মনে করে যেন তাহার জিহ্বার উপর একগাছি চুল রহিয়াছে। নিম্ন ওষ্ঠের মধ্যস্থলটী ফাটা, ইহা নেট্রামের একটী চরিত্রগত লক্ষণ। সবিরাম জ্বরে ওষ্ঠে "জ্বর ঠুঁটার" ন্যায় হইলে তৎক্ষণাৎ নেট্রামকে স্মরণ করিবেন, কারণ ইহা নেট্রামের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং নাসিকাতে ঝিঁ ঝিঁ ধরা নেট্রামের চরিত্রগত লক্ষণ; কেবল মাত্র এই লক্ষণটী অবলম্বনে আমি একটী বহু দিবসের পুরাতন উদরাময় আরোগ্য করিয়াছি। জিহ্বার আর একটী লক্ষণ নেট্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, জিহ্বা ফাটা ফাটা, জিহ্বার উপর মানচিত্রের ন্যায় হিজিবিজি কাটা; অনেকগুলি ঔষধে এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নেট্রাম মুর উহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জানিবেন।

নেট্রামের রোগী অনবরত "খাই খাই" করে অর্থাৎ ভয়ানক ক্ষুধা, ক্ষুধার নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। আর একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, রোগী অনবরত উদর পূর্ণ করিয়া খাইতেছে কিন্তু শরীরের কোনও উন্নতি দর্শাইতেছে না। আইওডিয়াম নামক ঔষধেও রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধার সহিত শরীরের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, নেট্রামের রোগী আহারের পর ক্লান্তি বোধ করে এবং ঘুমাইবার চেষ্টা করে কিন্তু আইওডিয়মের রোগী আহারের পর সুস্থ হয়। নেট্রামের রোগীর উদর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করিবামাত্র পাকস্থলি এবং যকৃত ইত্যাদি স্থানে কেমন একপ্রকার অসুস্থতা এবং ভারি বোধ করে কিন্তু আইওডিয়মের রোগীর উদরপূর্ণ থাকিলেই নিতান্ত সুস্থ হয়। রোগী অত্যন্ত লবণ ভালবাসে, যে কোন পদার্থ আহার করুক না কেন, লবণ প্রয়োগ করিয়া আহার করে, ইহাও নেট্রামের চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। ডায়েবিটিস রোগে এবম্প্রকার লবণ খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইলে, তৎক্ষণাৎ নেট্রামকে স্মরণ করিবেন।

নেট্রাম মিউর কোষ্ঠবদ্ধের একটী মহৌষধ বিশেষ। কোষ্ঠবদ্ধে নানা প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায়। এমোন মুর এবং ম্যাগ্‌নেসিয়া মুরের ন্যায় মল কঠিন; এলুমিনা, ভিরেটম এল্বম, সাইলিসিয়ার ন্যায়, গুহ্যপথের কার্য্যহীনতার জন্য কোষ্ঠবদ্ধ। নাইট্রিক এসিডের ন্যায় গুহ্যদ্বার ফাটা ফাটা, গুহ্যদ্বার হইতে রক্ত পড়ে। ব্রাইওনিয়া ওপিয়মের ন্যায় মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত অন্ননলি শুষ্ক। ইহাতে উদরাময়ও আরোগ্য হইয়া থাকে।

শিশু কলেরায় গ্রীবাদেশের শুষ্কতা, অত্যন্ত ক্ষুধা এবং পিপাসা বর্ত্তমান থাকিলে নেট্রাম প্রয়োগ করা যায়। পালসেটিলা, জিঙ্কাম, কষ্টিকমের ন্যায় অসাড়ে প্রস্রাব; প্রস্রাবের পর মূত্রনলিতে যন্ত্রণা এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা। এই প্রকার মূত্রনলিতে যন্ত্রণা প্রায়ই পুরাতন গণোরিয়া রোগে ষ্ট্রিকচার হইলে অর্থাৎ মূত্রনলিটা সঙ্কুচিত হইয়া যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রকার রোগগ্রস্থ মূত্রনলি হইতে নেট্রামের চরিত্রগত জলবৎ তরল স্রাব নির্গত হয়।

সিপিয়ার ন্যায় নেট্রাম মিউরে স্ত্রীলোকদিগের তলপেটের পদার্থগুলি বাহিরদিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, নেট্রামের রোগীতে উক্ত প্রকার বেদনার সহিত নেট্রামের চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ ও গুহ্যপথ সম্বন্ধীয় লক্ষণ সমূহ এবং নেট্রামের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাইলে, সিপিয়া অপেক্ষা নেট্রামে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এই প্রকার উদরের লক্ষণের সহিত প্রায়ই কটী বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত কটী বেদনা হ্রাসটক্সের ন্যায় চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম হইয়া থাকে।

নেট্রামে কতকগুলি হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী তাহার হৃৎপিণ্ডটীকে নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ করে, শয়নে উক্ত প্রকার দুর্ব্বলতার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের আঘাত অসমান এবং

মধ্যে মধ্যে এক একবার থামিয়া যায়। এ প্রকার অবস্থা বামপার্শ্বে শয়নে অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড এত জোরে আঘাত করে যে, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হয় (স্পাইজিলিয়া)। রক্তক্ষীণ ব্যক্তি. যাহাদিগের শরীর অত্যধিক পরিমাণ শুক্রক্ষয়, রক্ত ক্ষয়, মানসিক শোক সন্তাপ ইত্যাদি কারণে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের এই প্রকার হৃৎপিণ্ডের অবস্থা হইলে নেট্রাম অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকম সবিরাম জ্বরের একটী মহৌষধ বিশেষ। যে সকল সবিরাম জ্বর কুইনাইন সেবন দ্বারা চাপা থাকিয়া, পুরাতনে পরিণত হয়, উহাদিগের পক্ষে নেট্রাম একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকার মধ্যে শীত আরম্ভ হইয়া জ্বর হওয়া নেট্রামের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। আমি এই লক্ষণটী অবলম্বনে বহু ম্যালেরিয়া জ্বর রোগী আরোগ্য করিয়াছি। জ্বরের সময়ের উপর বিশেষ লক্ষ রাখিয়া চিকিৎসা করিলে, অতি সন্তোষ জনক ফল পাওয়া যায়। নিম্নে আরও কয়েকটী ঔষধের জ্বরের সময় উল্লেখ করা হইল, উহারা উক্ত ঔষধগুলির চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন।

নেট্রাম—প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকার মধ্যে।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফ—প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময়।

এপিস মেল—অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়।

লাইকোপাডিয়ম—অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়।

আর্সেনিকম এল্বম—মধ্যাহ্ন অথবা রাত্রি ১ ঘটিকা হইতে ২ই ঘটিকার মধ্যে।

নেট্রামের আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, জ্বরের সকল উপসর্গই প্রভূত পরিমাণে ঘর্ম্ম হইলে উপশম হইয়া থাকে।

হস্ত এবং পদে নেট্রামের কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী তাহার হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিগুলিতে "চিন্ চিন্" করা

অথবা 'ঝিঁ ঝিঁ' ধরার ন্যায় বোধ করে। পায়ের গাঁইটগুলিতে দুর্ব্বলতা এবং হস্ত ও পদের বাঁকা স্থানগুলিতে টানিয়া ধরা মত বেদনা। পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতার সহিত শাখা সমূহে দুর্ব্বলতা, হৃৎপিণ্ডের "ধড়্ ধড়ানি"। মেরুদণ্ডের উক্ত প্রকারের বেদনা চাপনে উপশম হইয়া থাকে।

এক প্রকার চর্ম্ম রোগেও নেট্রাম অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। নেট্রামের চর্ম্মরোগ, একজিমা, চুলের গোড়ায় এবং সন্ধিস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা ফাটা ফাটা হইয়া যায়, চটা উঠে এবং একপ্রকার ক্ষরণশীল রস নির্গত হইতে থাকে।

সচরাচর ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম কার্ব্বনিকম।

(Natrum Carbonicum)

মানসিক পরিশ্রমে রোগের বৃদ্ধি—নেট্রাম কার্ব্বের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী কোন প্রকার চিন্তা করিতে পারে না, কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিলেই, মাথা ধরে, মাথা ঘোরে অথবা একেবারেই যেন বোকার মত হইয়া যায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি নেট্রাম কার্ব্বের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। এ প্রকার শিরঃপীড়ায় ইহা ধ্রুব কার্য্যকারী। এই প্রকার শিরঃপীড়া সূর্য্যের উত্তাপ অথবা গ্যাসের আলোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপে পীড়া জন্মাইলে নেট্রাম কার্ব্ব, গ্লোনোইন, ল্যাকেসিস এবং লাইসিন, ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অন্যান্য নেট্রামের ন্যায় নেট্রাম কার্ব্বেও অত্যন্ত মানসিক দুর্ব্বলতা

দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী সর্ব্বদা নানা প্রকার দুঃখপূর্ণ চিন্তায় চিন্তিত।

নিম্নোদরস্থ পদার্থগুলি বাহির হইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনাও নেট্রাম কার্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণটীর সহিত যদ্যপি নেট্রাম কার্ব্বের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নেট্রাম কার্ব্ব প্রযোজ্য।

পদের গাঁইটগুলিতে দুর্ব্বলতা, রোগী সমান হইয়া চলিতে পারে না। বালকদিগের শিশুকাল হইতে চরণের গাঁইটগুলিতে দুর্ব্বলতাবশতঃ বহু দিবস পর্য্যন্ত চলিতে পারে না।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম সালফিউরিকম।

(Natrum Sulphuricum)

নেট্রম সালফ পুরাতন এবং তরুণ উভয় প্রকার উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। সালফর ইত্যাদির ন্যায় নেট্রাম সালফের উদরাময় প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সালফরের রোগীর বাহ্যের বেগ অতি প্রত্যূষে, তাহাকে বিছানা হইতে তাড়াইয়া পাইখানায় লইয়া যায়, কিন্তু নেট্রাম সাল্‌ফে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় রোগী নিদ্রা হইতে উঠিয়া নড়া চড়া করিলে বাহ্যের বেগ আরম্ভ হয়। এলোর ন্যায় নেট্রাম সাল্‌ফে, বাহ্যে করিবার সময় রোগীর উদর মধ্যে "গড়্ গড়্ কল্ কল্" শব্দ হয় কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, নেট্রাম সাল্‌ফে কেবলমাত্র রোগীর নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে উক্ত প্রকার শব্দ আবদ্ধ থাকে। চায়না, এগারিকস, আর্জেণ্টাম, ক্যাল-কেরিয়া ফস্ ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় নেট্রাম সালফে মলত্যাগের সহিত প্রভূত পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ হইয়া থাকে।

পুরাতন উদরাময়ে প্রায়ই যকৃতের দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষতবৎ বোধ, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, গমনাগমন করিবার সময় অথবা সামান্য ঝাঁকি লাগিলে বেদনা করে। নেট্রাম সালফের একটী অতীব চরিত্রগত লক্ষণ এই, বর্ষাকালে উদরাময় ইত্যাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

• হাঁপানি—বর্ষাকালে হাঁপানির বৃদ্ধি নেট্রাম সাল্‌ফের একটী চরিত্রগত লক্ষণ। যে সকল বৃদ্ধদিগের বর্ষাকালে হাঁপানির বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগের পক্ষে নেট্রাম সালফ অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অত্যন্ত কঠিন গনোরিয়ার শেষাবস্থায় যখন গাঢ় এবং সবুজাভাযুক্ত স্রাব নির্গত হইতেছে এবং অল্প অল্প বেদনা আছে, এরূপ অবস্থায় ইহাকে প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

কাসি রোগেও নেট্রাম সাল্‌ফ সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। তরল কাসির সহিত বক্ষে ক্ষতবৎ বোধ এবং বেদনা। এই স্থলে ব্রাইওনিয়ার সহিত গোলযোগ হইতে পারে। কারণ ব্রাইওনিয়াতেও কাসির সহিত বক্ষে ক্ষতবৎ বোধ এবং বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ব্রাইওনিয়ার কাসি শুষ্ক, যে স্থলে নেট্রাম সালফের কাসি তরল। কাসিবার সময় বক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এত যন্ত্রণা হয় যে, রোগী কাসিতে কাসিতে তাড়াতাড়ি বক্ষ হস্ত দ্বারা চাপিয়া বিছানায় উঠিয়া বসে। এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই ফুসফুসের পুরাতন রোগ, যথা, হাঁপানি, যক্ষ্মা ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। নিউমোনিয়া রোগে যখন এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহাকে প্রয়োগ করিলে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

বক্ষের দক্ষিণ দিকে এই প্রকার বেদনা হইলে, ক্যালি কার্ব্ব এবং বামদিকে নেট্রাম সাল্‌ফ উপকারী।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বনিকা।

(Magnasia Carbonica)

মল সবুজবর্ণ বিশিষ্ট, ফেনা ফেনা এবং ডিম্ ডিম্— ম্যাগ্নেসিয়া উদরাময়ের একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপরোল্লিখিত মলের লক্ষণটী ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। ম্যাগ্নেসিয়া উদর মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শূল বেদনা উৎপন্ন করিয়া থাকে, ফলতঃ ইহা অসহনীয় "পেটকামড়ানীর" উৎকৃষ্ট ঔষধ। মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রোগী কলোসিন্থের ন্যায় উদরে খোঁচাবিদ্ধবৎ অথবা কামড়ান মত ব্যথা অনুভব করে। ম্যাগ্নেসিয়ার মলে এবং রোগীর গাত্রে টক গন্ধ পাওয়া যায়, এ স্থলে রিউম নামক ঔষধের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, কারণ উভয় ঔষধেই মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে উদরে বেদনা এবং মলে টক গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, রিউমের মলের বর্ণ কাল্‌চে পাটকিলা রং বিশিষ্ট কিন্তু ম্যাগেসিয়ার মলের রং সবুজাভাযুক্ত। রিউমেব মল পাতলা জলবৎ, কিন্তু ম্যাগনেসিয়ার মল কাদা কাদা। মার্কুরিয়সেও কাদা কাদা এবং সবুজাভাযুক্ত মল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মার্কুরিয়সে মলত্যাগ কালে অনবরত কোঁথানি দৃষ্ট হয়, এবং ম্যাগ্নেসিয়ায় উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্কুরিয়সের আর একটী বিষেষত্ব এই, রোগীর গাত্রে প্রভূত পরিমাণ ঘর্ম্মসত্ত্বেও রোগের কিছুই উপশম হয় না।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বের দন্ত বেদনা রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই স্থলে পুনরায় মার্কুরিয়স স্মৃতিপথে আসিয়া উদয় হয়, কারণ ইহারও দন্ত বেদনার বৃদ্ধি রাত্রে হইয়া থাকে ; মার্কুরিয়সের দন্ত বেদনা বিছানার গরমে বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু ম্যাগ্নেসিয়ার বেদনা স্থির ভাবে অবস্থান

করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয়। এই প্রকারের দন্ত বেদনা প্রায়ই গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের হইয়া থাকে, এবং ম্যাগ্নেসিয়া প্রয়োগে অতি সুন্দরভাবে সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়।

উদরাময় রোগে ম্যাগ্নেসিয়া নিম্নশক্তি উত্তম। গর্ভবতী স্ত্রীলোক-দিগের উক্ত প্রকার দন্ত বেদনায় ২০০ শত শক্তির ম্যাগ্নেসিয়া সুন্দর কার্য্য করে।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা।

(Magnasia Muriatica)

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বনিকা উদরাময়ের একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা কোষ্ঠবদ্ধের একটী মহৌষধ বিশেষ জানিবেন। ম্যাগ্নেসিয়া মিউরের মল কঠিন, ভেড়ার নাদির ন্যায় অতিকষ্টে নির্গত হয়, অথবা গুহ্যদ্বারে আসিয়া আটকাইয়া থাকে। কখন কখন জোরে কোঁথ দিতে দিতে অতি কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে। নেট্রাম মুর এবং এমোন মুরের কোষ্ঠবদ্ধের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে, "রাত্রে অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব হইয়া থাকে।" ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকার ঋতুস্রাবে উদরে যন্ত্রণা এবং অত্যন্ত আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়. এবং উক্ত আক্ষেপ হিষ্টিরিয়ার ফিটের ন্যায় পরিণত হয়। এই প্রকার অবস্থার সহিত প্রায়ই ইহার চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরঃপীড়াতেও ম্যাগ্নেসিয়া মিউর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সজোরে মস্তকটী চাপিয়া ধরিলে অথবা মাথাটী গরম কাপড় দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে উপশম হইয়া থাকে।

যকৃতের পীড়াতে ম্যাগ্নেসিয়া সুন্দর কার্য্য করে। যকৃতের পীড়ার সহিত রোগীর জিহ্বা দন্তের দাগ বিশিষ্ট এবং রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, কারণ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মার্কুরিয়স নামক ঔষধে এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে ম্যাগ্নেসিয়ার চরিত্রগত মলের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। আর একটী বিশেষ কথা এই, যকৃতের তরুণ ব্যধিতে মার্কুরিয়স উপকারী, যে স্থলে ম্যাগ্নেসিয়া মিউর পুরাতন ব্যাধিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর কার্য্য করে। টিলিয়া নামক ঔষধে বাম পার্শ্বে শয়নে যকৃতের পীড়ার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগী স্থির ভাবে অবস্থান কালে হৃৎপিণ্ডের "ধড়্ধড়ানী" অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয়, ম্যাগনেসিয়া মিউরের ইহাই চরিত্রগত লক্ষণ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকা।

(Magnasia Phosphorica)

যত প্রকার ম্যাগ্নেসিয়া আছে তন্মধ্যে ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নানাপ্রকার স্নায়বীয় বেদনায় ম্যাগ্নেসিয়া একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা, সূচিবিদ্ধবৎ, তীরবিদ্ধবৎ, বিদ্যুৎবৎ ইত্যাদি নানা প্রকার বেদনা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদনা বিদ্যুতের ন্যায় চড়াক্ করিয়া আসিয়া চলিয়া যায়। বেদনা অসহনীয়, রোগী তজ্জনিত অত্যন্ত অস্থির হয়। বেদনা এক স্থান হইতে ত্বরিত গতিতে অন্যস্থানে সরিয়া যায় এবং উক্ত স্থানে আক্ষেপ

হইতে থাকে, এই শেষোক্ত লক্ষণটী ম্যাগ্নেসিয়ার অতীব চরিত্রগত লক্ষণ, এ প্রকার বেদনা প্রায়ই তলপেটে অথবা উদরে দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদিগের উদরশূলে ইহা ক্যামোমিলা, কালোসিন্থের ন্যায় কার্য্য করে। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর গোলযোগের সহিত ম্যাগ্নেসিয়া ফসের চরিত্রগত উদরে আক্ষেপবৎ বেদনা দৃষ্ট হইলে, ইহা অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

গরম প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম—ম্যাগ্নেসিয়া ফসের অতীব প্রিয় লক্ষণ। আর্সেনিক ব্যতিরেকে এই লক্ষণটা আর কোন ঔষধের চরিত্রগত নহে, কিন্তু আর্সেনিকের চরিত্রগত জ্বালা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে স্থলে জ্বালা যুক্ত বেদনা গরম প্রয়োগে উপশম হয়, সেই স্থলে আর্সেনিক উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং জ্বালা না থাকিলে, ম্যাগনেসিয়া ফস্ উত্তম। ঋতুর সময় তলপেটে যন্ত্রণা হইলে, ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ সুন্দর এবং ত্বরিত কার্য্য করে। এ সম্বন্ধে ইহার একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগীর ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

মুখ মণ্ডলের স্নায়বীয় যন্ত্রণাতেও ইহা সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে, এক কথায় বলিতে হইলে শরীরস্থ যে কোন স্থানের স্নায়বীয় বেদনায়, ইহার লক্ষণ সাদৃশ্য হইলে, ইহা ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

আক্ষেপবৎ বেদনা—ইহা ম্যাগনেসিয়া ফসের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ।

ওপিয়ম।

(Opium)

অজ্ঞানতার সহিত "ঘড় ঘড়ে" নিশ্বাস-প্রশ্বাস—আফিমের চরিত্রগত লক্ষণ। এই লক্ষণটীর সহিত মুখমণ্ডল রক্তাভ এবং ফুলা

ফুলা, চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ এবং অর্দ্ধনিমীলিত, ও সর্ব্বাঙ্গে গরম ঘর্ম্ম। নানাপ্রকার পীড়ার সহিত এই প্রকার অবস্থা হইতে পারে। টাইফয়েড পীড়ায় রোগী একেবারে অজ্ঞান হইয়া যায়। আলোক, স্পর্শ ইত্যাদি কিছুই অনুভব করিতে পারে না। নিউমোনিয়া নামক পীড়াতেও যখন উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে, তখন ওপিয়ম মৃত-সঞ্জীবনীর ন্যায় ধীরে ধীরে রোগীর জ্ঞান সঞ্চার করাইয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করে। এক কথায় উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি যে কোন পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, ওপিয়ম প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে, অথবা লক্ষণাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য ঔষধ নির্দ্দেশিত হয়। টাইফয়েড, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে ল্যাকেসিস, হাইওসায়েমাস ইত্যাদি ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষ বিবেচনার সহিত উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

সমগ্র অন্ননলিতে অসাড় অবস্থা—আফিমের আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ। গুহ্য পথের অসাড় অবস্থা, মল ত্যাগের ইচ্ছা একেবারেই নাই, গুহ্যপথে বহু পরিমাণে মল জমিয়া রহিয়াছে কিন্তু মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। গুহ্য পথে কালবর্ণের কঠিন মলের ন্যায় মল আবদ্ধ হইয়া থাকে, পিচকারী করা ইত্যাদি অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন না করিলে, মল কিছুতেই নির্গত হয় না। প্রস্রাবের অবস্থাও তদ্রূপ, মূত্র স্থলির অসাড় অবস্থা জনিত কিছুতেই মূত্র নির্গত হয় না। গুহ্যদ্বার এবং মূত্রনলির অসাড় অবস্থা জনিত কখন কখন অসাড়ে মল ও প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে। এক কথায় শরীর মধ্যে অসাড় অবস্থা উৎপাদন করিতে ওপিয়মের সমকক্ষ কেহই নহে।

পুনরায় কখন ওপিয়মে উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা প্রতিক্রিয়া হইতে হইয়া থাকে। রোগী বিকারগ্রস্ত, চক্ষু দুইটী বিস্ফারিত এবং চারিদিকে "ফেল্ ফেল্" করিয়া তাকাইতে থাকে, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও ফুলা ফুলা, রোগী মনে মনে নানা প্রকার

ভয়াবহ চিন্তা করিতে থাকে, সামান্যতেই রোগী ভয়ে অস্থির হইয়া উঠে, হস্ত, পদ, মস্তক ইত্যাদি নাচিতেছে, নড়িতেছে, কাঁপিতেছে এমন কি কখন কখন ফিট (Convulsion) পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। অনিদ্রা, রোগী কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না এবং শ্রবণ শক্তি এত তীক্ষ্ণ হয় যে, অতি দূরে পশু পক্ষির ডাক অথবা ঘড়ির আওয়াজের জন্য রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না।

আতুরাশ্রমের ঘোড়ার সহিসের ভ্রাতার অত্যন্ত জ্বর বিকার হইয়াছিল, প্রথমে অত্যন্ত উগ্র বিকার হইয়া ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিল, আমি নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম না, অবশেষে দেখিলাম রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু দুইটী অর্দ্ধনিমীলিত ও রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, গাত্রে মৃদু মৃদু ঘাম হইতেছে এবং রোগী মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠিতেছে, কয়েক দিবস যাবৎ একেবারেই মলত্যাগ করে নাই। সন্ধ্যাকালে এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ৩য় শক্তির ওপিয়ম প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিয়া গৃহে গমন করিলাম, পর দিবস প্রাতে উৎকণ্ঠিত ভাবে আসিয়া প্রথমেই তাহাকে দেখিতে যাইলাম। দূর হইতে রোগীর ভ্রাতার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম রোগী কিছু সুস্থ আছে। রোগী চক্ষু খুলিয়াছে কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, তাহার ভ্রাতা তাহার কর্ণের নিকট মুখ লইয়া জোরে চীৎকার করিয়া আমার কথা তাহাকে জ্ঞাপন করিল, সে আমার দিকে তাকাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, আমি তাহাকে অধিক বিরক্ত করিতে নিষেধ করিয়া, উক্ত ঔষধ প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলাম এবং দুগ্ধ পথ্য করিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া আসিলাম। আরও তিন চারি দিবস উক্ত চিকিৎসা চলাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

নক্স মাস্কাটা।

(Nux Moschata)

ইহা মন এবং জ্ঞানোৎপাদনকারী স্নায়ুমণ্ডলির উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন, জ্ঞানশূন্য, যেন অগাধে ঘুমাইতেছে, কিছুতেই উঠান যায় না। কথা কহিবার, লিখিবার অথবা পাঠ করিবার সময়, মনের ভাব নষ্ট হইয়া যায়। স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা অথবা অভাব। রোগী একবার হয় ত গভীর দুঃখে অভিভূত আবার পরক্ষণেই আহ্লাদে আমোদে উন্মত্ত। কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, সামান্য কোন কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত চিন্তা করিতে হয়, নতুবা উত্তর দিতে পারে না।

জিহ্বা এবং মুখের অভ্যন্তর অত্যন্ত শুষ্ক কিন্তু পিপাসা নাই—এই লক্ষণটী নক্স মস্কাটার অতীব প্রিয় লক্ষণ। পালসেটিলা, এপিস এবং ল্যাকেসিস নামক ঔষধেও এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের মধ্যে নাক্স মস্কাটা সর্ব্বপ্রধান। যে কোন পীড়ার সহিত এই লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ নক্স মস্কাটাকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক পীড়ার সহিত উক্ত প্রকারের মুখাভ্যন্তরের লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ নক্স মস্কাটাকে স্মরণ করিবেন।

উদর মধ্যেও ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদর মধ্যে বায়ু জন্মায়। প্রধানতঃ আহারের পর তলপেটটীতে অত্যন্ত বায়ু হইয়া থাকে।

এত বায়ু জন্মায় যে, রোগী মনে করে যেন তাহার পেটটী ফাটিয়া যাইবে। আহার করিবামাত্র উদরে যন্ত্রণা, এই লক্ষণটী ক্যালি বাই-

ক্রমিকম এবং নক্স মস্কাটা এই উভয় ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায়। নাক্স-ভমিকা এবং এনাকার্ডিয়ম নামক ঔষধে আহারের কিছুক্ষণ পরে উদরে বেদনা আরম্ভ হয়। নাক্স মস্কাটায় রোগী যাহা ভোজন করে, তাহাই বায়ুতে পরিণত হয় (ক্যালি কার্ব্ব, আইওডিন) এবং বায়ু দ্বারা উদরটী এত পূর্ণ হইয়া উঠে যে, রোগী মনে করে যেন তাহার বক্ষ মধ্যস্থ পদার্থ-গুলিতেও চাপ পড়িতেছে।

উদরাময় রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশু কলেরায় ইহার চরিত্রগত জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুমণ্ডলীর লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, ইহা দ্বারা সুন্দর কার্য্য পাওয়া যায়।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন তিনি একটী টাইফয়েড রোগীতে অজ্ঞানতা, হলুদ বর্ণের জলবৎ মল, অত্যন্ত পেট ফাঁপা, এবং উদর মধ্যে গল গল শব্দ দৃষ্টে, তাহাকে ফস্ফরিক এসিড দিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই. অবশেষে রোগীর মুখাভ্যন্তরে অত্যন্ত শুষ্কতা দৃষ্টে ২০০ শত শক্তির নক্স মস্কাটা প্রয়োগ করাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

সচরাচর ৩০, ২০০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা।

(Baryta Carbonica.)

বালক শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় না, সর্ব্বদা তাহার শরীরে নানা স্থানে গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, মানসিক এবং শারিরীক উভয় প্রকার অবস্থার স্বাভাবিক উন্নতি নাই বলিলেই হয়, মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী যেন চিরদিনের জন্য "নেলা খেপা" হইয়া রহিল, এই প্রকার

ধাতুগ্রস্থ বালকের পক্ষে বৈরাইটা কার্ব্ব অমৃত তুল্য। বৃদ্ধদিগের এই প্রকার মানসিক দুর্ব্বলতায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ দুর্ব্বল, চলিতে চেষ্টা করিলে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে, সর্ব্ব কার্য্যেই বালকের ন্যায় ভাব। বালক অথবা বৃদ্ধ কোন কারণ নাই অথচ শুখাইয়া যাইতেছে। এই প্রকার অবস্থায় সাইলিসিয়া, এব্রোটেনম, নেট্রাম মিউর সালফর, ক্যাল্কেরিয়া এবং আইওডিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঔষধ গুলিতে প্রায়ই রোগীর শরীরের নিম্নদেশটী শুখাইয়া যায় এবং উদরটী বড় থাকে। আরও উপরোল্লিখিত প্রত্যেক ঔষধেই রোগী অত্যন্ত "খাই খাই" করে এবং প্রভূত পরিমাণ আহার সত্বেও শুখাইয়া যায়। ব্যারাইটা এবং সাইলিসিয়ায় কতকগুলি লক্ষণের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা হইল। সাইলিসিয়া এবং ব্যারাইটা উভয় ঔষধেই চরণে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, শরীর অপেক্ষা মস্তক বৃহৎ, বর্ষাকালে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় রোগের বৃদ্ধি এবং রোগী মস্তকে শীতল সহ্য করিতে পারে না। সাইলিসিয়া এবং ব্যারাইটার প্রার্থক্য এই, ক্যালকেরিয়ার ন্যায় সাইলিসিয়ার রোগীর মস্তকে বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থলে ব্যারাইটায় উহা নাই এবং সাইলিসিয়ায় ব্যারাইটার ন্যায় মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

গলনলির উপরও ব্যারাইটার সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। টন্‌সিলাইটীস হইবার প্রবণতা, সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগীর টন্‌সিল ফুলিয়া উঠে, পাকে, পুঁজ হয়। এই প্রকার রোগীকে মধ্যে মধ্যে উচ্চ শক্তির ব্যারাইটা প্রয়োগ করিলে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

আইয়োডিয়াম।

(Iodium,)

রাক্ষসে ক্ষুধা, রোগী অনবরত "খাই খাই" করে এবং ভোজন করিতে পাইলে, আর কিছুই চাহে না। কারণ, ভোজন কালে রোগী নিতান্ত সুস্থ বোধ করে—এই লক্ষণটী আইয়োডিয়মের অতাব চরিত্রগত লক্ষণ, সর্ব্বদা এই লক্ষণটীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিবেন। উক্ত লক্ষণটীর আরও একটু বিশেষত্ব এই, রোগী অনবরত প্রভূত পরিমাণ ভোজন করে তথাচ শুষ্ক হইয়া যায়।

রোগী নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে করে এবং সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়, যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া যায়, আহারের পর অথবা আহার করিবার সময় নিতান্ত সুস্থ বোধ করে।

স্ত্রীলোকদিগের স্তন উপযুক্ত ভাবে বর্দ্ধিত হয় না এবং উহাতে ক্ষতবৎ বেদনা। জরায়ুর ক্যান্সার রোগ এবং জরায়ু হইতে বহুল পরিমাণ রক্তস্রাব। পুরাতন প্রদর রোগ, পর্য্যাপ্ত পরিমাণ প্রদর স্রাব হইতে থাকে, উক্ত স্রাব এ প্রকার হাজনশীল যে, এমন কি, যে বস্ত্র খণ্ড রোগিনী ব্যবহার করেন, উহা হাজিয়া ছিদ্র হইয়া যায়। গলা অথবা ঘাড়ের নিকটে গ্ল্যাণ্ড ফুলা।

বালকদিগের ঘুংড়ি কাসিতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুষ্ক এবং "সাঁই সুঁই" শব্দকারী নিশ্বাস প্রশ্বাস, কাসির শব্দ কুক্কুরের আওয়াজের ন্যায়। বালক কাসিবার সময় তাহার গলাটী চাপিয়া ধরে।

পুনরায় বলি আইওডিয়মের ক্ষুধা এবং আহারের লক্ষণ দ্বারা ইহাকে চিনিয়া লইবেন।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

সিনা।

(Cina)

সিনা, কৃমি রোগের একটী মহৌষধ বিশেষ। এই ঔষধ সুস্থ শরীরে সেবন করিলে উদর মধ্যে কৃমি জন্মাইতে দেখা যায় না কিন্তু কৃমি জনিত অন্যান্য শারীরিক লক্ষণসমূহ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য ইহার দ্বারা কৃমিরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কৃমিরোগ গ্রস্থ বালকের রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না, ঘুমাইতে ঘুমাইতে মাঝে মাঝে এপ্রকার চীৎকার করিয়া উঠে যে, এপিস প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা হয়। ক্যামোমিলার ন্যায় রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল এবং অবাধ্য, রোগী ধাত্রিকে অনবরত মারে ও কামড়ায় এবং সর্ব্বদাই কোলে করিয়া বেড়াইতে বলে। কেহ তাহার দিকে দৃষ্টি করিলে অথবা তাহাকে স্পর্শ করিলে, বালক বিরক্ত হয়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি সিনা এবং ক্যামোমিলা উভয় ঔষধেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয় মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলে, কৃমি রোগীর শরীরে আরও কয়েকটী ইহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মুখমণ্ডল একবার রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার পরক্ষণেই ফেঁকাসে হইয়া যায়, চক্ষের চতুর্দ্দিকে কালসিটা পড়া, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ কিন্তু নাসিকাটী এবং মুখের চতুর্দ্দিক ফেঁকাসে ; এই লক্ষণগুলি ক্যামোমিলায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে আরও, রোগী অনবরত নাসিকা খুঁটে, দাঁত কড়্মড়্ করে এবং পুনঃ পুনঃ "ঢোঁক গিলে"। উপরোল্লিখিত সমগ্র লক্ষণগুলি একাধারে সিনা ব্যতিরেকে অন্য কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্যামোমিলা এবং সিনা উভয় ঔষধেই ফেঁকাসে রংয়ের মূত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সিনায় উক্ত মূত্র কিছুক্ষণ স্থায়ী হইলে দুগ্ধের ন্যায় সাদা হইয়া যায়। সিনাতে পর্য্যায়ক্রমে অত্যন্ত ক্ষুধা এবং ক্ষুধাহীনতা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘুংড়ি কাসি, ফিট্ (Couvulsion) ইত্যাদি যে কোন ব্যাধির সহিত ইহার চরিত্রগত ক্রমির লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ সিনাকে প্রয়োগ করিবেন।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, একটী বালকের টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল। টাইফয়েড জ্বরের যথাযথ লক্ষণসমূহ যথা, শরীরের তাপের নিয়মিত হ্রাস বৃদ্ধি, উদরটী ফাঁপা, মল তরল ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়াছিল এবং উক্ত লক্ষণগুলির সহিত সিনার চরিত্রগত ক্রমির লক্ষণগুলিও দৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পুস্তকে টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ সমূহ মধ্যে সিনাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই নিমিত্ত তিনি ক্রমান্বয়ে একটীর পর একটী অনেকগুলি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে সিনা প্রয়োগ করিলেন এবং সিনাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। একমাত্র লক্ষণই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিদর্শন যন্ত্রস্বরূপ অতএব সর্ব্বদা লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা বুদ্ধিমান চিকিৎসকের কার্য্য।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

ডালকামারা।

(Dulcamara,)

ঋতু পরিবর্ত্তনকালে হঠাৎ গরম হইতে ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন রোগ হইলে, ডালকামারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণ বশতঃ সকল *প্রকার প্রদাহ হইতে বাত ব্যাধি পর্য্যন্ত হইতে পারে। ঠাণ্ডা লাগার পর* পৃষ্ঠদেশ আড়ষ্ট হইয়া যাওয়া, কোমর, শাখা সমূহ আড়ষ্ট কিম্বা গলমধ্যে ক্ষত, জিহ্বা এবং মাড়ি আড়ষ্ট, কখন কখন জিহ্বায় পক্ষাঘাতের ন্যায়ও হইয়া থাকে। এই স্থলে ব্যারাইটা কার্ব্ব নামক ঔষধের সহিত কিঞ্চিৎ

সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং ব্যারাইটা কার্ব্বের পর ডালকামারা এবং ডালকামারার পর ব্যারাইটা কার্ব্ব সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। যদ্যপি গল-ক্ষতের সহিত উপরোল্লিখিত আড়ষ্টতা এবং ব্যথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ব্যারাইটার পরিবর্ত্তে ডালকামারা প্রযোজ্য। ঠাণ্ডা লাগিয়া গলমধ্যে এব-ম্প্রকার অবস্থা হইয়া, উহা ক্রমশঃ ফুস্ ফুস পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এবং তজ্জনিত কাসি ও কাসির সহিত কখন কখন রক্ত উঠাও দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই বৃদ্ধ অথবা বালকদিগের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার হাঁপানি এবং তরল কাসিতেও উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই স্থলে নেট্রাম সাল্‌ফের সহিত বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, কারণ "সেঁত সেঁতে" ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন পীড়া হইলে নেট্রাম সাল্‌ফ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যখন দিবা-ভাগে অত্যন্ত গরম হয় এবং রাত্রে ঠাণ্ডা হইয়া থাকে অথবা হঠাৎ গ্রীষ্ম হইতে ঠাণ্ডা হইলে, যদ্যপি আমাশয়, উদরাময়, অথবা উদরশূল হয়, তাহা হইলে ডালকামারা সুন্দর কার্য্য করে। এক কথায় ভিজা ঠাণ্ডা জনিত কোন পীড়া হইলে তৎক্ষণাৎ ডালকামারাকে স্মরণ করিবেন।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

হ্রুডডেণ্ড্রন।

(Rhododendron)

ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্বে রোগের বৃদ্ধি—ইহা হ্রুডডেনড্রনের অতীব প্রিয় লক্ষণ। ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্বে রোগের বৃদ্ধি হয় কিন্তু :ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে রোগী ক্রমে উপশম বোধ করে। হ্রুডডেনড্রনের রোগীর রোগের হ্রাস বৃদ্ধি ঠাণ্ডার উপর নির্ভর করে না, আকাশে প্রভূত পরিমাণ তাড়িৎ সঞ্চয় নিবন্ধন এই প্রকার হইয়া থাকে। হ্রাসটক্সের ন্যায় হ্রুডডেনড্রনের

রোগের যন্ত্রণা সঞ্চালনে উপশম হইয়া থাকে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়।

অণ্ডকোষের পীড়াতেও হুড়ডেনড্রন ব্যবহৃত হয়। অণ্ডকোষের ফুলা, টানিয়া ধরা অথবা ছেঁচিয়া যাওয়ার মত বেদনা, উক্ত বেদনা কখন কখন তলপেট এবং উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। অরম মেটালিকম, ক্লিমেটিস ইরেক্টা, পালসেটিলা, আর্জেণ্টাম মেটালিকম এবং স্পঞ্জিয়া নামক ঔষধও উক্ত রোগে ব্যবহৃত হয়। সিফিলিসের পর বিশেষতঃ পারদাদির অপ-ব্যবহার হইয়া উক্ত প্রকার হইলে, অরম মেটালিকম উত্তম। ধাতুর পীড়া (gonorrhoea) বসিয়া গিয়া উক্ত প্রকার হইলে, ক্লিমেটিস অথবা পালসেটিলা উত্তম। বাতব্যাধি হইতে উক্ত প্রকার হইলে হুডডেনড্রন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত এবং উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়।

রুটা।

(Ruta)

কোন প্রকার আঘাতাদি লাগিয়া অথবা আঘাতাদি জনিত অস্থিতে বেদনা। আর্ণিকার ন্যায় ইহাতে আঘাতাদি লাগার ন্যায় কন্‌কনানি ব্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি শরীরের সকল স্থানেই বেদনা, রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে, সেই দিকেই বেদনা বোধ করে। হ্রাস্‌টক্সের ন্যায় ইহাতেও সঞ্চালনে উপশম দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ রোগী অনবরত নড়াচড়া করিতে ভালবাসে, হস্তের কব্জিতে বাতের ন্যায় বেদনা, রুটার চরিত্রগত লক্ষণ। এ প্রকার বেদনাও হ্রাসটক্সের ন্যায় ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং সঞ্চালনে উপশম হইয়া থাকে। অত্যন্ত পুস্তক পাঠ এবং শিলায়ের কার্য্য

করিয়া চক্ষের যন্ত্রণা হইলে, রুটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু ক্লান্ত এবং চক্ষু ব্যথা করে ও আগুনের ন্যায় জ্বালা করে। এবম্প্রকার চক্ষের পীড়ায় নেট্রাম মিউর এবং সেনেগা নামক ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গুহ্য পথটী বাহির হইয়া পড়া—এই লক্ষণটীও রুটার একটী অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। ইগ্নেসিয়ার ন্যায় ইহাতে রোগী নিচু হইলে এবং কোন ভারি পদার্থ উত্তোলন করিলে, গুহ্য পথটী বাহির হইয়া পড়ে। মিউরিয়েটীক এসিড এবং পডোফাইলম নামক ঔষধেও এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মিউরিয়েটিক এসিডে বহির্গত গুহ্য পথটীতে ক্ষতবৎ বোধ এবং অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা দৃষ্ট হয় এবং এমন কি প্রস্রাব কালেও গুহ্য পথটী বাহির হইয়া পড়ে। পডোফাইলমের সহিত ইহার চরিত্রগত উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়।

৩০ ও উচ্চ শক্তি।

লিডাম পালাষ্টার।

(Ledum Palustre.)

ইহা বাত রোগের একটী মহৌষধ বিশেষ। লিডামের বাত রোগের একটী বিশেষত্ব এই, ব্যাতব্যাধি চরণ হইতে আরম্ভ হইয়া, উপর দিকে প্রসারিত হইতে থাকে। এই ঔষধটী পুরাতন এবং তরুণ উভয় প্রকার বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। তরুণ বাতরোগে রোগীর শরীরস্থ গাঁইটগুলি ফুলা এবং গরম কিন্তু উহাতে রক্তবর্ণতা দৃষ্ট হয় না। ফুলাগুলির রং ফেঁকাসে মত। লিডামের রোগীর যন্ত্রণা রাত্রে এবং বিছানার গরমে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রোগী সর্ব্বদা তাহার বেদনাযুক্ত স্থান খুলিয়া রাখে, আবৃত করিতে চাহে না। এই লক্ষণটী মার্কুরিয়সে

দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু লিডামে মার্কুরিয়সের ন্যায় বহুল ঘর্ম্ম সত্ত্বেও উপশম না হওয়া এবং উহার চরিত্রগত জিহ্বাদির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রকার রোগীতে লিডাম দ্বারায় অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

পুরাতন বাতরোগেও ইহা একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। এ স্থলেও উপরোল্লিখিত লক্ষণের ন্যায় গাঁইটগুলি ফুলা এবং বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে চরণের গাঁইটগুলি হইতে বেদনা এবং ফুলা আরম্ভ হইয়া, উপরদিকে প্রসারিত হইতে থাকে। পায়ের তলার ব্যথায় রোগী চলিতে পারে না। চরণের তলার এই লক্ষণটী এণ্টিমনিয়ম ক্রুডম, লাইকোপডিয়ম এবং সাইলিসিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। লিডামের বাতব্যাধির সহিত রোগীর শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ কমিয়া যায়, সেই কারণ রোগীর শরীরে হস্ত প্রয়োগ করিলে শীতল বোধ হয়। শীতলবোধে সাইলিসিয়া নামক ঔষধও দেখিতে পাওয়া যায়। সাইলিসিয়ার পুরাতন বাতরোগী লিডামের ন্যায়। চরণ ও সন্ধি সকলের লক্ষণেও লিডামের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাইলিসিয়ার রোগীর যন্ত্রণা রাত্রে বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না ও ইহার রোগী বেদনাযুক্ত স্থানটী উত্তমরূপে আবৃত করিয়া রাখে কিন্তু লিডামে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। লিডামে আর একটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী শীতল জলে তাহার চরণ সিক্ত করিয়া রাখিলে বেদনার উপশম বোধ করে।

আঘাতজনিত বেদনায় ইহা আর্ণিকার ন্যায় উপকারী। আঘাতাদি লাগিয়া কালসিটা পড়িলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। আঘাতাদিতে আর্ণিকা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, লিডাম দ্বারায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে। রুগ্ন এবং দুর্ব্বল মনুষ্যের শরীরে আঘাতাদি

লাগিয়া কালসিটা পড়িলে, লিডাম অপেক্ষা সালফিউরিক্ এসিড উত্তম।

কোন প্রকার খোঁচা লাগায় কিম্বা পেরেক অথবা সুচি বিদ্ধ হওয়ায় লিডাম উত্তম। কোন প্রকার পোকা যথা—মশক, বোলতা ইত্যাদির দংশনে লিডাম ব্যবহৃত হয়। শরীরস্থ স্নায়ুতে আঘাত লাগিলে হাইপিরিকম, উপাস্থিতে আঘাত লাগিলে রুটা, অস্থিতে আঘাত লাগিলে, ক্যালকেরিয়া ফস্ অথবা সিম্ফাইটম ব্যবহৃত হয়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি।

বিসমথ্।

(Bismuth)

শিশু কলেরা—আসল শিশু কলেরা রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। যে স্থলে রোগ হঠাৎ আরম্ভ হইয়া, অতি শীঘ্র কলেরার সকল লক্ষণগুলি উৎপাদিত করে, উহাতে বিসমথ অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। এ প্রকার রোগী এক রাত্রি অথবা এমন কি কয়েক ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিসমথের মল জলবৎতরল এবং বহু পরিমাণ, মলে অতীব তুর্গন্ধ, ও উদরে কোন প্রকার যন্ত্রণা নাই। উক্ত প্রকার মলের সহিত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জলবৎ বমনও দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত পিপাসা এবং জল পান করিবামাত্র বমন হইয়া যায়। আর্সেনিক নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের বমন দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের পার্থক্য এই, বিসমথে কেবল জল বমন হয়, কিন্তু আর্সেনিকে খাদ্য এবং জল অর্থাৎ যাহা খায় তাহাই বমন হইয়া যায়। আর্সেনিক এবং ভিরেট্রমের ন্যায় রোগী সত্বর অবসন্ন হইয়া পড়ে কিন্তু বিসমথে রোগীর

শরীরে, গরম ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় এবং অবসন্ন হওয়া সত্বেও শরীরে উত্তাপ বর্ত্তমান থাকে। মুখমণ্ডল মৃতের ন্যায় ফেঁকাসে এবং চক্ষের চারি দিকে নীলবর্ণের দাগ পড়া। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বিসমথের অবিকল চিত্র।

উদরশূলেও বিসমথ ব্যবহৃত হয়। উদরে চাপনবৎ বেদনা, উদর মধ্যে জ্বালা। কখন কখন উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উক্ত চাপনবৎ বেদনা। পাকস্থলির ক্যান্সার রোগেও বিসমথ ব্যবহৃত হয়, ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ এই, রোগী মাঝে মাঝে এক এক দিবস অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বমন করে এবং উক্ত বমনের মধ্যে এমন কি তিন চারি দিবস পূর্ব্বের ভুক্ত খাদ্য, অজীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। আর্সেনিকের ন্যায় অস্থিরতাও দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী স্থির ভাবে এক স্থানে অবস্থান করিতে পারে না।

৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি।

ক্রিওসোটাম।

(Kreosotum)

শরীরমধ্যস্থ মিউকাস ঝিল্লির উপর ইহার কার্য্য প্রধান। মিউকাস ঝিল্লিতে ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব এবং জীবনীশক্তির হীনতা ইহার বিশেষ লক্ষণ। স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ে উক্ত প্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রদরস্রাব, বস্ত্রে হলুদ বর্ণের দাগ লাগে, প্রদরের স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হাজনশীল। উক্ত স্রাব রোগীর গাত্রে লাগিয়া চুলকায় এবং জ্বালা করে, চুলকাইলে উপশম হয় না, অধিকন্তু স্থানটী প্রদাহান্বিত হইয়া উঠে। এই ঔষধে রক্তস্রাব হইবার প্রবণতাও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রদরের সহিত রক্তস্রাব,

রক্তস্রাব এক বার হয় আবার থামিয়া যায়, পুনরায় হইতে থাকে। প্রসবের পর লোকিয়া স্রাবের সহিত উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব হইতে দেখিলে ইহাকে প্রয়োগ করা যায়। এই স্থলে সালফর এবং হ্রাসটাক্স নামক ঔষধে তুলনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, কারণ উক্ত উভয় ঔষধই উপরোল্লিখিত অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীতে তলপেটের মধ্যে অত্যন্ত জ্বালার সহিত অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত চাপ চাপ রক্তস্রাব দেখিতে পাওয়া যায়। যোনিপথে ক্ষত এবং হাজনশীল প্রদরে ক্রিওসোট অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দন্তের মাড়ির উপর ইহার সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। দন্তের মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা, ফুলা, মাড়ির রং কাল্‌চে লাল অথবা নীলবর্ণ এবং দাঁতগুলি উঠিবামাত্র ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে। শিশু কলেরায় ক্রিওসোটের চরিত্রগত দন্তের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, ক্রিয়োসোট দ্বারায় উপকার হইয়া থাকে, ক্রিওসোটের কলেরা রোগী অনবরত বমন করিতে থাকে এবং উহার মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় বমনে ইহা সুন্দর কার্য্য করে।

ক্রিয়োসোটে মূত্রের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্গন্ধযুক্ত ফেঁকাসে মূত্র। হঠাৎ মূত্রের বেগ আইসে, এত জোরে মূত্রের বেগ অইসে যে, রোগী তাড়াতাড়ি প্রস্রাব করিবার স্থানে যাইবার পূর্ব্বেই হয় ত প্রস্রাব করিয়া ফেলে। বালক প্রথম ঘুমেই বিছানায় প্রস্রাব করে। শুইয়া শুইয়া প্রস্রাব ভাল হয়।

সচরাচর ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

ল্যাক ক্যানিনম

(Lac Caninum)

বেদনার স্থান পরিবর্ত্তন—এই লক্ষণটী ল্যাক ক্যানিনমের অতীব প্রিয় লক্ষণ। পালসেটিলা নামক ঔষধেও এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহাদিগের পার্থক্য এই, ল্যাক ক্যানিনমের বেদনা প্রায়ই আড়াআড়ি ভাবে স্থান পরিবর্ত্তন করে অর্থাৎ একবার দক্ষিণ ও এক বার বাম পার্শ্বে, ইত্যাদি।

আতুরাশ্রমে একটী বাত রোগীতে বেদনার পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়া তাহাকে প্রথমে পালসেটিলা দিয়া অকৃতকার্য্য হইবার পর, রোগীকে বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, বেদনা একবার দক্ষিণ হস্তে এবং একবার বাম হস্তে পর্য্যায়ক্রমে স্থান পরিবর্ত্তন করে, উহাকে উচ্চ শক্তির ল্যাক ক্যানিনম দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, একদা একটী বাটিতে দুইটী পরিবারের মধ্যে দুই জনের টনসিলাইটিস হইয়াছিল, একটী রোগীকে চিকিৎসা করিবার জন্য একজন বিচক্ষণ এলোপ্যাথিক ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অপরটীকে ডাক্তার ন্যাস দেখিতেছিলেন। এক বাটিতে দুইটী এক প্রকারের রোগীর মধ্যে একজনকে হোমিওপ্যাথিক ও অপরকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করান হইতেছিল, সুতরাং সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া চিকিৎসার ফল জানিবার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। ডাক্তার ন্যাস যে রোগীকে দেখিতেছিলেন, প্রথম দিন তাহার যে স্থলে ফুলা দেখিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিবস ঠিক তাহার বিপরীত দিকে অধিক প্রদাহ এবং অধিক ফুলা দেখিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের স্থানটী অপেক্ষাকৃত ভাল। তখন

ডাক্তার ন্যাস মনে স্থির করিলেন, কল্য ইহাও অপরটীর ন্যায় কমিয়া যাইবে কিন্তু ফলতঃ তাহার বিপরীত হইল, পর দিবস প্রথম স্থান অধিকতর ফুলিয়া উঠিল এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল, রোগী কথা কহিতে অথবা কোন পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ আড়া-আড়ি ভাবে বেদনার স্থান পরিবর্ত্তন দৃষ্টে ডাক্তার ন্যাস আর ইতঃস্ততঃ না করিয়া সি, এম্, শক্তির ল্যাক ক্যানিনম প্রয়োগ করিলেন এবং সন্ধ্যা-কালে যাইয়া দেখিলেন রোগী বেশ ভাল আছেন এবং যুস খাইতেছেন। উক্ত ঔষধেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। অপর দিকে অন্য রোগীটীর টনসিল পাকিয়া পুঁজ হইয়া প্রায় এক সপ্তাহ ভুগিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

এনাকার্ডিয়ম ওরিয়েণ্টেল।

(Anacardium Orientale)

অম্বলের পীড়ায় (Dyspepsia) ইহা একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। নক্স ভমিকা এবং এনাকাডিয়ম উভয় ঔষধই উক্ত রোগে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা হইল।

এনাকাডিয়মের উদরের যন্ত্রণা, উদর খালি হইলে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং উদরে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করিবামাত্র যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে নক্স ভমিকায় উদরের যন্ত্রণা খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হইয়া যাইলেই উপশম হইয়া থাকে। নক্স ভমিকায় উদরের বেদনা আহারের দুই তিন ঘণ্টা পর হইতে আরম্ভ হইয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয়, যন্ত্রণা হইতে থাকে কিন্তু এনাকাডিয়মে পাকস্থলি শূন্য হইলে, অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধ—উভয় ঔষধেই প্রায় একই প্রকারের কোষ্ঠবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হয় না। নক্স ভমিকা এবং এনাকার্ডিয়ম উভয় ঔষধেই মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের পার্থক্য এই, এনাকার্ডিয়মের গুহ্য পথটী পক্ষাঘাতের ন্যায় হওয়ায় রোগী মলত্যাগ করিতে পারে না, যে স্থলে নক্স ভমিকায় অন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার অভাব জনিত উক্ত প্রকার হইয়া থাকে।

স্মৃতিশক্তির হীনতা—স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতায় এনাকার্ডিয়ম একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। বৃদ্ধ অথবা অন্ধ কাহারও কোন কারণে স্বাস্থভঙ্গ হইয়া এই প্রকার হইলে, এনাকার্ডিয়ম ব্যবহৃত হয়। এবম্প্রকার স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতার সহিত ইহার চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্ট হইলে, অথবা উদরের যন্ত্রণা দৃষ্ট হইলে, এনাকার্ডিয়ম দ্বারা নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়। দুইটী আশ্চর্য্য মানসিক লক্ষণ এনাকার্ডিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়। "গাল মন্দ" করিবার জন্য রোগীর নিতান্ত ইচ্ছা। রোগী মনে করে যেন তাহার দুইটী ইচ্ছা আছে, একটী কোন কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহিত করে ও অপরটী বাধা দেয়। আরও দুইটী লক্ষণ এনাকার্ডিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরে বাহিরের যে কোন স্থানে কে যেন বেড়ি দিয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে। দ্বিতীয় লক্ষণ এই, রোগী মনে করে যেন শরীরের মধ্যে কোন কোন স্থানে খোঁচা পোরা রহিয়াছে। এই প্রকার অবস্থা শরীরের কোন স্থানে দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিয়া অন্যান্য লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবেন। মেরুদণ্ডে কোন পীড়ার সহিত "বেড়ি দিয়া চাপিয়া ধরা মত" বেদনা দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিবেন। হ্রাসটাক্স দ্বারা বিষাক্ত হইলে, এনাকার্ডিয়ম প্রয়োগ করা যায়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি প্রযোজ্য।

এলুমিনা

(Alumina,)

গুহ্যপথের কার্য্যহীনতা, রোগী অত্যন্ত নরম মলও অতিশয় চেষ্টার সহিত বাহির করে—কোষ্ঠবদ্ধের এই লক্ষণটী দ্বারা এলুমিনাকে চিনিতে পারা যায়। ব্রাইওনিয়া নামক ঔষধের ন্যায় ইহার কোষ্ঠবদ্ধে মিউকাস মেম্ব্রেনের শুষ্কতা জনিত রোগীর একেবারেই মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না। বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধে উভয় ঔষধই নিতান্ত ফলপ্রদ। এনাকার্ডিয়ম, সিপিয়া, সাইলিসিয়া এবং ভিরেট্রম এল্বম ইত্যাদি ঔষধেও কোষ্ঠবদ্ধ আরোগ্য হইয়া থাকে, অতএব ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এলুমিনা রক্তক্ষীণতারও একটী মহৌষধ বিশেষ। রোগী ফেঁকাসে, দুর্ব্বল ও সর্ব্বদাই যেন ক্লান্ত এবং উপবেশন করিয়া থাকিতে চাহে। স্ত্রীরোগিণীর ঋতুস্রাব অল্প এবং রক্তের রং মলিন, ঐরূপ ঋতুস্রাবের রোগী নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করে। প্রদরস্রাব, বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার না করিলে প্রদরস্রাব রোগিণীর গোড়ালি পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়ে। এ প্রকার রোগিণীর, নিতান্ত অখাদ্য সমূহ যথা—কয়লা, ঘুঁটিয়ার ছাই, ছেঁড়া নেকড়া ইত্যাদি খাইবার ইচ্ছা হয় এবং খাইয়াও থাকে। নেট্রাম মিউরের রক্তক্ষীণ রোগী রুটী খাইতে পারে না. এলুমিনায় রোগী আলু খাইতে পারে না এবং পালসেটিলার রোগী চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য খায় না।

পুরাতন সর্দ্দিরোগে পালসেটিলার সহিত এলুমিনার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, উভয় ঔষধের রোগীই ক্রন্দনশীল হয় কিন্তু শরীরগত বিশেষ ধর্ম্মে উভয় ঔষধেই পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, এলুমিনার রোগী শুষ্ক এবং রুগ্ন, কিন্তু পালসেটিলার রোগী অপেক্ষাকৃত স্থূলকায়।

পুরাতন গলক্ষত রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গলাভাঙ্গা গলমধ্যে ক্ষতবৎ বোধ এবং বহুক্ষণ কাসির পর সামান্যমাত্র গাঢ় গয়ের উঠে। এই প্রকার গলার অবস্থা কোন প্রকার গরম খাদ্য অথবা পানীয় ব্যবহার করিলে, কিছুকালের জন্য উপশম হয়। ইহাতে গল-সম্বন্ধীয় রোগে আর্জেণ্টামের ন্যায়, লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়। আর্জেণ্টামের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে গলমধ্যে আঁচিলের মত বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এলুমিনার রোগী তাহার গলমধ্যে সঙ্কুচিত হওয়াবৎ বেদনা বোধ করে। এবং গলাধঃকরণকালে ব্যথা বোধ করে।

লোকোমোটার এট্যাক্সিয়া নামক পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়। রোগী তাহার পা দুইখানিকে অত্যন্ত ভারি বোধ করে এবং চলিবার সময় মাতালের মত টলিয়া পড়ে ও বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়, পা দুই খানিকে টানিয়া চলিতে হয়। রোগী রাত্রে চলিতে পারে না, চক্ষু মুদিত করিয়া চলিতে পারে না; চলিবার সময় গোড়ালিতে ঝিঁঝিঁ ধরে, ভয়ানক ক্লান্ত এবং ফেণ্ট হওয়ার ন্যায় হয়; কটিদেশে বেদনা, রোগী বোধ করে যেন, তাহার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া একটী লোহার সিক চালাইয়া দেওয়া হইতেছে।

সচরাচর ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ষ্টিক্টা পালমোনেরিয়া।

(Sticta Palmonaria.)

নাসিকার গোড়ায় এবং সম্মুখ কপালে ভারি এবং চাপনবৎ বেদনা—এই লক্ষণটী ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার পরই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সর্দ্দি নির্গত হইয়া যাইলে বেদনার অনেকটা হ্রাস হইয়া থাকে। উক্ত সর্দ্দি শুষ্ক হইয়া যাইবার

পরও ইহার চরিত্রগত মস্তক এবং নাসিকার মূলদেশে বেদনা থাকিলে, ইহা অতীব উপকারী ; এ প্রকার রোগীর নাসিকার সর্দ্দি একেবারেই শুকাইয়া যায় কিন্তু নাসিকার উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে, কাযেকাযেই রোগী পুনঃ পুনঃ নাসিকা ঝাড়ে ও হাঁচে কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও সর্দ্দি নির্গত হয় না। সর্দ্দি শুকাইয়া কঠিন হইয়া নাসিকার মধ্যে "পিঁচুটি" মত হইয়া জাময়া থাকে। এ প্রকার বহু দিবসের পুরাতন সর্দ্দিও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। এই স্থলে ক্যালিবাইক্রমের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যালিবাইক্রমেও সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া এবং নাসিকার গোড়ায় ব্যাথা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও সর্দ্দি বসিয়া গিয়া উক্ত প্রকার হইয়া থাকে, অতএব ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় উভয় ঔষধের অন্যান্য লক্ষণের সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। তরুণ সর্দ্দিরোগে একোনাইট, এমোন কার্ব্ব, ক্যাম্ফার, নক্সভমিকা এবং স্যাম্বুকাস, ষ্টিক্টার সমকক্ষ এবং পুরাতন সর্দ্দিতে এমোন কার্ব্ব এবং লাইকোপোডিয়ম তদ্রূপ।

ইউফ্রেসিয়া, মার্কুরিয়স, আর্সেনিক এবং ক্যালি হাইডের ন্যায় ষ্টিক্টায় পর্যাপ্ত পরিমাণ জলবৎতরল সর্দ্দি দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পালসেটিলা সিপিয়া এবং ক্যালি সালফিউরিকমের ন্যায় গাঢ় সর্দ্দিও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু ষ্টিক্টা সর্দ্দির একটী মহৌষধ বিশেষ। ষ্টিক্টার কাসি রাত্রে শয়নের পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, রোগী রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে না, কেবল মাত্র কাসির জন্য যে, রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না তাহা নহে, রোগীর নিদ্রা না হইবার প্রধান কারণ শারিরীক অস্বচ্ছন্দতা।

হাম রোগের সহিত কাসি এবং অনিদ্রায় ইহা বিশেষ উপযোগী এরূপ স্থলে ষ্টিক্টার কাসি প্রথমে নিতান্ত শুষ্ক ভাবাপন্ন হইয়া, পরে তরল হইয়া যায়।

হাঁটুর প্রদাহান্বিত বাতরোগে প্রথমেই ইহাকে প্রয়োগ করিতে পারিলে অতি সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়। ষ্টিক্টায় বাতের বেদনা হঠাৎ আরম্ভ হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক হইয়া উঠে।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০, ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

এরম ট্রিফাইলম।

(Arum triphylium)

ওষ্ঠ, এবং মুখের অভ্যন্তর, বাচ্ছা কাকের ন্যায় রক্তবর্ণ, নাসিকার ধারগুলি এবং নাসিকার ভিতরও তদ্রূপ; রোগী অনবরত ওষ্ঠ এবং নাসিকা, অঙ্গুলির ডগা দিয়া খোঁটে, খুঁটিতে খুঁটিতে উক্ত স্থানে ক্ষত হইয়া যায়, রক্ত পড়ে, রোগী মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে, তথাচ খুঁটিতে ছাড়ে না। উপরোল্লিখিত লক্ষণটী ইহার অতীব প্রিয় লক্ষণ। আমি একমাত্র উক্ত লক্ষণটী অবলম্বনে বহু জ্বর বিকার রোগী আরোগ্য করিয়াছি। যে স্থলে উপরোল্লিখিত নাসিকা এবং মুখের লক্ষণটী দৃষ্ট হইবে এবং রোগী পুনঃ পুনঃ তাহার অঙ্গুলি নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং অনবরত খুঁটিতে থাকিবে, সে স্থলে ইহাকে প্রয়োগ করিলে, অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

গলক্ষত এবং গলাভাঙ্গা রোগেও ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। উচ্চ তানে সুর তুলিতে কিম্বা কথা কহিতে যাইলেই, সুর ঠিক রাখিতে পারে না, ও গলা ভাঙ্গিয়া যায়। পেশাদার গায়ক অর্থাৎ যাহাদিগকে অনবরত গান করিতে হয়, উহাদিগের এবং বক্তৃতাকারীদিগের গল্-ক্ষততে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

আর্ণিকা মণ্টানা

(Arnica Montana)

আঘাতজনিত বেদনার ন্যায় বেদনা, আর্ণিকার চরিত্রগত লক্ষণ, সেই কারণ শরীরের কোন স্থানে আঘাতাদি লাগিয়া বেদনা হইলে, আর্ণিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ। সমস্ত শরীরে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা এবং রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বের বিছানা অত্যন্ত শক্ত বোধ হয়, এই কারণ রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ইহার অতীব প্রিয় লক্ষণ, যে কোন রোগে উক্ত প্রকার বেদনা দৃষ্ট হইলে, ইহার অন্যান্য লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগে কাল বিলম্ব করিবেন না।

ব্যাপ্‌টিসিয়া নামক ঔষধে রোগী তাহার বিছানাটী কাঠের ন্যায় শক্ত বোধ করে এবং তজ্জনিত শরীরে ব্যথা পায়। ফাইটোলক্কা নামক ঔষধে রোগীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে ক্ষতবৎ বেদনা বোধ হয় ও উক্ত স্থানগুলি আড়ষ্ট হইয়া থাকে এবং রোগী নিতান্ত কষ্টের সহিত গোঙাইতে গোঙাইতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। হ্রাসটক্সের রোগীর শরীরস্থ মাংসপেশিতে বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু রোগী অনবরত নড়া চড়া করিলে সুস্থ বোধ করে এবং প্রথম নড়া চড়া করিবার সময় কষ্ট বোধ হয়। রুটায়, রোগী শরীরের যে পার্শ্বের উপর ভর করিয়া শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে বেদনা হয়।

কোন প্রকার আঘাতাদি জনিত পীড়ায় আর্ণিকা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি বহুদিবস পূর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছে এবং আঘাত লাগার পর হইতেই কোন ব্যাধি হইয়া, রোগী কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না এরূপ স্থলে উচ্চ শক্তির আর্ণিকা অতীব ফলপ্রদ।

রোগী অজ্ঞান এবং অসাড়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করে, নিকটে কোন লোক আসিতেছে দেখিতে পাইলেই ভয় পায়, পাছে তাহার শরীরে আঘাত লাগে অথবা তাহাকে স্পর্শ করে। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। অধোবায়ু এবং উদ্গারে পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ। জরায়ুতে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা, রোগিণী সোজা হইয়া চলিতে পারে না। প্রসবের পর যোনি ইত্যাদি স্থানে বেদনা। প্রসবের পর কয়েক মাত্রা আর্ণিকা ব্যবহার করিলে রোগিণীর শরীরের বেদনা আরোগ্য হইয়া যায়, আরও ভবিষ্যৎ বিপদ হইবার আশঙ্কা থাকে না। কাসি, কাসিবার প্রারম্ভ হইতেই বালক অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে থাকে। কোন কথার উত্তর দিতে দিতে রোগী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। মস্তক এবং মুখমণ্ডল গরম এবং অবশিষ্টাংশ শীতল। সর্ব্ব শরীরে ব্রণ অথবা ফোড়া পুনঃ পুনঃ উদয় হইতে থাকে।

টাইফয়েডাদির ন্যায় সাংঘাতিক পীড়াতে ব্যাপটিসিয়ার সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাদিগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। উভয় ঔষধেই সর্ব্ব শরীরে ক্ষতবৎ বোধ, বিছানা শক্ত বোধ, অজ্ঞানতা এবং কথা কহিতে কহিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়া, জিহ্বাতে কাল কাল লম্বা দাগ পড়া মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। উহাদিগের পার্থক্য এই, ব্যাপটিসিয়ার রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, একবার বিছানার এখানে একবার বিছানার ওখানে পতিত হইতে থাকে এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে সে তাহার ছিন্ন ভিন্ন দেহটীকে কুড়াইয়া জড় করিতেছে এবং ব্যাপটিসিয়ার রোগীর মল মূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, কিন্তু আর্ণিকার রোগী অজ্ঞানাবস্থায় অসাড়ে মলত্যাগ করে ও রোগীর গাত্র-চর্ম্মে স্থানে স্থানে কালসিটা পড়া মত দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

হ্যামামেলিস ভারজিনিকা।

(Hamamelis Vergenica,)

আর্ণিকার ন্যায় এই ঔষধটীতেও আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার বেদনা প্রায় বাতব্যাধির সহিত প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাতব্যাধিতে উক্ত প্রকার বেদনায় আর্ণিকা দ্বারা ফল না হইলে, হ্যামামেলিস প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইহা রক্তস্রাবের একটী মহৌষধ। ইহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাল কাল এবং চাপ চাপ রক্তস্রাব হয়। এই প্রকার রক্তস্রাব শরীরের যে কোন স্থান যথা— নাসিকা, জরায়ু, ফুস্ফুস্, ইত্যাদি হইতে হইলে, হ্যামামেলিস দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। গুহ্যদ্বার হইতে অথবা অর্শরোগে উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব দেখিলে, ইহা দ্বারা সম্যক ফল পাওয়া যায়।

সচরাচর নিম্ন শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কলোসিন্থিস।

(Colocynthis,)

ইহা উদরের শূল বেদনার একটী অতীব উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাকে লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিলে, সত্বর ও আশ্চর্য্যভাবে অতি যন্ত্রণাদায়ক শূল বেদনা (colic) আরোগ্য হইয়া থাকে। উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শূল বেদনা, রোগী পা দুইটী গুটাইয়া অথবা উদরটী কোন একটী কঠিন বস্তুর উপর চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে। এই লক্ষণটী কলোসিন্থের অতীব চরিত্রগত

লক্ষণ, যে স্থলে উদর বেদনায় এই লক্ষণটী দেখিতে পাইবেন, সেই স্থলে কলোসিন্থ প্রয়োগ করিতে অনুমাত্রও বিলম্ব করিবেন না। এই প্রকার উদর বেদনার সহিত প্রায়ই বমন ও উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তামাশয় রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ বালকদিগের উদরশূলে ইহা ম্যাগনেসিয়া ফসের সমকক্ষ। উভয় ঔষধেই উদরে আক্ষেপবৎ বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই ম্যাগনেসিয়া ফসের রোগীর উদরের যন্ত্রণা আর্সেনিকের ন্যায় গরম প্রয়োগে উপশম হয়।

কলোসিন্থ এবং ম্যাগেনেসিয়া উভয় ঔষধেই শরীরের নানা স্থানে স্নায়বীয় বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধির চরিত্রগত লক্ষণ দ্বারায় ঔষধের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। ক্যামোমিলা এবং কলোসিন্থ উভয় ঔষধেই রাগান্বিত হইবার পর উদরশূলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্যামোমিলায় বালকদিগের উদরশূলে উদরে বায়ু জন্মায় এবং যন্ত্রণা জনিত রোগী অনবরত চীৎকার করে, কাঁদে এবং ছট্‌ফট্‌ করে কিন্তু কলোসিন্থের ন্যায় পা গুটাইয়া "কুঁক্‌ড়ি" হইয়া থাকে না। বালকদিগের উদরশূলে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ম্যাগনেসিয়া ফস্‌, কলোসিন্থ এবং ক্যামোমিলা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথাস্থানে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করুন। ভিরেট্রম এল্বমও কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভিরেট্রম এল্বমের রোগীর উক্ত প্রকারের বেদনার সহিত উহার চরিত্রগত লক্ষণ ললাটে শীতল ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বোভিষ্টা নামক ঔষধের উদর-শূলও পা গুটাইয়া "কুঁকৃড়ি" হইয়া থাকিলে উপশম হইয়া থাকে কিন্তু বোভিষ্টার উদরশূল আহারের পর বৃদ্ধি হয়।

ডায়স্কোরিয়া নামক ঔষধেও উদরশূল দেখিতে পাওয়া যায়। ডায়স্কোরিয়ার উদরশূল নাভিস্থল হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত উদরে ছড়াইয়া পড়ে, এমন কি, উক্ত বেদনা হস্ত পদ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে।

কলোসিন্থের সহিত ইহার পার্থক্য এই, কলোসিন্থের রোগীর উদরের যন্ত্রণা পা গুটাইয়া "কুঁকুড়ি" হইয়া থাকিলে উপশম হয়, কিন্তু ডায়স্কোরিয়ার রোগী সমান ভাবে অবস্থান কালে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে। ষ্ট্যানাম নামক ঔষধ বালকদিগের উদরশূলে ব্যবহৃত হয়, ইহার পার্থক্য এই, রোগীর উদরটী মাতার স্কন্ধদেশে চাপিয়া লইয়া বেড়াইলে উপশম হয়।

উদরশূল ব্যতিরেকে মুখমণ্ডলের স্নায়বীর বেদনায় অথবা সায়েটিকা নামক পীড়ায় ইহার দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। উদর মধ্যে আক্ষেপবৎ বেদনা, এ স্থলে ম্যাগনেসিয়া এবং কলোসিন্থে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়া ফস এবং কলোসিন্থ উভয় ঔষধেই আক্ষেপবৎ বেদনা দৃষ্ট হয়, উভয় ঔষধেই গরম প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা ম্যাগনেসিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন।

সায়েটিকা নামক পীড়ায় কলোসিন্থের বেদনা কোমরের নিম্ন হইতে উরুর পশ্চাৎভাগ দিয়া নিম্ন দিকে ধাবিত হয়, ফাইটোলক্কা নামক ঔষধে উরুর বহির্দ্দেশে প্রসারিত হয়। উক্ত পীড়ায় ন্যাফাইলম, কলোসিন্থ এবং ফাইটোলক্কা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সর্ব্বদা লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা বুদ্ধিমান চিকিৎসকের কার্য্য।

ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, একটী স্ত্রীলোকের সায়েটিকা হইয়াছিল, তাঁহার রোগের যন্ত্রণা প্রতিদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বৃদ্ধি হইত এবং উক্ত যাতনার সহিত জ্বালাও ছিল। বেদনার সময় রোগিণী তাঁহার বেদনাযুক্ত স্থানে "নুনের পুঁটুলির সেঁক" প্রয়োগ করিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করিতেন। এই রোগীকে উচ্চ শক্তির আর্সেনিক দেওয়াতে, রোগিণী অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করিলেন। উক্ত রোগিণীর ভ্রাতার সায়েটিকা হওয়ায় তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পা বাঁকিয়া গিয়াছে।

সচরাচর ৩০ ২০০ শত ইত্যাদি ব্যবহার্য্য।

পিট্রোলিয়ম।

(Petroleum.)

ইহা আমাদিগের একটী এন্টিসোরিক ঔষধ, ইহাতে ঠিক গ্রাফাইটিসের ন্যায় চর্ম্মরোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার চর্ম্মরোগ শরীরের নানা স্থানে, যথা—মস্তক, কর্ণের পার্শ্ব, অণ্ডকোষ, যোনী, হস্ত, পদ ইত্যাদিতে, হইতে পারে। ইহার একটী অতীব চরিত্রগত লক্ষণ এই, শীতকালে চর্ম্মরোগ নানা প্রকার উপসর্গের সহিত বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু গ্রীষ্মারম্ভ হইলেই, ক্রমে উহারা আরোগ্য হইয়া যায়। এই লক্ষণটী অন্য কোন ঔষধের চরিত্রগত নহে। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন তিনি একটী ২০ বৎসরের পুরাতন চর্ম্মরোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণটী দৃষ্টে ২০০ শত শক্তির পিট্রোলিয়ম প্রয়োগ করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলিতেছেন একটী পুরাতন উদরাময় রোগে উক্ত প্রকারের চর্ম্মরোগের ইতিহাস পাইয়া, পিট্রোলিয়ম দ্বারায় তাঁহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন।

শীত কালের "গা ফাটা" যে সকল "গা ফাটা" হইতে রস নির্গত হয় এবং চুলকায় তাহার পক্ষে পিট্রোলিয়ম উৎকৃষ্ট ঔষধ। হিপার সাল্ফরের ন্যায় ইহাতেও শরীরের সামান্য ক্ষতে পূঁজ হয়, হিপার সালফরের রোগও শীতল বাতাসে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কষ্টিকমের ন্যায় ইহাতে উঠিতে বসিতে গাঁইটগুলিতে "কড়াক কড়াক" করিয়া শব্দ হয়, উপরোল্লিখিত উভয় ঔষধই পুরাতন বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। চেলিডোনিয়ম এবং এনাকার্ডিয়মের ন্যায় ইহাতে আহারের পর উদরের যন্ত্রণার উপশম দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল উদরাময়

অথবা আমাশয় রোগ দিবাভাগে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহাদিগের পক্ষে পিট্রোলিয়ম উৎকৃষ্ট ঔষধ। সালফর, গ্রাফাইটিস, কষ্টিকম, লাইকো-পোডিয়মের ন্যায় পিট্রোলিয়ম একটী এন্টিসোরিক ঔষধ।

৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ক্যাম্ফর।

(Camphor)

হঠাৎ জীবনীশক্তির অবসন্নতার সহিত সর্ব্বাঙ্গ শীতল।

ভিরেট্রম ও ক্যাম্ফরে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ক্যাম্ফারের রোগীর হঠাৎ কোল্যাপ্স অবস্থার সহিত কখন কখন সামান্য মাত্র মল অথবা একেবারেই মল কিম্বা বমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভিরেট্রমে প্রভূত পরিমাণ মল এবং বমনজনিত রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। উভয় ঔষধের রোগীর শরীরই অত্যন্ত শীতল কিন্তু ভিরেট্রমের রোগীর মুখমণ্ডল এবং ললাটে অনবরত শীতল ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে অত্যন্ত অধিক আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থলে কুপ্রাম বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবেন। ক্যাম্ফারের একটী বিশেষত্ব এই, **রোগীর শরীর যতই শীতল হউক না কেন তথাচ রোগী তাহার গাত্রে কোন প্রকার আবরণ রাখিতে চাহে না।** এই স্থলে সিকেল নামক ঔষধের সহিত সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে।

কোন প্রকার রোগে ইহার চরিত্রগত কোল্যাপ্স অবস্থা দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিবেন।

সচরাচর ৬, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি।

থুজা অক্সিডেণ্টালিস

(Thuja Occidentalis)

মহাত্মা হানিমান সোরার জন্য সালফর, সিফিলিসে মার্কুরিয়স এবং সাইকোসিসে থুজা, নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সোরা, সিফিলিস এবং সাইকোসিস মনুষ্য শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। সোরার চিহ্ন গাত্রে চুলকানি, খোস, পাঁচড়া, একজিমা হইবার প্রবণতা; সিফিলিসের চিহ্ন ইহার চরিত্রগত চর্ম্মোদ্ভেদ এবং গর্ম্মি ইত্যাদির ইতিহাস এবং সাইকোসিসের চিহ্ন গাত্রে আঁচিল ইত্যাদির ন্যায় চর্ম্মোদ্ভেদ ও গনোরিয়া নামক পীড়ার ইতিহাস। উক্ত তিন প্রকার অবস্থার কোন একটী অবস্থা মনুষ্য শরীরে বর্ত্তমান থাকিলে, অনেক সময় নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও রোগ আরোগ্য হয় না। বিজ্ঞ চিকিৎসক হইলে এই স্থানে বিচলিত না হইয়া আরও ধীর ভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করেন এবং উপরোল্লিখিত শরীরের বিশেষ ধর্ম্মগুলির মধ্যে কোন একটীর অনুসন্ধান পাইলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম সংশোধন করিয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করেন।

থুজা নামক ঔষধে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী "একগুয়ে" মত, রোগী মনে করে যেন তাহার পার্শ্বে কে একজন অচেনা লোক রহিয়াছে; যেন তাহার আত্মা এবং শরীর ভিন্ন হইয়া গিয়াছে; সে মনে করে তাহার অঙ্গ বিশেষতঃ হাত পা গুলি কাঁচদ্বারা নির্ম্মিত এবং এখনি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; তাহার উদরের মধ্যে যেন কতকগুলি জীবন্ত পদার্থ ছিল; সর্ব্বদাই বলে, সে কোন একটী অপার্থীব শক্তির দ্বারা চালিত। উন্মাদগ্রস্থা স্ত্রীলোক কাহাকেও তাহার নিকটে যাইতে দেয় না।

উপরোল্লিখিত মানসিক লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে, নিম্নে ইহার সাধারণ লক্ষণগুলি প্রদত্ত হইল। সাইকোসিস নামক শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম হইতে শিরঃপীড়া, উক্ত প্রকার শিরঃপীড়ার সহিত মস্তকে সাদা সাদা খুস্কি, মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া, চুলগুলি অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উহারা ফাটিয়া যায়। চক্ষের পাতায় আচিলের মত ছোট ছোট চর্ম্মোদ্ভেদ। পুনঃ পুনঃ কর্ণ প্রদাহ হওয়া স্বভাব এবং কর্ণের মধ্যেও উক্ত প্রকারের চর্ম্মোদ্ভেদ। পালসেটিলার ন্যায় নাসিকা হইতে গাঢ় সবুজাভা-যুক্ত সর্দ্দি কিম্বা নাসিকার মধ্যে মামড়ি পড়া, নাসিকার বাহিরে আঁচিল। মুখমণ্ডল যেন সর্ব্বদাই তৈলাক্ত। দাঁত উঠিবামাত্র উহাদিগের গোড়াগুলি ক্ষয় হইয়া যায় কিন্তু উহাদিগের ডগাগুলি নির্দ্দোষ থাকে। উদর মধ্যে এক প্রকার শব্দ হয় যেন কোন একটী জীব শব্দ করিতেছে, উদরটী কখন এখানে কখন ওখানে নানা স্থানে ফুলিয়া উঠে। বহু দিবসের পুরাতন কোষ্ঠ বদ্ধ, মল কতকটা বহির্গত হইয়া আসিয়া পুনরায় উপর দিকে উঠিয়া যায়। উদরাময়, জলবৎ তরল এবং হাজনশীল, মল পিচকারী বেগে নির্গত হয়; টিকা দিবার পর বালকদিগের উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। গুহ্যদ্বারটী ফাটা ফাটা এবং উহার চারিদিকে আঁচিলের ন্যায় চর্ম্মোদ্ভেদ।

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি থুজার চরিত্রগত লক্ষণ। উহাদিগের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ইহা গনোরিয়ার একটী মহৌষধ। গণোরিয়া বসিয়া গিয়া কোন পীড়া হইলে, অথবা গনোরিয়া পুরাতন হইয়াছে এবং কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না এরূপ স্থলে ইহা একটী মহৌষধ।

আমি সচরাচর ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার করি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

(Staphisagria)

ইহাতে কতকগুলি আশ্চর্য্য মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অপরে কিম্বা নিজে যে কোন কার্য্যই করুক না কেন, ঘৃণার চক্ষে দেখে ও তজ্জনিত অনুতাপ করে। যে কোন দ্রব্য সম্মুখে পায় তাহাই ঘৃণার সহিত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় অথবা দূরে সরাইয়া দেয়। বালক প্রাতঃকালে অত্যন্ত কান্নাকাটি করে, কোন জিনিষের জন্য বায়না ধরে কিন্তু উক্ত জিনিস পাইবামাত্র দূরে নিক্ষেপ করে ও পুনরায় কাঁদিতে থাকে। সামান্য কথাতেই মনে নিতান্ত ব্যথা পায়। অন্যায় ভাবে অপমানিত হইয়া, অতিরিক্ত হস্তমৈথুন কিম্বা অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস করিয়া মানসিক পীড়া, স্মৃতী শক্তির হীনতা, সর্ব্বদা মনে দুঃখ অথবা ঘৃণা পোষণ করিয়া রাখিয়া মানসিক পীড়া, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনেক সময় ভুলক্রমে বালকদিগের মানসিক পীড়ায় ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া স্থলে ক্যামোমিলা এবং পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মানসিক রোগে নক্স ভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফস্ফরিক এসিডের সহিতও ইহার কখন কখন ভ্রম হইয়া থাকে।

ক্রোধ হইতে কোন পীড়ার উৎপত্তিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়, এস্থলে ক্যামোমিলা, নক্স-ভমিকা, সিনা এবং কলোসিন্থ ইত্যাদি ঔষধে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার উক্ত মানসিক লক্ষণটীর সহিত ফস্ফরিক এসিড, নেট্রাম মিউর, এনাকার্ডিয়ম এবং অরমের সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগী মনে করে যেন তাহার পাকস্থলিটী আল্গা হইয়া

ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এই লক্ষণটী ইপিকাক্ এবং ট্যাবাকম্ নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়। তলপেটেও কখন কখন এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে যেন তাহার পেটটী খসিয়া পড়িবে, সেই জন্য সে উহাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে। রুগ্ন "খ্যাঁথ্‌খেঁতে" বালকের পুরাতন উদরশূল এবং তৎসহিত তাহার দাঁতগুলি কাল কাল পোকা-পড়ামত হইয়া যায় এবং দন্তের মাড়ি হইতে সহজে রক্ত পড়ে। উক্ত প্রকার অবস্থার সহিত রক্তামাসয় রোগেও ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, কিঞ্চিন্মাত্র আহার কিম্বা পানের পর রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মুত্রনলিতে ইহার একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, মূত্র নলিতে জ্বালা কিন্তু মূত্রত্যাগ কালে উপশম হইয়া থাকে। মূত্রত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, পরে এবং সময়ে জ্বালা অনেক ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ষ্টাফিসেগ্রিয়ার ন্যায় কেবলমাত্র মূত্রত্যাগ কালে জ্বালার উপশম এবং অন্য সময়ে জ্বালা অন্য কোনও ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া নামক ঔষধে এক প্রকারের কটি বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী কেবলমাত্র রাত্রে বিছানায় এবং প্রাতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে উক্ত বেদনা অত্যন্ত অনুভব করে।

ইহাতে শুষ্ক এবং রসসংযুক্ত উভয় প্রকারের চর্ম্মরোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টাফিসেগ্রিয়ার চর্ম্মোদ্ভেদ হইতে এক প্রকারের হাজনশীল রস নির্গত হয় এবং উক্ত রস শরীরের যে স্থানে লাগে, সেই স্থানেই আবার নূতন চর্ম্মোদ্ভেদ দেখা দেয়। এ প্রকার চর্ম্মরোগে অত্যন্ত চুলকানি দৃষ্ট হয়। ইহার চুলকানির একটী বিশেষত্ব এই, রোগী এক স্থান চুলকাইয়া পরিত্যাগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অপর স্থান চুলকাইতে আরম্ভ করে। মস্তকে, কর্ণের পার্শ্বে ইহার চর্ম্মোদ্ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু চক্ষের পাতায় উক্ত প্রকার চর্ম্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

শরীরের কোন স্থানে ফুলকপির ন্যায় আব্ হইলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এ প্রকার রোগে উচ্চ শক্তির এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্রমে ক্রমে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

তীক্ষ্ণ ধারাল অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া ক্ষত হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

কল্‌চিকম অটম্‌নেল।

(Colchicum Autumnel)

রান্নার গন্ধ পাইলেই গা বমি বমি করে, এই লক্ষণটী কলচিকমের একটী অতীব প্রিয় লক্ষণ, উদরাময়, রক্তামাশয় ইত্যাদি পীড়ার সহিত যদ্যপি উক্ত লক্ষণটী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কল্‌চিকম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতিরেকে কল্‌চিকমে আরও কতকগুলি উদরের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। পাকস্থলির মধ্যে জ্বালার সহিত বরফের ন্যায় শীতলতা বোধ, এ প্রকার অবস্থা তলপেটেও হইয়া থাকে। রক্তামাশয় রোগে মল সাদা অথবা রক্তমিশ্রিত দেখিলে মনে হয় যেন, মিউকাস ঝিল্লিগুলি চাঁচিয়া বাহির করা হইয়াছে, এই প্রকার মলের সহিত অত্যন্ত কোঁথানি। ক্যান্থারিস নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ক্যান্থারিসের রোগীর শরীরে উক্ত প্রকার মলের সহিত ইহার চরিত্রগত মূত্রের লক্ষণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলোসিন্থ নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে উদরশূল বর্ত্তমান থাকে এবং পা গুটাইয়া কুঁকড়ি হইয়া থাকিলে উহার উপশম হয়, কলচিকমের রোগীর উদরে অত্যন্ত বায়ু

জন্মাইয়া থাকে। অজীর্ণ রোগে উদরে অত্যন্ত জ্বালার সহিত বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ এবং অত্যন্ত "পেটফাঁপা" দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ কলচিকমকে স্মরণ করিবেন, এই স্থলে চায়না, লাইকো এবং কার্ব্বো ভেজিটেবলিসের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কলচিকম বাতরোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, রান্নার গন্ধে গা বমি বমি করা ইহার পথ-প্রদর্শক বলিয়া জানিবেন।

সচরাচর ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

বোরাক্স ভেনিটা।

(Borax Vaneta)

ইহাতে কতকগুলি আশ্চর্য্য মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর শ্রবণশক্তি অতীব তীক্ষ্ণ। কোন প্রকার সামান্য শব্দ যথা,—খপরের কাগজের খস্ খস্ শব্দ, হাঁচির শব্দ, কান্না ইত্যাদিতে নিতান্ত বিরক্ত বোধ করে এবং চম্কাইয়া উঠে, নিম্ন দিকে নামিবার অথবা নামাইবার সময় রোগী পড়িয়া যাইবার ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে, বালককে ক্রোড় হইতে নামাইবার সময় পড়িয়া যাইবার ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং মাতাকে জড়াইয়া ধরে। বালককে কোলে করিয়া সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিবার সময়ও তদ্রূপ হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরও ঐরূপ হয়। রোগী রকিং চেয়ারে বসিতে কিম্বা ঘোড়ায় চড়িতে চাহে না জেলসিমিয়ম নামক ঔষধেও এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কেবলমাত্র উহার জ্বররোগীতে উক্ত লক্ষণটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। বালক ঘুমাইতেছে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া বিছানার ধারগুলি অথবা নিকটে যাহা পায় জোর করিয়া

ধরিয়া ফেলে। এই স্থলে এপিস মেলিফিকা, বেলেডোনা, সিনা ইত্যাদি ঔষধের সহিত ভ্রম হইতে পারে কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই বোরাক্সের রোগীর মুখ মধ্যে প্রায়ই ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায়।

মুখ ক্ষত ইহার প্রধান লক্ষণ, তৎসহ ইহার চরিত্র গত স্নায়বীয় লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে বোরাক্স ধ্রুব কার্য্যকারী। বোরাক্সের ক্রিয়া কেবলমাত্র মিউকাস মেম্ব্রেনের উপর আবদ্ধ নহে। চক্ষের পাতাগুলি চট্‌চটে আটাযুক্ত এবং সহজে জুড়িয়া যায়। পুরাতন কর্ণ প্রদাহ, কর্ণ হইতে পুঁজ নির্গত হওয়া ইত্যাদি। নাসিকার মধ্যে পিঁচুটি পড়া, উহাকে উঠাইয়া ফেলিলেও পুনরায় জন্মে।

উদরাময়, মুখ ক্ষতের সহিত সবুজবর্ণের তরল মল। বালক প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে অথবা পরে ক্রন্দন করে। উক্ত প্রকার প্রস্রাবের সহিত বালুকা কণার ন্যায় মূত্রে তলানি পড়িলে, লাইকো এবং সার্সা প্যারিলা ব্যবহার্য্য।

স্ত্রীলোকদিগের প্রদর রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রদরস্রাব সাদা "হড়্‌হড়ে" মত। ক্যামোমিলা, হিপার সালফার, সাইলিসিয়ার ন্যায় রোগীর শরীরে সামান্য ক্ষতে পুঁজ হওয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটাম।

(Eupatorium Perfoliatum.)

শরীর এত বেদনা করে এবং কামড়ায় যে রোগী মনে করে যেন তাহার সমস্ত শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। রোগী মনে করে তাহার শরীরের অভ্যন্তরে অস্থিগুলির মধ্যে বেদনা করিতেছে শরীরের অস্থি এবং মাংসপেশি গুলিতে ক্ষতবৎ বোধ। হস্ত পদ ইত্যাদি স্থানে এবং উহাদিগের সন্ধিস্থলে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, রোগী মনে করে যেন তাহার হাত পায়ের গুলোগুলি কে যেন থেঁতলাইয়া দিয়াছে। এই লক্ষণগুলি ইউপেটোরিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ, ইহারা ইনফ্লুয়েঞ্জা, সবিরাম জ্বর ইত্যাদি যে কোন ব্যধির সাহিত দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিবেন।

ডেঙ্গু জ্বর, যাহাকে "হাড় ভাঙ্গা জ্বর" বলে, উক্ত প্রকার জ্বরের সহিত সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ ইউপেটোরিয়ম উহার একটী মহৌষধ বিশেষ। এক প্রকার সবিরাম জ্বরে ইহার দ্বারা অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়, এ স্থলে ইহার তিনটী চরিত্রগত লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে প্রয়োগ করা যায়।

প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকার মধ্যে শীত আরম্ভ। শীতের পূর্ব্বে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, এমন কি শরীরস্থ অস্থি গুলিতেও কামড়ান মত বেদনা। শীত এবং গরমের মধ্যবর্ত্তী সময় পিত্ত বমন। যদিচ অন্যান্য অনেক লক্ষণ ইউপেটোরিয়মের জ্বর রোগীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাচ উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করিলে, ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়।

শ্বাসযন্ত্রের উপরও ইহার সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে কষ্টিকমের ন্যায়, রোগীর গলা ভাঙ্গিয়া যায়। কষ্টিকমে বক্ষে জ্বালা এবং ক্ষতবৎ বেদনা উভয়ই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে কেবলমাত্র ক্ষতবৎ বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়।

পুনরায় বলিয়া রাখি ইউপেটোরিয়মের চরিত্রগত শরীরের বেদনার উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিবেন, তাহা হইলে ভুল হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। ইহা সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ উচ্চ শক্তি ইত্যাদি।

ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়ম।

(Eupatorium Parpureum.)

শীত কটিদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া, উপর এবং নিম্নদিকে প্রসারিত হয়—এই লক্ষণটী ইহার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। ম্যালেরিয়া সবিরাম জ্বরে এই লক্ষণটী বর্ত্তমান থাকিলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে কিঞ্চিৎ মাত্রও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন একটী মহিলা ভিজা স্যাঁৎসেতে যায়গায় বাস করিতেন, সে স্থলে তাঁহার কোন প্রকার জ্বর জ্বালা হয় নাই কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর, তাঁহার জ্বর হয় পুনঃ পুনঃ কুইনাইন সেবন করিয়া কিছুতেই আরোগ্য হয় নাই, অবশেষে উপরোল্লিখিত লক্ষণটী দৃষ্টে ২০০ শক্তির এই ঔষধটী প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

ক্যাপ্সিকম নামক ঔষধে ইহার কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

উভয় ঔষধের শীতই পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, ক্যাপ্সিকমের রোগীর শীত পৃষ্ঠদেশের উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে।

ক্যাপ্সিকমে শীতের সহিত সমস্ত শরীরে শীতলতা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়মে অত্যন্ত কাঁপুনির সহিত সামান্যমাত্র শীতলতা দৃষ্ট হয়। ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটম, ক্যাপ্সিকম এবং ইউপেটোরিয়ম, পারপিউরিয়ম, এই তিনটী ঔষধেই শীতের পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্থি বেদনা আছে কিন্তু এতন্মধ্যে ইউপেটোরিয়ম পারফ সর্ব্বপ্রধান।

সচরাচর ৬, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি।

ক্যাপ্সিকম

(Capsicum.)

কোন স্থানে লঙ্কাবাটা লাগিলে যেপ্রকার জ্বালা করে, সেই প্রকারের জ্বালা ক্যাপ্সিকমের চরিত্রগত লক্ষণ। রক্তামাশয়, গণোরিয়ার শেষাবস্থা, কোন প্রকার গলমধ্যস্থ রোগ ইত্যাদিতে ক্যাপ্সি-কমের চরিত্রগত জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে, ইহা দ্বারা সম্যক উপকার হইয়া থাকে। লঙ্কাবাটা লাগিলে যে প্রকার জ্বালা হয় সেই প্রকারের জ্বালা ইহার চরিত্রগত লক্ষণ, ইহার আরও বিশেষত্ব এই, ক্যাপ্সিকমের জ্বালা আর্সেনিকের ন্যায় গরম প্রয়োগে উপশম হয় না।

শিরঃপীড়াতে ক্যাপ্সিকম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাশিবার সময় রোগী মনে করে যেন, এখনি তাহার মাথাটী ফাটিয়া যাইবে। রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয় এবং উভয় হস্তে মাথাটী চাপিয়া ধরে। বসিয়া থাকিলে

এ প্রকার শিরঃপীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়া নেট্রাম মুর, ইস্কুলা, সাইলিসিয়া ইত্যাদি ঔষধেও উক্ত লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়। কাসিবার সময় শরীরের দূরবর্ত্তী স্থানেও উক্ত প্রকারের বেদনা হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে'।

প্রত্যেকবার জলপান করিবার পর শীতবোধ ; উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শীত আরম্ভ হইয়া, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। উপরোল্লিখিত লক্ষণ কয়টীও ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। উহারা প্রায়ই সবিরাম জ্বর ইত্যাদির সহিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

স্পঞ্জিয়া টোষ্টা।

(Spongia Tosta,)

শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য মুখ্য। প্রথমে গলা হইতে ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া, শ্বাসযন্ত্রের অতি নিভৃত স্থল পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। বালকদিগের ঘুংড়ি কাসির ইহা একটী মহৌষধ বিশেষ। শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া, এই প্রকারের পীড়া। একোনাইট নামক ঔষধ, শুষ্ক ঠাণ্ডা লাগিয়া কাসি হইলে, ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "খড় কাটা বঁটিতে জোরে জোরে খড় কাটিলে" যে প্রকার শব্দ হয়, সেই প্রকারের শব্দযুক্ত কাসি স্পঞ্জিয়ার চরিত্রগত। ঘুংড়ি কাসিতে এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই সন্ধ্যা রাত্রে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণযুক্ত রোগে প্রথমে একোনাইট প্রযোজ্য। দুই অথবা চারি মাত্রা একোনাইটে যদ্যপি উক্ত প্রকার অবস্থার উপশম না হইয়া, রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক কাসি হইতে থাকে, তাহা হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্পঞ্জিয়া প্রয়োগ

করা কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে আমি প্রায়ই ২০০ শত শক্তির দুই অথবা এক মাত্রা স্পঞ্জিয়া দ্বারা সুন্দর ফল পাইয়াছি। উক্ত চিকিৎসায় কাসি তরল হইয়া, মধ্য রাত্রের পর উহার বৃদ্ধি হইলে, হিপার সালফর উত্তম। কাসি পুনরাক্রমণ করিয়া সন্ধ্যা রাত্রে বৃদ্ধি হইলে, দুই অথবা একমাত্রা ৩০ শক্তির ফস্ফরাস রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয়।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের গলমধ্যস্থ প্রদাহে ইহা অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। স্বরবদ্ধ, অত্যন্ত গলাভাঙ্গা, গলমধ্যে ক্ষতবোধ এবং জ্বালা। কথা কহিবার সময়, গান করিবার সময়, এবং গলাধকরণ কালে কাসির বৃদ্ধি। শ্বাস যন্ত্রের পুরাতন পীড়ায়, কালে যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, ফস্ফরাস, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সালফারের ন্যায় ইহা রোগীকে ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে রক্ষা করে। ক্ষতবোধ, ভারিবোধ এবং জ্বালা। নড়াচড়া করিলে, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, কথা কহিলে, গান করিলে এবং সন্ধ্যা রাত্রে কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গরম পানীয় পান করিলে রোগী উপশম বোধ করে।

হৃৎপিণ্ডের উপরও ইহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের ভাল্বের পীড়ায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, স্পঞ্জিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ মনে করে যেন তাহার দমবন্ধ হইল, তজ্জনিত নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, রোগী ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় অত্যন্ত অস্থির হয় এবং জোরে জোরে কাসিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের ভাল্বের পীড়ায় প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি কোন পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, স্পঞ্জিয়া দ্বারা আশু যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে এবং কিছুদিন ইহাকে ব্যবহার করিলে, রোগ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

মেডোরিনম।

(Medorrhinum,)

পুরাতন বাতরোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ, বিশেষতঃ যে সকল বাত-রোগে দিবা ভাগে রোগের যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহাদিগের পক্ষে ইহা একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সচরাচর ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাইরোজেন।

(Pyrogen,)

প্রসব অথবা অস্ত্র চিকিৎসার পর, অথবা কোন প্রকার পচা দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হইলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিছানা অত্যন্ত শক্ত বোধ হয়, রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে, সেই পার্শ্বে সমস্ত শরীরে ক্ষতবৎ বোধ এবং বেদনা। অত্যন্ত অস্থিরতা এবং রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। জিহ্বা মোটা, বড়, পরিষ্কার, "চক্ চকে," রক্তবর্ণ, শুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং কথা কহিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ হয়।

উদরাময়ে কাল কিম্বা পাটকিলা রংয়ের মল এবং মলে অতীব দুর্গন্ধ, বেদনাশূন্য, অসাড়ে মলত্যাগ, বায়ুত্যাগের সহিত অসাড়ে মলত্যাগ।

টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক পীড়ার সহিত উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। পচা দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া কোন পীড়া হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সচরাচর ২০০ শত এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

এমোনিয়ম কার্ব্বনিকম।

(Ammonium Carbonicum,)

পুরাতন অথবা তরুণ উভয় প্রকার সর্দ্দিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ এই, রাত্রে রোগীর নাসিকা বন্ধ হইয়া যায়, তজ্জনিত রোগীকে মুখ দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এই স্থলে স্যাম্বুকাস, লাইকোপোডিয়ম, নক্স ভমিকা এবং ষ্টিক্টা পালমোনেরিয়া নামক ঔষধের সহিত বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আর একটী ইহার আশ্চর্য্য লক্ষণ এই, মুখ প্রক্ষালন করিবার সময় রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। কেন যে এই প্রকার হইয়া থাকে ইহা বলা নিতান্ত কঠিন, কিন্তু উক্ত প্রকার অবস্থা এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকম।

(Ammonium Muriaticum,)

উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঠাণ্ডা বোধ, এই লক্ষণটী প্রায়ই বক্ষ সম্বন্ধিয় পীড়ার সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—কাসি, বক্ষে বেদনা ইত্যাদি। উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্বালা ফস্ফরাস এবং লাইকোর চরিত্রগত লক্ষণ, যে স্থলে এমোন মিউরে ঠাণ্ডা বোধ।

কোষ্টবদ্ধ রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মল শুষ্ক, কঠিন এবং গুটি গুটি, অতি কষ্টে নির্গত হয়। কষ্টিকমের ন্যায় মলের

গাত্রে সাদা চর্ব্বির ন্যায় পদার্থ লাগিয়া থাকে। কষ্টিকমের ন্যায় মাংস-পেশিতে টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, এমোন্ মিউরে কেবল মাত্র উক্ত প্রকার বেদনা হইয়া থাকে, যে স্থলে কষ্টিকমে প্রকৃতই মাংসপেশি টানিয়া হস্ত কিম্বা পদ সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

জরায়ু হইতে রাত্রে রক্তস্রাব, এই লক্ষণটী পোভিষ্টা নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ক্রিয়োজোট নামক ঔষধে রোগিণী যখন শয়ন করিয়া থাকে, সেই সময় রক্তস্রাব হয় কিন্তু উঠিয়া বসিলে অথবা চলিয়া বেড়াইলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। লিলিয়ম নামক ঔষধে রোগী যখন চলিয়া বেড়ায় সেই সময় রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব নামক ঔষধে কেবল রাত্রে শয়নাবস্থায় ঋতুস্রাব দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু চলা ফেরা করিলে স্রাববন্ধ হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ইথিউজা সাইনেপিয়ম।

(Æthusa Cynapium)

বালকদিগের বমন রোগে ইহা একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুগ্ধ গলাধঃকরণ করিবামাত্র জোরে বহির্গত হইয়া আইসে। বমনের পর শিশু "নেতা" হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কখন কখন দুগ্ধ পান করিবার পর কিছুক্ষণ উদরে থাকিয়া চাপ চাপ মত বমন হইয়া থাকে। উক্ত চাপ সময় সময় এত বড় হয় যে, দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে উহা শিশুর উদর হইতে নির্গত হইয়াছে। এই সময় রোগীকে সুচিকিৎসা

দ্বারা আরোগ্য করিতে না পারিলে, উহা ক্রমে শিশু কলেরায় পরিণত হয় এবং তৎসহিত উদরে, সবুজবর্ণের জলবৎ পিচ্ছিল মল, এমন কি ফিট (convulsion) পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইথিউজার ফিটের একটু বিশেষত্ব আছে, ফিটের সময় রোগীর চক্ষের তারকা উপর দিকে অথবা পার্শ্বে না যাইয়া নিম্নদিকে নামিয়া পড়ে। এই লক্ষণটীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে সহজে ইহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। এই অবস্থা হইতে রোগী আরোগ্যলাভ না করিলে, ক্রমে মুখ চোখ বসিয়া যায়, এই সময় ইথিউজার আর একটী লক্ষণ দৃষ্ট হয়,রোগীর উপরকার ওষ্ঠটী মুক্তার ন্যায় সাদা হইয়া যায় এবং উহার উপর ধনুকের ন্যায় একটী দাগ পড়ে" এই লক্ষণটী অন্য কোন ঔষধ অপেক্ষা ইথিউজার চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। অবসন্নতা এবং উৎকণ্ঠা উভয়ই সমান ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আর্সেনিকের ন্যায় পিপাসা ইহাতে নাই।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব নামক ঔষধেও চাপ চাপ দুগ্ধ বমন দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, ক্যালকেরিয়ার রোগীর মলে অত্যন্ত টকগন্ধ এবং মস্তকে বহুল ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

রোগিণী মনে করে, যেন গৃহের মধ্য দিয়া মূষিক দৌড়িয়া যাইতেছে, যে সকল স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে, তাহাদিগের মানসিক দুর্ব্বলতার সহিত এ প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইলে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

রিউম

(Rheum)

টকগন্ধযুক্ত মল, রিউমের চরিত্রগত লক্ষণ। মল পাটকিলা রং বিশিষ্ট এবং আম মিশ্রিত ও অত্যন্ত টকগন্ধ যুক্ত। মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে উদরে বেদনা এবং মলত্যাগের পর অত্যন্ত কোঁথানি। কেবলমাত্র মলে টকগন্ধ নহে, রোগীর সমস্ত শরীরে টক্‌গন্ধ এমন কি রোগীকে উত্তমরূপে ধৌত করিলেও টকগন্ধ যায় না। বালকদিগের দন্তোদ্গম কালিন উদরাময় এবং উদরশূলে ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

চরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

কোলিন্‌জোনিয়া ক্যানাডেনসিস।

(Collinsonia Canadensis)

গুহ্যপথে যেন কতকগুলি খোঁচা পোরা রহিয়াছে, অর্শ কিম্বা গুহ্যপথ সম্বন্ধীয় কোন রোগে এই লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে, কোলিনজোনিয়া দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। ইস্কিউলাস নামক ঔষধেও এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়, কাযেকাযেই উভয় ঔষধে ভ্রম হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা, নিম্নে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা হইল। ইস্কিউলাস নামক ঔষধে গুহ্যপথে ভারি বোধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোলিন্‌জোনিয়ায় ইহা নাই। ইস্কিউলাসের অর্শ হইতে রক্ত নির্গত হয় না, যে স্থলে কোলিনজোনিয়ায় অনবরত রক্তস্রাব হয়। ইস্কিউলাসে অত্যন্ত

কটিবেদনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোলিনজোনিয়া নামক ঔষধে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইস্কিউলাসে কখন কখন কোষ্টবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোলিন্‌জোনিয়ায় সর্ব্বদাই অত্যন্ত কোষ্টবদ্ধ বর্ত্তমান থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা বিশেষরূপে তুলনা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প।

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ক্লিমেটিস ইরেক্টা।

(Clematis Erecta)

পুরাতন গনোরিয়ার মূত্র নলিতে ষ্ট্রীকচার হইবার উপক্রমে মূত্র ত্যাগ কালে মূত্র অতি ধীরে ধীরে এবং থামিয়া থামিয়া নির্গত হইতে থাকিলে, ক্লিমেটিস দ্বারায় উপকার হইয়া থাকে।

গণোরিয়া বসিয়া গিয়া অণ্ডকোষের প্রদাহেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অণ্ডকোষটী ফুলিয়া যায়, শীঘ্র উপশম না হইলে উহা ক্রমে অত্যন্ত শক্ত হইয়া যায়। ক্লিমেটিস দ্বারা এ প্রকার বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। পলসেটিলা নামক ঔষধও এ প্রকার ব্যাধিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু অণ্ডকোষের যন্ত্রণা এবং গনোরিয়ার স্রাব আরোগ্য হইবার পর, ফুলা বর্ত্তমান থাকিলে, পালসেটিলা দ্বারা আর কোন উপকার হয় না, এ স্থলে ক্লিমেটিস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সচরাচর উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

কোপেইভা।

(Copaiva)

ফুসফুসের 'পুরাতন সর্দ্দিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। সবুজাভাযুক্ত অথবা ধূসর বর্ণের পুঁজের ন্যায় গয়ের ইহার চরিত্রগত লক্ষণ।

ইহা গনোরিয়া রোগের একটী মহৌষধ বিশেষ। মুত্রস্থলির গলদেশে এবং মুত্রনলিতে উত্তেজিতাবস্থা। গনোরিয়ার প্রথমাবস্থায় যখন দুগ্ধের ন্যায় পুঁজ নির্গত হয়, অথবা যখন গনোরিয়ার বিষ মুত্রস্থলি পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে এবং মুত্রের সহিত বহু পরিমাণ "চক্‌চকে" শ্লেষ্মা কিম্বা রক্তনির্গত হইতেছে এরূপ স্থলে ইহা উত্তম।

৬ষ্ঠ, ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

কিউবেবা।

(Cubeba)

গনোরিয়ার তরুণ লক্ষণগুলি অপসারিত হইয়াছে কিন্তু প্রস্রাবের পর জ্বালা এখনও বর্ত্তমান আছে এবং গাঢ় হলুদাভাযুক্ত পুঁজ নির্গত হইতেছে। উক্ত প্রকারের পুঁজ পালসেটিলা এবং মার্কুরিয়স নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন।

৩০ ও উচ্চ শক্তি।

এলিয়ম সিপা।

(Allium Cepa).

এলিয়ম সিপা পিয়াজ, পিয়াজের ঝাঁজ চোখে মুখে লাগিলে তরুণ সর্দ্দির লক্ষণ সমূহ উদয় হয়, উক্ত প্রকার লক্ষণযুক্ত সর্দ্দিতে এলিয়ম সিপা প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর সুন্দর ফল পাওয়া যায়। জলবৎ তরল সর্দ্দি, চক্ষে জ্বালা, পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও নাসিকা হইতে হাজন-শীল জলবৎ তরল সর্দ্দি নির্গত হয়। সন্ধ্যাকালে এবং গৃহের মধ্যে রোগের বৃদ্ধি, খোলা বাতাসে উপশম। এ প্রকার অবস্থার সহিত কখন কখন শিরঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্যপি মাথার যন্ত্রণা সন্ধ্যা রাত্রে, গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি হয় এবং খোলা বাতাসে উপশম হয়, তাহা হইলে এলিয়ম সিপা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০ শক্তি।

ইউফ্রেসিয়া।

(Euphrasia),

ইহা দ্বারাও প্রভূত পরিমাণ জলবৎ তরল সর্দ্দির উপশম হইয়া থাকে। হাম-রোগের সহিত নাসিকা, মুখ, চক্ষু হইতে জলবৎ তরল সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকিলে, ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার হয়।

চক্ষের কাল অংশটীর উপর আঠা আঠা পিঁচুটি জমা ইহার চরিত্রগত লক্ষণ, চক্ষুরোগে চক্ষু হইতে অত্যন্ত জল পড়িলে,

এবং চক্ষে আলোক সহ্য না হইলে, তৎক্ষণাৎ ইউফ্রেসিয়াকে স্মরণ করিবেন। ইউফ্রেসিয়ার চক্ষু রোগের সহিত চক্ষের পাতাও আক্রান্ত হইয়া থাকে। দিবাভাগে কাসির বৃদ্ধি, ইহার আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ।

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ফাইটলক্কা ডিকেণ্ড্রা

(Phhytolocca Decandra).

ইহা গলক্ষতের একটী মহৌষধ বিশেষ। প্রথমে গলমধ্যে প্রদাহ হইয়া উভয় পার্শ্বের টনসিল ফুলিয়া উঠে এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে, পরে, উহাতে সাদা সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ পড়ে এবং ক্রমে উহারা একের সহিত অপরে মিলিত হইয়া বড় একটা ক্ষততে পরিণত হয়। এক প্রকার তীব্র যন্ত্রণা কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকে।

অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং কটিদেশে বেদনা। সমস্ত শরীরে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা, উক্ত বেদনা সমূহ এত কষ্টদায়ক যে, রোগী তজ্জনিত গোঙাইতে থাকে। হ্রাসটক্সের ন্যায় রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে চাহে কিন্তু নড়া চড়া করিলে, যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য সে নড়া চড়া করিতে পারে না। উক্তপ্রকার লক্ষণ গুলির সহিত অত্যন্ত জ্বর। নাড়ী বেগবতী কিন্তু উত্তাপ কেবল মাত্র মুখমণ্ডল এবং মস্তকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গে অপেক্ষাকৃত শীতলতা দৃষ্ট হয়।

যে কোন রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলেই ফাইটলক্কা অতি সত্বর কার্য্য করিতে সক্ষম।

স্ত্রীলোকদিগের স্তন প্রদাহেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্তনটী অত্যন্ত কঠিন, ফুলা, গরম এবং যন্ত্রণাদায়ক। স্তনপান করিবার সময় স্তনের বেদনা প্রসারিত হইয়া, সমস্ত অঙ্গে বিস্তৃত হইতে থাকে। উক্ত প্রকার স্তন প্রদাহের সহিত জ্বর, মস্তক এবং কটি দেশে অত্যন্ত বেদনা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়া এবং ফাইটলক্কা এই উভয় ঔষধে অনেকটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কারণ ব্রাইওনিয়ার পর ফাইটলক্কা এবং ফাইট-লক্কার পর ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপকারী। প্রসবের পরই প্রথম স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইয়া, স্তনে প্রদাহ হইলে, এই উভয় ঔষধ দ্বারায় নিতান্ত উপকার হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটী ঔষধের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখান হইল। ক্রোটোন টিগ্ নামক ঔষধে, শিশু স্তন পান করিবার সময় বেদনা পশ্চাৎ দিক দিয়া ধাবিত হয়। ল্যাক্ ক্যানিনম নামক ঔষধে স্তনটী দুগ্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে ও তজ্জনিত উহাতে এ প্রকার ক্ষতবৎ বেদনা দৃষ্ট হয় যে, রোগিণী অনবরত তাহার স্তনটী হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া রাখে, কারণ ঝুলিয়া পড়িলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

স্তনের টিউমার রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহু দিবসের পুরাতন স্তনের টিউমার, ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, তিনি সি, এম্ ,শক্তির ফাইটোলক্কা প্রতি মাসে পূর্ণিমার পর এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগ করিয়া, বহু দিবসের পুরাতন টিউমার আরোগ্য করিয়াছেন।

সায়েটিকা, বাত-ব্যাধি ইত্যাদিতেও ফাইটোলক্কা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যন্ত্রণা, শাখাসমূহের বহির্দ্দেশ দিয়া ধাবিত হওয়া, ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। যে সকল বাত-ব্যাধিতে বর্ষাকালে বাতের যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, উহাতে ফাইটলক্কা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মহাত্মা এলেন বলেন ফাইটলক্কা, ব্রাইওনিয়া এবং হ্রাসটক্সের মধ্যবর্ত্তী

স্থান অধিকার করে। যখন হ্রাসটক্স অথবা ব্রাইওনিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াও কোন ফলদান করে না, তখন ফাইটলক্কা প্রয়োগ করা যায়।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

গ্লোনোইন।

(Glonoin),

ইহা শিরঃপীড়ার একটী মহৌষধ। শিরঃপীড়া গ্রীবদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমে সম্মুখ কপালে এবং রগে প্রসারিত হয় এবং ভয়ানক "দপ্-দপানি" মাথা ব্যথা হইয়া থাকে। ইহার শিরঃপীড়া অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক এত যন্ত্রণাদায়ক যে, রোগী ইহার যন্ত্রণায় নিতান্ত অস্থির হয়। বেলেডোনা এবং মেলিলোটাস উভয় ঔষধেই অত্যন্ত শিঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। বেলেডোনা এবং গ্লোনোইন উভয় ঔষধেই মস্তকে পূর্ণতা বোধ এবং দপ্দপানি মাথা ব্যথা হইয়া থাকে। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, গ্লোনোইনের মাথা ব্যথা বেলেডোনা অপেক্ষা অত্যন্ত উগ্র এবং হঠাৎ আরম্ভ হইয়া থাকে, অতি শীঘ্র উপশমও হয়। বেলেডোনায় মস্তক পশ্চাৎদিকে বক্র করিলে বেদনার উপশম হয়, কিন্তু গ্লোনোইনে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বেলেডোনায় রোগীর চুল কাটিলে অথবা মস্তকের আবরণ উন্মোচন করিলে, বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং গ্লোনোইনের রোগী চুল কাটিতে ইচ্ছা করে ও মাথায় টুপি রাখিতে পারে না। বেলে-ডোনার রোগী শয়ন করিতে পারে না, শয়নাবস্থায় মাথার যন্ত্রনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে যেস্থলে গ্লোনোইনে রোগী শয়ন করিবার সময় একটু ভাল বোধ করে,কিন্তু পরে বৃদ্ধি হয়। গ্লোনোইনের একটী বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী তাহার মস্তক অতিশয় সাবধানতার সহিত রক্ষা করে,

কারণ সামান্য মাত্র ঝাঁকি লাগিলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দপ্‌দপানি বেদনার সহিত আর একটী অনুবোধ্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে যেন তাহার নাড়ীর গতির সহিত তাহার মস্তকের ভিতর তালে তালে ঢেউ দিতেছে। গ্লোনোইনের সহিত হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে তাহার বক্ষের মধ্যে বহুল পরিমাণ রক্ত প্রবিষ্ট হইতেছে।

মেলিলোটাস নামক ঔষধেও মস্তকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ রক্তাধিক্য এবং মস্তকে পূর্ণতাবোধ দেখিতে পাওয়া যায়। মুখমণ্ডল চকৃচকে রক্তবর্ণ; ইহার আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগীর নাসিকা হইতে বহুল পরিমাণ রক্তস্রাব হইলে, শিরঃপীড়া কমিয়া যায়।

"সর্দ্দিগর্ম্মি" হইলে অথবা হইবার পর কোন পীড়া হইলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহুক্ষণ অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া কোন পীড়া হইলেও ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্বালা, এই লক্ষণটীও গ্লোনোইন নামক ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায়। এমিল নাইট্রেট নামক ঔষধে গ্লোনোইনের ন্যায় মস্তকে রক্তাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

মেলিলোটাস এল্‌বা।

(Melilotus Alba).

বেলেডোনা এবং গ্লোনোইনের ন্যায়, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং উভয় রগের শিরা দুইটীর উল্লম্ফন কিন্তু নাসিকা হইতে প্রভূত পরিমাণ রক্তস্রাব হইলে উক্ত যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন এই লক্ষণটী মেলিলোটাসের

অতীব চরিত্রগত লক্ষণ, এই লক্ষণ অবলম্বনে তিনি উন্মাদ রোগ পর্য্যন্তও আরোগ্য করিয়াছেন। আমিও উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে কয়েকটী কঠিন ও পুরাতন শিরঃপীড়া আরোগ্য করিয়াছি।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম।

(Antimonium Crudum)

জিহ্বার উপর সাদা দুগ্ধের ন্যায় ময়লা পড়া—অন্যান্য, অনেক ঔষধে সাদা জিহ্বা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উক্ত লক্ষণটী এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। অন্যায় ও অতিরিক্ত ভোজন করিয়া পাকস্থলির পীড়া হইলে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্য করে। বিবমিষা ইত্যাদির সহিত যদ্যপি ইহার চরিত্রগত জিহ্বার লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমকে স্মরণ করিবেন। বিশেষতঃ যদ্যপি রোগী আহারের পর নিতান্ত অসুস্থ বোধ করে এবং পুনঃ পুনঃ উদ্গার তুলিতে থাকে ও উদ্গারের সহিত ভক্ষিত দ্রব্যের গন্ধ এবং আস্বাদ পায় এবং সে মনে করে খাদ্যদ্রব্যগুলি বমন হইয়া না যাইলে কিছুতেই উপশম হইবে না, এরূপ স্থলে এক মাত্রা এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম অতি সুন্দর কার্য্য করে। গ্রীষ্মকালে আহারের ব্যতিক্রমের সহিত প্রায়ই এ প্রকার উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মল কতক কঠিন এবং কতক তরল হইয়া থাকে, ভক্ষিত দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক না হওয়া ইহার প্রধান কারণ। গ্রীষ্মকালের রোগে, ব্রাইওনিয়া ও এণ্টিম ক্রুডম উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়ে ইহা একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শরোগেও এণ্টি-মোনিয়ম ক্রুডম ব্যবহৃত হয়, অর্শের বলি হইতে অনবরত রস পড়ে এবং তজ্জনিত রোগী নিতান্ত বিরক্ত হয়।

ইহাতে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সবিরাম জ্বরের সহিত মানসিক বিষণ্নতা। শিশুর দিকে তাকাইলে অথবা তাহাকে স্পর্শ করিলে সে নিতান্ত বিরক্ত হয়। এই লক্ষণটী এন্টিম ক্রুডমের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। এই প্রকারের মানসিক লক্ষণ ক্যামোমিলা নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, এন্টিমোনিয়মের শিশুরোগী ক্যামোমিলার ন্যায় কোলে করিয়া বেড়াইলে শান্ত হয় না। পাকস্থলি সম্বন্ধীয় গোলযোগে অথবা সবিরাম জ্বরের সহিত উক্ত প্রকারের মানসিক লক্ষণ এবং ইহার চরিত্রগত জিহ্বা দৃষ্ট হইলে, এন্টিমোনিয়মের দ্বারা অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার জ্বর রাত্রে বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তৎসহিত অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার চরিত্রগত দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণের জিহ্বা বর্ত্তমান থাকিলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করা কর্ত্তব্য নহে। উক্ত প্রকার জ্বরাক্রান্ত বালকের নাসিকার ছিদ্র এবং মুখের কোণগুলিতে ক্ষত এবং ফাটা ফাটা ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শাখা সমূহে ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম, নখগুলি ফাটা ফাটা হইয়া নির্গত হইতে থাকে এবং উহাতে সাদা সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যদ্যপি দৈব দুর্ঘটনায় কোন নখ ফাটিয়া যায় এবং উহা স্বভাবতঃ পুনরায় স্বাভাবিক ভাব ধারণ না করে, তাহা হইলে এন্টিম ক্রুডম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চরণ তলে "কড়া", চরণতলে একটী হইতে অনেকগুলি কড়া জন্মাইয়া থাকে এবং উহারা এত স্পর্শাসহিষ্ণু হয় যে রোগী উহাদিগের উপর ভর করিয়া চলিতে পারে না। যে সকল বাতরোগীতে চরণতলে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই লক্ষণটী অবলম্বনে বহু বাতরোগী এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

এন্টিমোনিয়ম ক্রুডমের রোগ বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে (ব্রাইওনিয়া, গ্লোনোইন, জেলসিমিয়ম, নেট্রাম কার্ব্ব)। গ্রীষ্মকালে রোগী নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করে। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলেও রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বালককে স্নান করাইলে সে ক্রন্দন করিতে থাকে। বহুক্ষণ যাবৎ জলে থাকিয়া অর্থাৎ স্নান অথবা সন্তরণ করিয়া কোন পীড়া হইলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

মার্কুরিয়স্

(Mercurius)

যেমন এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম নামক ঔষধের মুখমধ্যস্থ লক্ষণগুলি প্রধান, তদ্রূপ মার্কুরিয়স নামক ঔষধের মুখমধ্যস্থ লক্ষণগুলি অতীব চরিত্রগত। পারদ সেবন করিয়া "মুখ আনাইলে" যে প্রকারের লক্ষণ সমূহের উদয় হয় উক্ত প্রকারের লক্ষণসমূহ মার্কুরিয়সের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। দাঁতের মাড়িগুলি ফুলা, পান্‌সে এবং উহা হইতে রক্ত পড়ে, জিহ্বা ফুলা এবং দন্ত ছাপ যুক্ত এবং মুখ হইতে অত্যন্ত লালা নিঃস্বরণ হয়। মুখ সিক্ত কিন্তু অত্যন্ত পিপাসা, সমগ্র মুখ হইতে অনবরত লালা নির্গত হইতে থাকে এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এমন কি যে গৃহে রোগী শয়ন করিয়া থাকে, সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র রোগীর মুখের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। এই প্রকার রোগীতে উচ্চ শক্তির দুই অথবা এক মাত্রা মার্কুরিয়স প্রয়োগ করিলে যে, কি

সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তাহা একবার প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন। ইহাতে টনসিল ফুলা এবং উহাতে পুঁজ হইবার প্রবণতাও দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে একমাত্রা উচ্চশক্তির মার্কুরিয়স প্রয়োগ করিয়া, ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে, রোগী অতি সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে, অপর পক্ষে পুনঃ পুনঃ নিম্নশক্তির ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া, টনসিল পাকিয়া পুঁজ হইয়া রোগীকে নিতান্ত কষ্ট দেয়।

অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতেছে কিন্তু রোগের উপশম নাই, এই লক্ষণটীও মার্কুরিয়সের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। জ্বর ইত্যাদি কোন পীড়ার সহিত এই লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। ইহা ব্যতিরেকে মার্কুরিয়সের আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ শীতবোধ, রোগী মনে করে যেন শীত তাহার শরীরের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, গলক্ষত, সর্দ্দি ইত্যাদি রোগ হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রকারের শীতবোধ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রকারের শীত প্রায়ই সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রে বৃদ্ধি হইতে থাকে। পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং গরম। স্ফোটক কিম্বা উক্ত প্রকারের প্রদাহ স্থানে ইহার চরিত্রগত শীত বোধ দৃষ্ট হইলে, মার্কুরিয়স দ্বারা সুন্দর উপকার পাওয়া যায়। যদ্যপি স্ফোটক মধ্যে পুঁজ সঞ্চয় হইবার পর, মার্কুরিয়স প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ত্বরিত গতিতে স্ফোটকমধ্যে পুঁজ সঞ্চয় হইয়া উহাকে ফাটাইয়া দেয় এবং পুঁজ সঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে দুই অথবা এক মাত্রা উচ্চ শক্তির মার্কুরিস প্রয়োগ করিলে, প্রভূত পরিমাণ ঘর্ম্ম হইয়া, প্রদাহ এবং ফুলা কমিয়া যায় এবং রোগী সুস্থ বোধ করে।

রাত্রে রোগের বৃদ্ধি এবং বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি উহার আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ। অনেক ঔষধে রাত্রে

রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বিছানার গরমে এবং রাত্রে রোগের বৃদ্ধি অতি অল্প ঔষধে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শরীর মধ্যস্থ মিউকাস ঝিল্লি গুলির উপরও ইহার সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মিউকাস ঝিল্লি হইতে হাজনশীল এবং পাৎলা স্রাব নির্গত হইতে থাকে। পরে উক্ত স্রাব ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া যায়। উক্ত প্রকারের স্রাব নাসিকা, গুহ্যপথ, যোনি ইত্যাদি হইতে নির্গত হইতে পারে।

সিফিলিস রোগে ইহা একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। গনোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি রোগে পূঁজের ন্যায়স্রাব, দুর্গন্ধ, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, প্রভূত পরিমাণ ঘর্ম্ম ইত্যাদি মার্কুরিয়সের চরিত্রগত লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইলে, উচ্চ শক্তির মার্কুরিয়স দ্বারা অতীব সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

রক্তামাশয় রোগে মলের সহিত ছিটা ছিটা রক্ত এবং অত্যন্ত কোঁথানি দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা অতি সত্বর রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

মার্কুরিয়স করোসিভস।

(Mercurious Corrosivus)

রক্তামাশয় রোগে মার্কুরিয়স করোসভাস একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনবরত কোঁথানি উহার চরিত্রগত লক্ষণ। এই লক্ষণটী দ্বারায় ইহাকে নক্স ভমিকা হইতে পৃথক করা যায়। মূত্র স্থলিতেও উক্ত প্রকারের কোঁথানি দৃষ্ট হয়। রক্তামাশয়ের সহিত ফোঁটা ফোঁটা মূত্র, মূত্র নলিতে জ্বালা ও অনবরত কোঁথানী দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে।

গনোরিয়া রোগে সবুজাভাযুক্ত স্রাব হইতে আরম্ভ হইলে এবং মূত্র নলিতে জ্বালা এবং কোঁথানি দৃষ্ট হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

চায়না।

(China)

অতিরিক্ত রক্তস্রাব অথবা শরীরস্থ তরল পদার্থের ক্ষয়-জনিত দুর্ব্বলতা। উপরোল্লিখিত লক্ষণটী চায়নার অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। হঠাৎ শরীরের কোন স্থান অর্থাৎ জরায়ু, ফুস্‌ফুস, অন্ত্র, নাসিকা ইত্যাদি হইতে বহুল পরিমাণ রক্তস্রাব হইয়া, যদ্যপি রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, চক্ষে কিছু দেখিতে না পায়, কর্ণ মধ্যে "ভোঁ ভোঁ" করে তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ চায়না প্রয়োগ করিলে, অতি সত্বর রোগীর শরীরে বল সঞ্চার হইতে থাকে। বহুদিবস যাবৎ উদরাময় ইত্যাদি হইয়া মুখ-মণ্ডল ফেঁকাসে, **চক্ষু বসিয়া যাওয়া এবং চতুর্দ্দিকে কাল-সিটা পড়া, মস্তকে দপ্‌দপানি "মাথা ব্যথা", নিশাঘর্ম্ম, সামান্য মাত্র নড়াচড়া করিলেই ঘর্ম্ম ইত্যাদি দৃষ্ট হইলে, চায়নার দ্বারায় অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।**

উদরাধ্মান—অর্থাৎ "পেট ফাঁপা" ইহার একটী বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। কার্ব্বোভেজিটেবিলস এবং লাইকোপডিয়ম নামক ঔষধেও উদরাধ্মান দেখিতে পাওয়া যায়। **পেটটী অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে, তজ্জন্য রোগী নিতান্ত অসুস্থতা বোধ করে, রোগী সর্ব্বদা উদ্গার তুলিবার চেষ্টা করে ও মনে করে তাহার উদর**

পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং উদ্গার তুলিলে কিঞ্চিন্মাত্রও উপশম হয় না। এ প্রকার রোগীর উদরে খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হয় না, সে যাহা খায় তাহাই বায়ুতে পরিণত হয়। উদরটী বায়ুদ্বারা এত পূর্ণ হয় যে, রোগী তজ্জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে কষ্টবোধ করে।

উদরাময়—ফলাদি ভোজন করিয়া উদরাময়। মল পাতলা, জলবৎ, হলুদ অথবা পাঁঠকিলা রংযুক্ত। চায়নার উদরাময়ের আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই, উদরাময়ের সহিত উদরে কোন প্রকার যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায় না। মলের সহিত প্রভূত পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ হয়। এই প্রকার উদরাময় প্রায় বালকদিগের হইয়া থাকে, পুরাতন যকৃতের পীড়াতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। রোগীর দক্ষিণ দিকে পাঁজরের নিম্নে হস্ত দ্বারা চাপনে যকৃতটী ফুলা এবং শক্ত বোধ হয় এবং রোগী উক্ত স্থানে বেদনা অনুভব করে। রোগীর গাত্র চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট, প্রস্রাবের রং গাঢ় এবং মল ফেঁকাসে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে যদ্যপি ইহার চরিত্রগত উদরের লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে চায়না ধ্রুব কার্য্যকারী। প্লীহা রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্পর্শাসহিষ্ণুতা চায়নার একটী চরিত্রগত লক্ষণ। সমস্ত শরীরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা এমন কি মাথার চুল গুলিতেও স্পর্শাসহিষ্ণুতা। চুলের গোড়া গুলিতে ক্ষতবৎ বোধ, বাতাসে চুল গুলি নড়িলেও রোগী তজ্জনিত ব্যথা পায়। বেদনাযুক্ত স্থল সামান্য মাত্র স্পর্শ করিলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু জোরে চাপিলে উপশম বোধ হয়, এরূপ স্থলে চায়না উত্তম। চায়নার স্পর্শাসহিষ্ণুতা এত প্রবল যে, শরীরে বায়ু বহিয়া যাইলে রোগী নিতান্ত কষ্ট বোধ করে, অর্থাৎ বেদনার বৃদ্ধি হয়। প্লাম্বাম নামক ঔষধেও এই প্রকারের স্পর্শাসহিষ্ণুতা দেখিতে পাওয়া যায়।

কলেরার পর রোগীর দুর্ব্বলতা কিছুতেই না কমিলে এবং উক্ত

দুর্ব্বলতানিবন্ধন সম্পূর্ণ আরোগ্যে বিঘ্ন ঘটিলে, চায়না দ্বারা রোগীর শরীরে বল সঞ্চার হইয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলস।

(Carbo Vegetabilis)

ইহাকে মৃতসঞ্জিবনী আখ্যা প্রদান করিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে কোন পীড়ার শেষাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা অতি আশ্চর্য্যজনক ভাবে রোগের উপশম হইয়া থাকে। জীবনীশক্তির প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস শীতল, নাড়ী সূতার ন্যায় ক্ষীণভাবে এবং মধ্যে মধ্যে থামিয়া থামিয়া চলিতেছে, শাখা সমূহে ঘর্ম্ম। শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া নীল বর্ণ ধারণ করে, রোগী এত দুর্ব্বল যে, দুর্ব্বলতাজনিত নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না এবং অনবরত বাতাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ "বাতাস কর বাতাস কর" বলিয়া চীৎকার করে। এ প্রকার বহু রোগী কার্ব্বো ভেজিটেবিলস দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি কলেরা, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি সাংঘাতিক পীড়ার শেষাবস্থায় দেখা দিলে, কালবিলম্ব না করিয়া উচ্চ শক্তির কার্ব্বো ভেজিটেবলিস প্রয়োগ করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

দন্তের মাড়ি পানসে অতি সহজে রক্ত পড়ে, এমন কি স্পর্শ করিলে অথবা 'চুষিলে' রক্ত পড়ে; দন্তের মাড়িতে ক্ষতবৎ বোধ এবং বেদনা। কোন বস্তু চর্ব্বন করিলে অথবা "দাঁতে দাঁতে চাপ দিলে" অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয়। অজীর্ণ, সামান্য কোন খাদ্য বিশেষতঃ

চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য ভোজন করিলেই অম্বল হয়, উক্ত প্রকার রোগে পাল্সেটিলা দ্বারা উপকার না হইলে, কার্ব্বো ভেজ ব্যবহার করা যায়।

উদরাধ্মান—অর্থাৎ পেট ফাঁপা, এই লক্ষণটী কার্ব্বো ভেজিটেবলিস নামক ঔষধের অতীব প্রিয় লক্ষণ। পাকস্থলি মধ্যে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চার, রোগী মনে করে তাহার পাকস্থলিটী বায়ু দ্বারা ঠাসিয়া পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, পাকস্থলি মধ্যে বায়ু জমা হওয়ায় উহাতে অত্যন্ত বেদনা, শয়নাবস্থায় যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি, উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি অবলম্বনে, ইহা দ্বারা সামান্য অজীর্ণ হইতে পাকস্থলির ক্যান্সার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্যান্সার রোগের সহিত পাকস্থলিতে অত্যন্ত জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায়।

আগুন লাগার ন্যায় জ্বালা, এই লক্ষণটী কার্ব্বো ভেজের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। বক্ষ মধ্যে উক্ত প্রকারের জ্বালা এবং তৎসহিত বক্ষের দুর্ব্বলতা ; এই স্থলে ফস্ফরিক এসিড, ষ্ট্যানাম এবং সালফরের সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। অতিশয় শঙ্কটাপন্ন নিউমোনিয়া রোগে যখন বক্ষমধ্য তরল শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইয়া যায় কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী উহা উঠাইয়া ফেলিতে পারে না, এ প্রকার অবস্থায় এন্টিমোনিয়ম টার্টারিকম দ্বারায় কোন ফল না হইয়া, শরীরের স্থানে স্থানে নীল বর্ণ ধারণ, গয়েরে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, ও রোগী অনবরত "বাতাস কর, বাতাস কর" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে, ইহা দ্বারা অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা অর্থাৎ জীজবনীশক্তির হ্রাসের সহিত রক্তস্রাব, শরীরের নানাস্থান যথা ফুস ফুস, নাসিকা, পাকস্থলি, অন্ত্র, মূত্রস্থলি ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাবে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার রক্তস্রাবের সহিত ইহার দুর্ব্বলতার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, কার্ব্বোভেজিটেবলিস প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

সচরাচর ২০০ শত ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

সাইলিসিয়া।

(Silicea)

শরীর মধ্যে উপযুক্ত পোষণ ক্রিয়ার অভাবজনিত বালকের দেহ পুষ্টি হইতে পারে না। বালকের পেটটী বড় কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ গুলি ক্ষীণ এবং রুগ্ন। হাত পাগুলি সরু সরু, চক্ষু বসা, মুখমণ্ডলের চর্ম্ম বৃদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিত। বালক, শক্তি অথবা আকারে বর্দ্ধিত হয় না, অতি বিলম্বে চলিতে শিখে। মস্তকে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, এই লক্ষণটী ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব নামক ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ কিন্তু উহাদিগের মধ্যে পার্থক্য এই, সাইলিসিয়ার রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শরীরের গঠন প্রণালি ক্যাল-কেরিয়ার ন্যায় নহে। এই প্রকার বালক রোগীর কখন কখন অত্যন্ত কোষ্টবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বালক মলত্যাগ করিবার জন্য অনবরত কোঁথ দিতে থাকে কিন্তু মল কতকটা বাহির হইয়া আসিয়া পুনরায় ভিতর দিকে ঢুকিয়া যায়। বালকদিগের দন্তোদ্গম কালীন উদরাময় রোগেও উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মলে নানা প্রকারের রং দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কখন সাদা কখন ফেঁকাসে ইত্যাদি। উক্ত প্রকারের উদরাময় পালসেটিলা দ্বারা আরোগ্য না হইলে, সাইলিসিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পুনরায় বলি, রোগী রীতিমত আহার করে কিন্তু তথাচ শুখাইয়া যায়, এই লক্ষণ বালক কিম্বা শিশুর শরীরে দৃষ্ট হইলে, সাইলিসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

সাইলিসিয়া, প্রদাহের পর পূঁজ সঞ্চয় হইলে ব্যবহৃত হয়। প্রদাহে পূঁজ হইয়া ক্ষত হইলে, ইহা দ্বারা অতি সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে। হিপার সালফর এবং ক্যালকেরিয়া সালফাইড, রোগের যে অবস্থায়

ব্যবহৃত হয় ঠিক তাহার পরই সাইলিসিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী অর্থাৎ পুঁজ সঞ্চয় হইয়া নির্গত হইবার পর, ইহা দ্বারা অতি সত্বর ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়। শরীরের গভীরতম স্থানে ক্ষত হইলেও সাইলিসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার রোগীর শরীর দুর্ব্বল, গাত্রচর্ম্ম পাৎলা, মুখমণ্ডল ফেঁকাসে এবং শরীরের মাংস পেশিগুলি শিথিল; এই লক্ষণগুলি উক্ত প্রকার রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। উক্ত প্রকার শারীরিক লক্ষণগুলির সহিত মানসিক দুর্ব্বলতাও দেখিতে পাওয়া যায়, রোগীর সর্ব্ব বিষয়ে তাচ্ছিল্যভাব, সহজেই চটিয়া যায়।

ইহার আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, সর্ব্বদা অঙ্গ আবরিত করিয়া রাখিতে চাহে। বিশেষতঃ মস্তক এবং চরণে ঠাণ্ডা বাতাস একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, রোগী পরিশ্রম করিতেছে তথাচ তাহার মস্তক আবরিত করিয়া রাখিতে চাহে।

অমাবস্যা পূর্ণিমায় রোগের বৃদ্ধি সাইলিসিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ, একটী বালকের প্রতি অমাবস্যার সময় এপিলেপ্টিক ফিট হইত, মাননীয় ডাক্তার ন্যাস ২০০ শত শক্তির সাইলিসিয়া দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

চরণে ঘর্ম্ম—চরণে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম সাইলিসিয়ার আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ। এ প্রকার চরণ ঘর্ম্ম সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বসিয়া যায় এবং তজ্জনিত অতি কঠিন পীড়া হইতে পারে। সাইলিসিয়া উক্ত প্রকার রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম সংশোধন করিয়া, রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

সাইলিসিয়া, শরীর মধ্যে গভীর ভাবে কার্য্য করে এবং ইহার ক্রিয়া বহুদিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, সেই কারণ ইহাকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। নিম্নশক্তি অপেক্ষা উচ্চ শক্তির সাইলিসিয়া বিশেষ ফল-

প্রদ, উচ্চশক্তির সাইলিসিয়া এক অথবা দুই মাত্রা প্রয়োগ করিয়া, ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে, অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। এই স্থানে আর একটী কথা বলিয়া রাখি, যে কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উপকার হইতে আরম্ভ হইলে, অতি সাবধানতার সহিত বিলম্বে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কারণ এক মাত্রা ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইতে না হইতে পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে, হয় আর উপকার হয় না নতুবা রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইস্থলে নূতন শিক্ষার্থীর বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, কারণ তিনি ঔষধ ঠিক হয় নাই মনে করিয়া ঔষধ বদলাইয়া দেন এবং রোগীও বৃথা কষ্ট পাইতে থাকে।

মস্কাস।

(Moschus).

হিষ্টিরিয়া রোগে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী। বক্ষে হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ, হৃৎপিণ্ডের "ধড়্ধড়ানীর" সহিত দমবন্ধ মত, অবসন্নতা। রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া, এইবার মরিয়া যাইব, এইবার মরিয়া যাইব বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। অসম্ভব হাসি হাসিতে থাকে কিম্বা অত্যন্ত ক্রন্দন, গালাগালি ইত্যাদি করিতে করিতে মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায়, পরে চক্ষু দুইটী বিস্ফারিত করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

ক্যাষ্টোরিয়ম।

(Castorium).

ক্লান্ত, বসিলে বেদনার উপশম, ঋতুজনিত শূল বেদনার সহিত ফেঁকাসে চেহারা এবং শীতল ঘর্ম্ম এই গুলি ক্যাষ্টোরিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ।

এসাফিটিডা

(Asafœtida).

উদর বায়ুতে পূর্ণ, উদ্গারের সহিত উপর দিকে চাপনবৎ বেদনা। উপর দিকে চাপনবৎ বেদনা জনিত, ফাটিয়া যাইবার ন্যায় বোধ। লিউকোরিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারের স্বাভাবিক স্রাব বন্ধ হইয়া স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া, শরীরস্থ সকল স্রাবই দুর্গন্ধযুক্ত।

ভেলিরিয়ান।

(Valerian).

স্নায়বীয় উত্তেজনা, রোগী চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ ও ছিন্ন হওয়াবৎ বেদনা। রোগী মনে করে যেন সে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত উত্তেজিতাবস্থা, রোগী মনে করে যেন তাহার গলার মধ্য দিয়া একটী সুতা ঝুলান রহিয়াছে।

এম্বা গ্রিসিয়া।

(Ambra Gresia).

দুইবার ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময় রক্তস্রাব। সামান্য পরিশ্রম এমন কি মলত্যাগ করিবার সময় জোরে বেগ দিলে, রক্তস্রাব হইয়া থাকে। স্নায়বীয় কাসি ও কাসির সহিত উদ্গার।

উপরোল্লিখিত পাঁচটী ঔষধই হিষ্টিরিয়া রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়।

এগারিকস।

(Agaricus),

গাত্রচর্ম্ম, কর্ণ, মুখমণ্ডল, নাসিক, পদাঙ্গুলি ইত্যাদি স্থানে রক্তবর্ণতা, চুলকানি ও জ্বালা। নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে এই লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতকালের "গা ফাটার" সহিত এই লক্ষণটী দেখিতে পাইলে, ইহার দ্বারা সুন্দর উপকার পাওয়া যায়। তাণ্ডবরোগ (chorea), মাংশপেসির সামান্য নৃত্য হইতে কোরিয়া রোগও ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি।

লিথিয়াম কার্ব্বনিকম।

(Lethium Carbonicum),

হৃৎপিণ্ডের ব্যাধির সহিত পুরাতন বাতরোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। "বাতরোগের সহিত হৃৎপিণ্ড স্থানে ক্ষতবৎ বোধ। প্রস্রাব করিবার সময় অথবা স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে হৃৎপিণ্ডে বেদনা।" "কুব্জ হইলে হৃৎপিণ্ডে বেদনা।" মানসিক উৎকণ্ঠার সহিত হৃৎপিণ্ড স্থানে অস্বচ্ছন্দতা। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ইহার বিশেষ চরিত্রগত বলিয়া জানিবেন।

ইহার আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, পুঁজ অথবা শ্লেষ্মার ন্যায় তলানি পড়ে।

স্যাম্বুকাস নায়েগ্রা।

(Sambucus Nigra),

ইহা হাঁপানির একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ফিট রাত্রে হঠাৎ আইসে, শিশু নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য "আঁকু পাঁকু" করে ও মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়, দেখিলে মনে হয় যেন এখনি শিশু মরিয়া যাইবে। পরে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, পুনরায় কিছুক্ষণ পরে উক্ত প্রকার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে থকে। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিয়াছেন তিনি একটী বৃদ্ধা মহিলার হাঁপানি রোগে উক্ত প্রকারের লক্ষণ সমূহ দৃষ্টে স্যাম্বুকাস দ্বারা তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। অগ্রে প্রভূত পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া যন্ত্রণার হ্রাস হইয়াছিল।

আর একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঘুমন্ত অবস্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত কিন্তু জাগরিত হইবামাত্র ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

গ্যাম্বোজিয়া।

(Gambogia),

ইহা উদরাময়ের একটী মহৌষধ বিশেষ। সচরাচর উদরাময়ে ইহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ এই, হলুদ বর্ণের জলবৎ মল পিচ্‌কারী বেগে, একেবারে বহু পরিমাণ নির্গত হইয়া যায় এবং রোগী মনে করে যেন তাহার উদর মধ্য হইতে কতকগুলি

উত্তেজক পদার্থ বহির্গত হইসা গেল, এবং রোগী সুস্থ বোধ করে। কখন কখন মলত্যাগ করিবার পর গুহ্যদ্বারে জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্র্যাটিওলা নামক ঔষধে ঠিক ঐ প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় অতিরিক্ত জলপান করিয়া উক্ত প্রকারের উদরাময় হইলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ওলিএণ্ডার নামক ঔষধও উদরাময়ের একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহার একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী বায়ুত্যাগ কবিবাব সময় বাহ্যে করিয়া ফেলে। সামান্য মাত্র বায়ুর সহিতও মল আসিয়া উপস্থিত হয়।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

টিলিয়া ট্রিফোলিয়াটা।

(Telia Trefolia),

ইহা যকৃতের পীড়ার একটী মহৌষধ বিশেষ। যকৃত স্থানে ভারি এবং কামড়ান মত বেদনা, বামপার্শ্বে শয়নে উক্ত বেদনার নিতান্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়া নামক ঔষধেও বামপার্শ্বে শয়নে বেদনার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহার অন্যান্য লক্ষণের সহিত টিলিয়ার অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়া মিউর নামক ঔষধে যকৃতের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, মার্কুরিয়সের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্কুরিয়সের সহিত ম্যাগ্নেসিয়ার পার্থক্য এই, মার্কুরিয়স নামক ঔষধে উদরাময়, কিন্তু ম্যাগ্‌নেসিয়ায় কোষ্টবদ্ধ লক্ষিত হয়।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ল্যাক্‌টিক এসিড।

(Lactic Acid)

ইহা ডায়েবিটিস রোগের একটী মহৌষধ বিশেষ। যে সকল ডায়েবিটিশ রোগে পিপাসার সহিত অত্যন্ত "রাক্ষুসে ক্ষুধা" এবং বহুল প্রস্রাবের সহিত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সুগার দেখিতে পাওয়া যায় ও সন্ধি সমূহে বাতজনিত বেদনার ন্যায় বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধটী ধন্বন্তরী বিশেষ।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

হাইপিরিকম

(Hypericum)

স্নায়ুমণ্ডলীতে আঘাতাদি জনিত কোন পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কোন কারণবশতঃ মস্তিষ্কে ঝাঁকি লাগিয়া কোন পীড়া হইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

সচরাচর ৬, ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

সূচীপত্র।

কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপাল, "চিকিৎসা বিধান"
"সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়" ইত্যাদি পুস্তক প্রনেতা—

ডাক্তার

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী (কাইলাই) এল্, এম্, এস্,

মহোদয়ের পত্রের সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল

ডাক্তার নগেন্দ্র নাথ ঘোষ, ডাঃ জে, টি, কেন্ট কৃত "রেপার্টরিজ" বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। উহার প্রথম খণ্ড আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুবাদটী অতি সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইলে, ইংরাজি অনভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের যে বিশেষ উপকার হইবে তৎসম্বন্ধে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বাক্ষর—

সি, এস, কালী।

ডাক্তার

এস্, কে, নাগ, এম্, ডি, (চিকাগো)

এল্, এম্, এস, (কলিকাতা ইউনিভারসিটি)

রেপার্টরি সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন—

ডাক্তার এন্, এন্, ঘোষ, ডাক্তার জে, টি, কেণ্টকৃত বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার রেপার্টরি বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, উহার এক খণ্ড আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ডাক্তার কেণ্টের পুস্তক চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের নিকট চিরপরিচিত এবং অনুবাদক প্রত্যেক কথার ভাবগুলি ভাষান্তরে যতদূর সম্ভব বজায় রাখিতে চেষ্টা করায়, পুস্তকখানি যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই প্রকার একখানি পুস্তক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেরই অতীব প্রয়োজনীয় এবং এতদ্দ্বারা ইংরাজিভাষানভিজ্ঞ হোমিওপাথিক চিকিৎসক দিগের একটী বহুদিনের অভাব মোচন হইল।

সাক্ষর—

এস্, কে নাগ।

নূতন পুস্তক　　　　নূতন পুস্তক　　　　নূতন পুস্তক

ডাঃ এন্, এন্, ঘোষ কৃত

সরল হোমিওপ্যাথিক জ্বর-চিকিৎসা।

কি উদ্দেশ্যে ডাঃ এন্ এন্ ঘোষ পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি সরল মেটিরিয়া মেডিকার উদ্দেশ্য নামক অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। আপনি যথন সরল মেটিরিয়া মেডিকা পাঠ করিয়াছেন তথন জ্বর-চিকিৎসা আপনার পাঠ করা কর্ত্তব্য। কারণ জ্বর চিকিৎসা ডাঃ ঘোষ কৃত সরল নামক পুস্তক সমূহের দ্বিতীয় ভাগ। ইহা পাঠ করিলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিকতর জ্ঞানলাভ হইবে এবং জ্বর চিকিৎসায়ও বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইবে। ইহাতে প্রথমে নিয়ম—অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার বিধি, দ্বিতীয় নিদান অর্থাৎ—রোগ বিবরণ, তৃতীয় ঔষধ—অর্থাৎ জ্বর রোগে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ হয় তাহাদিগের লক্ষণ, চতুর্থ লক্ষণানুপাতে ঔষধাবলি অর্থাৎ—লক্ষণ অনুসারে ঔষধ ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। মূল্য ১৵০ এক টাকা দুই আনা মাত্র।

প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন ও ব্যবস্থা পত্র

মেহ, প্রমেহ, পারা, গর্ম্মি, বাত, অজীর্ণ ইত্যাদি রোগে
ব্যাধির সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া
পাঠাইলে ভিঃ, পিতে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন
ও ব্যবস্থা পত্র পাঠান
হয়।

মূল্য ২৲ দুই টাকা, ডাঃ মাঃ ।• চারি আনা।

ডাঃ এন্, এন্, ঘোষ।